উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৩৮০.৬৯ (+৫৯৪.৯৫)
নিফটি : ২৫,২৩৯.১০ (+১৬৯.৯০)

মোদির জন্মদিনে দেশজুড়ে মহোৎসব
বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছেন। ৯

ছাপবে এসআইআর-এর ফর্ম
রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	২৯°	৩০°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৫°	২৫°	২৫°

অবৈধ বেটিং অ্যাপে সমন যুবরাজকেও ১১

৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 17 September 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 121

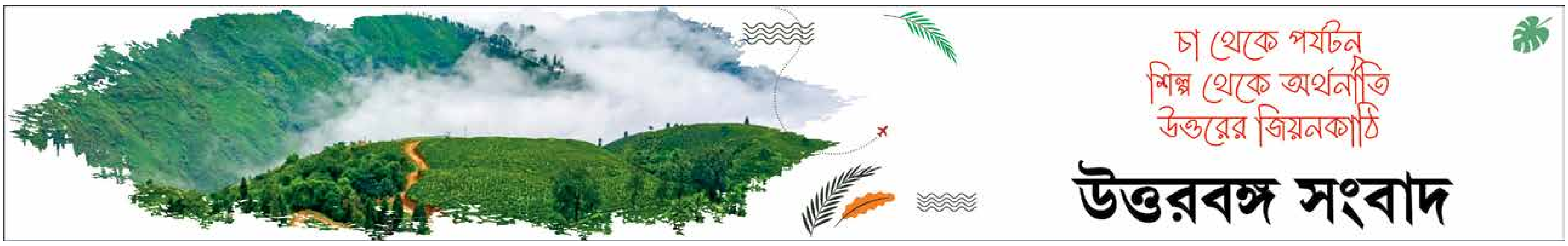

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে সাফ। দেরাদুনে মঙ্গলবার। -পিটিআই

চিতাবাঘের শিকার

আবার সেই খেরকাটা গ্রাম। এবার বাড়ির সামনে থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়ার টুঁটি কামড়ে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। গত বছর ১৯ অক্টোবর এই গ্রাম থেকেই চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ঠিক এভাবেই নিয়ে গিয়েছিল একটি বুনো।

স্কুল ছাত্রকে তুলে নিয়ে গেল বুনো

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খুটাবাড়ি কাণ্ডের পর এখনও এক মাসও কাটেনি। ফের বাড়ির সামনে থেকে নাবালককে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। পরে ছেলেটির রক্তাক্ত খোবলানো দেহ উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রামে এই ঘটনায় বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ। মৃত বালকের নাম অস্মিত রায় (১৩)। সে খয়েরবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনার পর হাসপাতালে জড়ো হওয়া এলাকার বাসিন্দারা বন দপ্তরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এমনটা যাতে আর না হয় সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। সচেতনতা আরও বাড়ানো হবে। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, বন দপ্তরের আরও বেশি দায়িত্বপরায়ণ হওয়া উচিত বলে মনে করি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্মিত এদিন সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর মুখ ধুতে বেরিয়েছিল। সে সময় আগে থেকেই ঘাপটি মেরে থাকা একটি চিতাবাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুঁটি কামড়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি প্রথম দেখেন বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানের মালিক সিকান্দার আলম। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে তিনি বলেন, 'এমন দৃশ্য দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনি। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে চিতাবাঘটি অস্মিতকে কলা গাছের পাশে ঝোপে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইকে করে ৭ কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে নিয়ে আসি।'

মৃত অস্মিতের পরিবার অত্যন্ত দুঃস্থ। তাঁর বাবা শত্রুঘ্ন রায় পেশায় দিনমজুর। এরপর দশের পাতায়

খেরকাটা গ্রামের মর্মান্তিক ঘটনার পর সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানীয়দের জটলা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

আতঙ্কের শেষ কবে, প্রশ্ন গ্রামে

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : গত ২৭ অগাস্ট নাগরাকাটার আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়ি। ১৮ জুলাই এই ব্লকেরই কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইন। গত বছরের ১৯ অক্টোবর নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রাম। সেবারই ৫ জুলাই বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগান। এর সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের যুক্ত হল সেই খেরকাটা গ্রাম।

পরপর পাঁচ শিশু বা নাবালক চিতাবাঘের শিকার হওয়ায় এই ঘটনাকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মেনে নিতে চাইছেন না গ্রামবাসীরা। বন দপ্তরের কর্তারা যাই বলুন না কেন, চা বাগান ও লাগোয়া গ্রামগুলির আশপাশে ঘুরে বেড়ানো চিতাবাঘের কয়েকটি মানুষখেকো হয়ে উঠেছে বলেই তাঁদের অনেকের ধারণা। গ্রামে প্রশ্ন উঠেছে, এসবের শেষ কোথায়? বন দপ্তরই বা কী করছে?

এরপর দশের পাতায়

উদয়ন ও সুকান্তর ভাষণে হিংসার বার্তা

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট করার হুমকি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : আস্ফালনের প্রতিযোগিতায় দুই মন্ত্রী। একজন রাজ্যের, অপরজন কেন্দ্রের। প্রথমজন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর ভাষায়, 'গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। এটা আমি সবাইকে বলছি। পঞ্চায়েত সদস্যদের, কাউন্সিলারদের। আপনারা পঞ্চায়েত ভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন, কাউন্সিলাররা পুরভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।'

একইদিনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হুংকার, 'ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে। যে ছেলেগুলি আমাদের কর্মীদের মেরেছে, তাদের আশকারা দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ও বিপ্লব মিত্র। বিপ্লব মিত্রকে লোকসভায় হারিয়েছি। '২৬-এর বিধানসভায় হারানোর পর প্যাকেট করে ওঁদের ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।'

> আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।
>
> **উদয়ন গুহ**

> ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

সুকান্ত যাঁদের দিকে আঙুল তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষ ভাওয়াল তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতি ও বিপ্লব মিত্র রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য। নির্বাচনে জিততে গুন্ডামিই যে শেষ কথা, মঙ্গলবার তা তৃণমূল কর্মীদের কার্যত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন উদয়ন। এরপর দশের পাতায়

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন শুরু সেনার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী ফিরে যেতেই মণিপুরে সেনার অ্যাকশন শুরু। শেষ ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার চার জঙ্গি, উদ্ধার করা হল প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক। অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জঙ্গিদের একের পর এক বাংকার। সেনার একটি অংশ অস্ত্র হাতে সক্রিয় হলেও অন্য অংশ কলকাতার সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে মঙ্গলবার থেকেই বন্ধু হয়ে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিন টেংনৌপল জেলায় একাধিক স্বাস্থ্য শিবির করেছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্থানীয়দের সমস্যার কথা নথিভুক্ত করেছেন তাঁরা। পাল্লেলে আসাম রাইফেলসের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে কীভাবে কাজ করেছে সেনা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কী করণীয় সেসব নিয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ দেন সেনাকর্তারা।

সূত্রের খবর, সেনা সম্মেলনে উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তায় আসাম রাইফেলসকে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মায়ানমার ও চিন সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চালাতেও বলা হয়েছে। সেইমতো মঙ্গলবার আসাম রাইফেলসের ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লাখেরা মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সীমান্তে নজরদারি এবং শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যবহৃত ড্রোন প্রযুক্তি খতিয়ে দেখেন তিনি। আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথা, 'সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'

সেনা সম্মেলনে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। সেনা সূত্রে খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তা জোরদার করতে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং আরও কীভাবে প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করা যায় সেসব পর্যালোচনার জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড আয়োজন করছে 'ইস্ট টেক-২০২৫'। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ওই প্রযুক্তি কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

মণিপুরে সেনার জনসংযোগ অভিযান।

গতবারের হারেই বোনাস ক্ষুদ্র চা বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বোনাস রফা হয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের। মঙ্গলবার জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির কার্যালয়ে শ্রমিক-মালিক দু'পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বোনাস চুক্তি চূড়ান্ত হয়। গতবছরের মতোই এবারও ১৫ একর পর্যন্ত আয়তনের বাগানের ক্ষুদ্র চা চাষিরা ৯.২৫ শতাংশ হারের বোনাস দেবেন। অন্যদিকে, ১৫ একরের বেশি ও ২৫ একর আয়তন পর্যন্ত বাগানের ক্ষেত্রে ওই হার ঠিক হয়েছে ১২.২৫ শতাংশ। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এদিকে, এদিন শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির শ্রমিকদের বোনাস বৈঠক হলেও সেখানে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি ছিল ২০ শতাংশ হারে বোনাস। মালিকরা তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ঠিক হয়েছে দ্রুত আরেকটি বৈঠক হবে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এবছর আমাদের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন। কাঁচা পাতার দাম হুহু করে কমছে। এখনও পর্যন্ত উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ কম। তবুও শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে গতবারের হারই রেখে দেওয়া হল।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষির সংখ্যা ৩০ হাজার। তাঁদের বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাও সেরকমই। এদিন ৩ ঘণ্টা ধরে বৈঠকের পর রফাসূত্র বেরিয়ে আসে। তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র জেলা কমিটির সভাপতি তপন দে বলেন, 'বোনাসের হার গতবারের মতো হলেও শ্রমিকরা হাতে কিন্তু বেশি টাকা পাবেন। এর কারণ গতবার বোনাস গণনা হয়েছিল শ্রমিকদের সে সময়ের মজুরি ১৮৭ টাকার ওপর ভিত্তি করে। মজুরি বাড়ার পর এবার হবে ২০২ টাকার ওপর। সব মিলিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের বোনাস চুক্তি মোটের ওপর সন্তোষজনক। বটলিফ ফ্যাক্টরির বোনাস নিয়েও দ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।'

এদিকে, উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর শিলিগুড়ির এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন ১১ দিন পর

উমার কাছে বিচার চায় পাঁচ পরিবার

যাঁদের পুজো নেই

বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবারের কাছে পুজোর আনন্দ এখন ম্লান।

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে উৎসবের রং। আলো ছড়িয়ে আসছে শারদোৎসব। উজ্জ্বল সেই আলোর ছটা চরাচর বিস্তৃত হলেও পৌঁছোবে না বগুলা, পানিহাটি, পাটুলি, বেহালার কয়েকটি বাড়িতে। বিষাদের অন্ধকারেই ডুবে থাকবে বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবার। দুর্গার কাছেও শুধু বিচারের অপেক্ষা।

কেটে গিয়েছে আরও একটি বছর। অভয়ার ছোট ছোট স্মৃতি এখনও টাটকা আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষিতা ও নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা-মায়ের। বাড়ির সামনেই আগের মতোই দুর্গামণ্ডপ আছে। আগে যেখানে পুজো এলে আপ্যায়ন থেকে শুরু করে আলপনা, পুজোর জোগাড় সবই নিজের হাতে করতেন অভয়া। বাড়ির গ্যারাজে দেবীর আবাহন করতেন।

২০২৪ সালের ৮ অগাস্ট বদলে দিয়েছে সবকিছু। গত বছর কন্যাহারা বাবা-মায়ের কাছে উৎসব এসেছিল দ্রোহের মেজাজে। বাড়ির সামনে ধর্নামঞ্চ তৈরি করে আলো নিভিয়ে চারটি দিন নীরবে কাটিয়েছিলেন তাঁরা। ব্যতিক্রম হবে না এবছরও। অভয়ার মায়ের কথায় আগমনীর বদলে বিসর্জনের সুর ভাসে, 'মেয়েই ছিল আমার দুর্গা। ও চলে গিয়েছে। আর কীসের উৎসব!'

বিষাদের সঙ্গে ক্ষোভ অভয়ার বাবার কথায়, 'ক্ষমতা থাকলে পুজোর ক'টা দিন নবান্নের ১৪ তলার সামনে ধর্না দিতাম। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মেয়ের বিচারের জন্যই বাঁচব।'

বগুলা স্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে গেলে পশ্চিমমুখো পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়িতেও আনন্দের লেশ নেই। এরপর দশের পাতায়

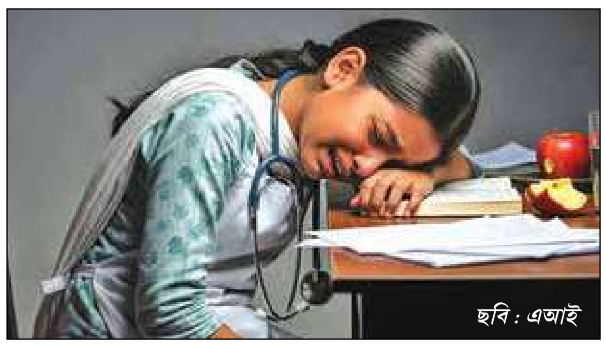

ছবি : এআই

SpiceJet
Red. Hot. Spicy.
SpiceJet
এবার কোথায়, বাগডোগরা?
এই উৎসবের মরসুমে, সুবিস্তৃত বিমানচালনা ও উন্নত নেটওয়ার্কের সাথে বাগডোগরা থেকে আপনার প্রিয় গন্তব্যস্থলগুলিতে একাধিক ফ্লাইট উপভোগ করুন — আরও বেশি রুট, আরও বেশি ফ্লাইট এবং উড়ার আরও অনেক কারণ।
বাগডোগরা থেকে:
দিল্লী
গুয়াহাটি
কলকাতা
মুম্বাই*
*শুরু হচ্ছে 26শে সেপ্টেম্বর 2025 থেকে।
www.spicejet.com

নিয়োগ দুর্নীতি

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও সার্কিট বেঞ্চ সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সাফাইকর্মী পদে নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে। মঙ্গলবার নর্থবেঙ্গল বাসফোর হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে এই দাবি করা হয়। এদিন জলপাইগুড়ি প্রেসক্লাবে ওই সংস্থার তরফে সাংবাদিক বৈঠক হয়।

নয়ানজুলিতে গাড়ি, মৃত্যু ৪ তরুণের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : সোমবার গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-১ ব্লকের ধাইয়েরপাড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায় একটি গাড়ি। সেই গাড়ির ভিতরে থাকা ধনঞ্জয় বর্মন (২৮), সঞ্জয় দাস (২৬), অমিত দাস (২৩) ও পার্থ দাসের (২২) মৃত্যু হয়েছে। অমিত ও পার্থ সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। আর সঞ্জয় তাঁদের পিসতুতো ভাই। ধনঞ্জয় তাঁদের গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই দেওয়ানহাটের বাসিন্দা। তবে ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে এক মহিলা বেঁচে গিয়েছেন।

সোমবার রাতে ধনঞ্জয়রা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশ সুপারের কথায়, 'বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পড়ে যায়। দমকলের সহযোগিতায় গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

মৃত পার্থ মাসখানেক আগে ওই গাড়িটি কিনেছিলেন। সেখানে মৌমিতার অংশীদারিত্ব ছিল। বাকি আত্মীয়রা মাঝেমধ্যেই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করার পর তাঁরা নতুন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। ঘটনার সময় গাড়ির ভিতরে মৌমিতা সহ পাঁচজন ছিলেন। তবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মৌমিতার বয়ানে এই ঘটনা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। একাধিক প্রশ্নও উঠেছে। রাজ্য সড়ক থেকে গাড়িটি নয়ানজুলিতে পড়ে গেলেও মৌমিতার কোনও আঘাত লাগেনি বলে দাবি করেছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও মৌমিতা একেক সময় একেকরকম বয়ান দিয়েছেন। বন্ধ গাড়ি থেকে তাঁকে কীভাবে উদ্ধার করা হল? সেই প্রশ্নের উত্তরে একবার মৌমিতা বলছেন, 'আমি কীভাবে রক্ষা পেলাম, কে আমাকে উদ্ধার করল, নিজেও জানি না। হঠাৎ দেখি কচুরিপানা আঁকড়ে জলের মধ্যে পড়ে রয়েছি। ডুবেই যাচ্ছিলাম। একজন লোক এসে আমাকে টেনে তোলে। তারপর আমি আশপাশের লোকজনকে ডেকে আনি।'

যা ঘটেছে

- মৃতরা সকলেই দেওয়ানহাটের বাসিন্দা
- সোমবার রাতে তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান
- সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে
- ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে একজন বেঁচে গিয়েছেন

আবার মৌমিতা এও বলেছেন, 'অনেক দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল। জলে গাড়িটি পড়ে যায়। আমি সিট বেল্ট পরেছিলাম। দেখলাম গাড়ির একদিকটা ফাঁকা। সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।'

স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা থেকে মৌমিতার রক্ষা পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃতদের আত্মীয় সুমিত দাস বলেছেন, 'রাতে মৌমিতাই আমাদের দুর্ঘটনার খবর দেয়। এরকম ঘটনা ঘটে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।' দেওয়ানহাটের প্রধান কাকলি বর্মন দাসও ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

রাস্তার পাশে নয়ানজুলি বা পুকুর থাকলেও গার্ডরেল না থাকায় মাঝেমধ্যেই এধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। নয়ানজুলি বা পুকুরে গাড়ি ডুবে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা কোচবিহারে এই প্রথম নয়। এর আগে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। দুই শিশু ও তাদের মা-বাবা, অর্থাৎ একই পরিবারের চারজনের সলিলসমাধি হয়েছিল।

২০১৮ সালে কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুরের টোপামারিতে একইরকমের দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়। ২০১৭ সালে দেওয়ানহাটে নয়ানজুলিতে গাড়ি পড়ে গিয়ে একাধিক মানুষ আহত হন। পথ সুরক্ষা বাড়াতে রাস্তার পাশে গার্ডরেল বসানোর দাবি উঠেছে। সেইসঙ্গে রাতেরবেলা রাস্তায় নজরদারি বাড়ানোর দাবিও উঠেছে।

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাংক Indian Overseas Bank
Good people to grow with

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি ই-অকশন নোটিশ

ব্যাংকের দ্বারা বন্ধকরত স্থাবর সম্পত্তিটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অনুসারে বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২)-এর দ্বারা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা নোটিশে উল্লেখিত সম্পত্তিটির গঠনমূলক দখল নেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্টটি, ঋণগ্রহীতার দ্বারা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ব্যাংকের বকেয়া মূল সুদ এবং অন্যান্য চার্জ যা পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আদায়ের জন্য 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সেকশন ১৩(৪)-এর অন্তর্গত প্রদত্ত অ্যাক্টের ক্ষমতাবলে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলস্বরূপ ব্যাংকের বকেয়া আদায়ের জন্য উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রয়ের ঘোষণা করছে। বিক্রয়টি নিম্নে স্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে, ওয়েব পোর্টালের অন্তর্গত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম- https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration-এ সম্পন্ন হবে।

আলিপুরদুয়ার শাখা ঃ এইচ নং ৯০২/৩৪৭, বক্সা ফিডার রোড, কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, পিন-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫৩০৬৬, ইমেল-iob3066@iob.in

(১)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
মেসার্স ভানুরাবার শিট (মালিক- শ্রী ভানু কর্মকার) ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২৩ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রী ভানু কর্মকার (মেসার্স ভানু রাবার শিটের মালিক) বিধানপল্লি, ওয়ার্ড নং- ০৯, পোস্ট- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২১ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০২৫, ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৭,৯০,১২১.৪২, ১৯.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৮,৪৬,৫১৩.৪২, ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ১৯,০২,০৪৭.৪২, ৩১.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
নির্ধারিত খালি জমিটি যেটির সমানভাবে বন্ধকরত সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, মৌজা- ভোলার ডাবরি, পুরাতন এলআর খতিয়ান নং-১৩৮, সঠিক পুরাতন খতিয়ান নং- ১৪৭, জে.এল নং ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৬, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০ এবং জে.এল নং- ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৫, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০, এল.আর প্লট নং- ৩১১৭ ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার, ভোলার ডাবরি চেচাখাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২৩ ভানু কর্মকারের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তির সীমানা ঃ
উত্তর ঃ বিনয় দেবনাথ এবং অন্যদের জমি, দক্ষিণ ঃ ৮' ফিট চওড়া সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব ঃ আশিস সাহার জমি, পশ্চিম ঃ অশোক কর্মকারের জমি
* বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২১,৮৫,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২,২০,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট ঃ কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in

(২)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব হাসিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ তুফায়েল আশারুবস্তি-এর পুত্র, ঘিরনিগাঁও, চাকুলিয়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২০৭
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৩৫,৯৭৫.৭৮, ১৭.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৬৬,৯৮২.৭৮, ১৫.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,০৯,২৪৭.৭৮, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৫ ডেসিমেল পরিমাণের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে বাড়িটির আর.এস খতিয়ান নং- ১৯০১, আর.এস প্লট নং- ৯১৬৩, আশারুবস্তি, মৌজা- ঘিরিগাঁও, চোপড়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০৭, হাসিবুল ইসলামের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ আমিজুদ্দিনের জমি, দক্ষিণ ঃ ২৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্ব ঃ মহম্মদ আলামের জমি, পশ্চিম ঃ আজিদ আলির জমি
*বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১৬,৮৪,৩৫০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১,৬৯,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in

(৩)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব সোহেল আহমেদ, প্রয়াত নাজির আহমেদের পুত্র, গুলিয়া ভিটা, চোপড়া, ঝাড়বাড়ি, রাজাভিম, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, চাকুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২১৬
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ২৬.০১.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,২৬,৭৭৬.২০, ২৪.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৫.২০২৫
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,৫৫,৫৪৯.২০, ২৮.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৪,১৭,২১৩.২০ ২৯.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৬.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এবং বাড়িটি মৌজা ঃ চোপড়াঝাড়, জে.এল নং- ৫৭, সি.এস খতিয়ান নং- ৩৬৬, আরএস খতিয়ান নং- ১০৬৬, ই খতিয়ান নং- ১৮০৭ এবং ৬২৯, সি/এস প্লট নং- ৭২৩, আর/এস প্লট নং- ৩৮০৯, ইসলামপুর পুর নিগম, থানা- ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর- ৭৩৩২০২, পশ্চিমবঙ্গ সোহেল আহমেদের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ সোহরাব এবং অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ ঃ ৮ ফিট কাচা রাস্তা, পূর্ব ঃ জৈনুল হক, পশ্চিম ঃ নাজির এবং মুন্না
বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪৮,৩৯,৩০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪,৮৪,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ দুপুর ২.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলাম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের মেয়াদ বাড়ানো হবে।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় :- ২১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সব কর্ম দিবসে সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ পর্যন্ত
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া শুরু ১৭.০৯.২০২৫ থেকে।
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২১.১০.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ :- টাঃ ১০,০০০/-
যদি কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা জানা থাকে :- ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই। (দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত আইনগত দায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে, যদি কোনও প্রকার আইনগত দায় থেকে থাকে তবে তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে ব্যাংক এই বিষয়ে কোনও প্রকার দায়িত্ব নেবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে, পরিষেবা প্রদানকারী লিংক:- https://banknet.in/eauction-psb/bidder registration-এ পরিদর্শন করুন অথবা (PSB Alliance BANKNET) এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের শাখা- কানকি-এর সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা প্রেরিত ওয়েবসাইট www.iob.in লিংকটি দেখুন।
[https://www.iob.in/ Tender Details.aspx? Tendertype =E-Auction]
তারিখ-১৬.০৯.২০২৫

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক

মৃত বন্ধুর পাশে বসে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। উত্তর বালাপাড়ায়।

সাড়া দিবি না আর... আকুতি দুই সঙ্গীর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মুষলধারে বৃষ্টি। সন্ধ্যা নেমেছে। উত্তর বালাপাড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে নিশ্চুপ তিন পথকুকুর। একটির দেহে নড়াচড়া নেই। অন্য দুটি কখনও প্রথমটির দু'পাশে মাথা নীচু করে বসে। কখনও সামনে গিয়ে গন্ধ শুঁকছে। কখনও পাশে শুয়ে থাকছে। কখনও মুখ ও পা দিয়ে ঠেলে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

মনে হচ্ছে যেন, প্রথম পথকুকুরকে বাকি দুজন বলছে, 'বন্ধু শুয়ে আছিস কেন? কথা বল, নড়ছিস না কেন? চল ঘুরে আসি।' 'বন্ধু'-র কিন্তু উত্তর নেই। দেবেও না আর কখনও। দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কা অনেকক্ষণ আগে প্রাণীটিকে পৃথিবী থেকে ছিটকে দিয়েছে। তবু অন্য দুই সঙ্গীর ক্ষীণ আশা, যদি বন্ধু তাদের আকুতিতে সাড়া দিয়ে উঠে বসে!

সোমবার রাতের এই ছবি পথচলতি অনেকের চোখে জল এনেছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রমাণ যেন। তাদের শরীরী ভাষা যেন প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের দিকে, যাদের গাড়ির বেপরোয়া গতির জন্য প্রাণ দিতে হল নিরীহ প্রাণীটিকে। এলাকার বাসিন্দা উত্তম সরকার বলেন, 'দুপুরের দিকে দুর্ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যার পর থেকে দেখা যায় মৃত পথকুকুরের পাশে টানা বসে আছে তার দুই সঙ্গী। বৃষ্টির মধ্যেও তাকে ফেলে যায়নি।'

উত্তমের কথায় জানা গেল, হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ পথকুকুরের দেহটি সরিয়ে দিলেও ওই দুই সঙ্গী 'বন্ধুকে' টানা খুঁজে চলে। সঙ্গে আর্তনাদ। যেন হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। উত্তম বলেন, 'মানুষ নিজে বিপদে পড়লে বন্ধু কিংবা প্রিয় মানুষকে ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। তবে এরা অনেক কিছু শেখাল আমাদের'। পশুপ্রেমী সায়নী রায়ের কথায়, 'গতি নিয়ন্ত্রিত না থাকলে এমন কত পথকুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাণ যায় রোজ। কিন্তু আজকের এই দৃশ্য সত্যিই একবার নাড়া দিয়ে গেল।'

পোষ্যর সঙ্গে মালিকের ভালোবাসার কাহিনী অনেক। কিন্তু কুকুরের প্রতি কুকুরের এই সহমর্মিতা, ভালোবাসা নজিরবিহীন। বেঁচে থাকার সময় হয়তো খাওয়া নিয়ে প্রায়ই খুনশুটি লেগে থাকত ওদের, আবার রাতে একসঙ্গে পাহারা দিত। সেই প্রিয় বন্ধু, খুনশুটি, খেলার সঙ্গীকে হারিয়ে দিশেহারা বাকিরা। তাই ঠায় বসেছিল মৃত কুকুরটির পাশে। পাশে কোনও মানুষ দাঁড়ালে চোখে যেন আকুতি- একবার দেখো না আমাদের বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে পারো কি না।

চাঁদায় অনীহা ব্যবসায়ীদের

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সর্বজনীন পুজোয় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তরফে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া জরুরি। এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও পুজোর মুখে হাত গুটিয়ে বসে আছেন ওদলাবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশ। অভিযোগ, ওদলাবাড়ির ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'ওদলাবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর কর্মকর্তাদের।

পুজোর আগে চাঁদার 'জুলুম' থেকে ব্যবসায়ীদের রক্ষা করতে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একসঙ্গে দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর চাঁদা সংগ্রহ করে ক্লাব বা পুজো কমিটির হাতে তুলে দিত। তার আগে নয়ের দশকে রেওয়াজ ছিল, ক্লাব বা পুজো কমিটির পক্ষ থেকে দোকানে দোকানে চাঁদা চাইতে যাওয়া। তাতে কখনও নির্বিবাদে চাঁদা মিলত। আবার কখনও বিস্তর বাকবিতণ্ডা বাধত ব্যবসায়ী এবং পুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যে।

এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যবসায়ীরা ওদলাবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। নিজেরা চাঁদা সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন। সংগঠনের এই উদ্যোগ মেনে নিয়েছিল পুজো কমিটিগুলোও। চাঁদা তোলার ঝক্কি নেই। আবার চাঁদার জুলুম পোহাতে হত না ব্যবসায়ীদের। একলপ্তে অ্যাসোসিয়েশন থেকে টাকা পেয়ে যাওয়ায় সুবিধা হচ্ছিল পুজো আয়োজনের ক্ষেত্রে।

ওদলাবাড়িতে একটি পুজোমণ্ডপের কাজ চলছে।

কয়েকবছর ধরে অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে ব্যবসায়ীরা তেমন সাড়া দিচ্ছেন না। এমনকি বছরকয়েক আগে 'ওদলাবাড়ি মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' নামে নতুন আরেকটি সংগঠন তৈরি করেও পালটায়নি পরিস্থিতি।

ওদলাবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি রাজেশ আগরওয়াল বলেন, 'বছর দশেক আগে তিনশোজনেরও বেশি ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট দিনে অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গিয়ে চাঁদা জমা করে আসতেন। গতবছরও সংখ্যাটা ছিল ২৬০। কিন্তু এবার চাঁদা জমার দিন পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১৯৫ জন ব্যবসায়ী চাঁদা জমা করেছেন।' অন্যদিকে, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ রাকেশ গোয়েল বলেন, 'গত বছর ১১৬ জন ব্যবসায়ী আমাদের সংগঠনে চাঁদা জমা করেছিলেন। এ বছর চাঁদা জমা শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। মনে হয়, গতবারের সংখ্যাও ছোঁয়া যাবে না।'

এবার যা পরিস্থিতি তাতে পুজো কমিটির বরাদ্দের ওপর কোপ পড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীদের দুটি সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে। বিধানপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সহ সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'দুই সংগঠন থেকে চাঁদা কম নেওয়ার প্রশ্ন নেই। প্রয়োজনে পুজো কমিটির তরফে প্রতিটি বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কে চাঁদা দেননি, খুঁজে বের করা হবে।'

একই কথা বলেন দক্ষিণ ওদলাবাড়ি সর্বজনীন ও ইউনিয়ন ক্লাবের মিঠু চন্দ এবং শান্তনু চক্রবর্তী। ওদলাবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ পাল বলেন, 'এক হাজারের বেশি ব্যবসায়ী রয়েছেন ওদলাবাড়িতে। বারবার আবেদনের পরও একাংশ ব্যবসায়ী বছরের পর বছর চাঁদা দেন না। এভাবে চলতে পারে না।'

১৫-১২-২০২৫ তারিখের বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি

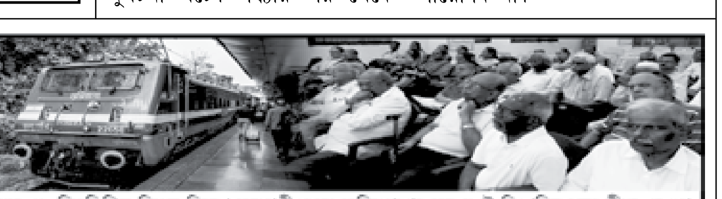

উ.পূ.সী রেলওয়ের সমস্ত পেনশনার ও পরিবার পেনশনারদের জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী সমস্ত অভিযোগের অন-স্পট নিষ্পত্তির জন্য নীচে দেওয়া স্থানগুলিতে ১৫-১২-২০২৫ তারিখে বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫ আয়োজিত হবে :

ক্র. নং.	আদালতের স্থান	পেনশনার /পরিবার পেনশনারদের জন্য	আবেদনের জন্য ঠিকানা	ই-মেইল ঠিকানা	যোগাযোগের নম্বর
১	পিসিপিও-র কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ের সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি -১১	উ.পূ.সী. রেলওয়ের সদর দপ্তর, গুয়াহাটি, পাণ্ডু, নিউ গুয়াহাটিত অবস্থিত একাট্টা ডিভিশনাল ইউনিটসমূহ, যাঁদের বিল পাশ করেছে পিএফএ/মালিগাঁও।	এপিও/ওয়েলফেয়ার, উ.পূ.সী রেলওয়ে/সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, (অসম)	fshq.gmpnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫০৬১৪
২	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, তিনসুকিয়া	তিনসুকিয়া ডিভিশন ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, তিনসুকিয়া - ৭৮৬১২৫ (অসম)	dpotsknfr @gmail.com srdpotinsukia @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৬০১
৩	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, লামডিং	লামডিং ডিভিশন ও লামডিং ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, লামডিং - ৭৮২৪৪৭ (অসম)	seniordpolumding @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৩৬০০
৪	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, রঙিয়া	রঙিয়া ডিভিশন ও রঙিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, রঙিয়া - ৭৮১৩৫৪ (অসম)	dponfrrny @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৪৬০০
৫	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, আলিপুরদুয়ার - ৭৩৬১২৩ (প.ব.)	srdpo.2015 @gmail.com	৯০০২০৫২৬০০
৬	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, কাটিহার	কাটিহার ডিভিশন ও কাটিহার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, কাটিহার - ৮৫৪১০৫ (বিহার)	drmpkir @gmail.com	৯৭৭১৪৪১৬০০
৭	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়	ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ	সিনি. ডিপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, ডিব্রুগড় - ৭৮৬০০১ (অসম)	apodbwsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৪৫৮
৮	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও	নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ	এপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, নিউ বঙাইগাঁও - ৭৮৩৩৮১ (অসম)	sponbqsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫২৪১৩

১। **কী ভাবে আবেদন করবেন:** অনুগ্রহ করে নীচে দেওয়া আবেদন ফর্মাটটি পূরণ করুন এবং এরপর তিনটি প্রতিলিপিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ একটি খামে ভরিয়ে জমা দিন, খামের ওপর পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে, **১৫-১২-২০২৫ তারিখে আয়োজিত "বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫"**। বকেয়া পেনশনের আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য: বার্ষিক পেনশন আদালত**-২০২৫ -এ মানবিকতার ক্ষেত্রে নিযুক্তি, সময় নির্ধারিত বেতন আদায়, বেতন ভাতা, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির অনুরোধের মতো ফাইনাল স্টেলমেন্টের সঙ্গে জড়িত না থাকা বিষয়গুলি সংক্রান্ত কাজ হবে না। আপনার আবেদন ১০-১১-২০২৫ তারিখে অথবা তার আগে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে পৌঁছতে হবে। (২) পেনশন আদালত ১৫-১২-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় স্থানগুলির সদর দপ্তর, প্রত্যেকটি ডিভিশন ও ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত হবে।
দ্রষ্টব্য: ওপরের তথ্যগুলি উপলব্ধ হবে উ.পূ.সী রেলওয়ের ওয়েবসাইট : www.nfr.indianrailways.gov.in -এ।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

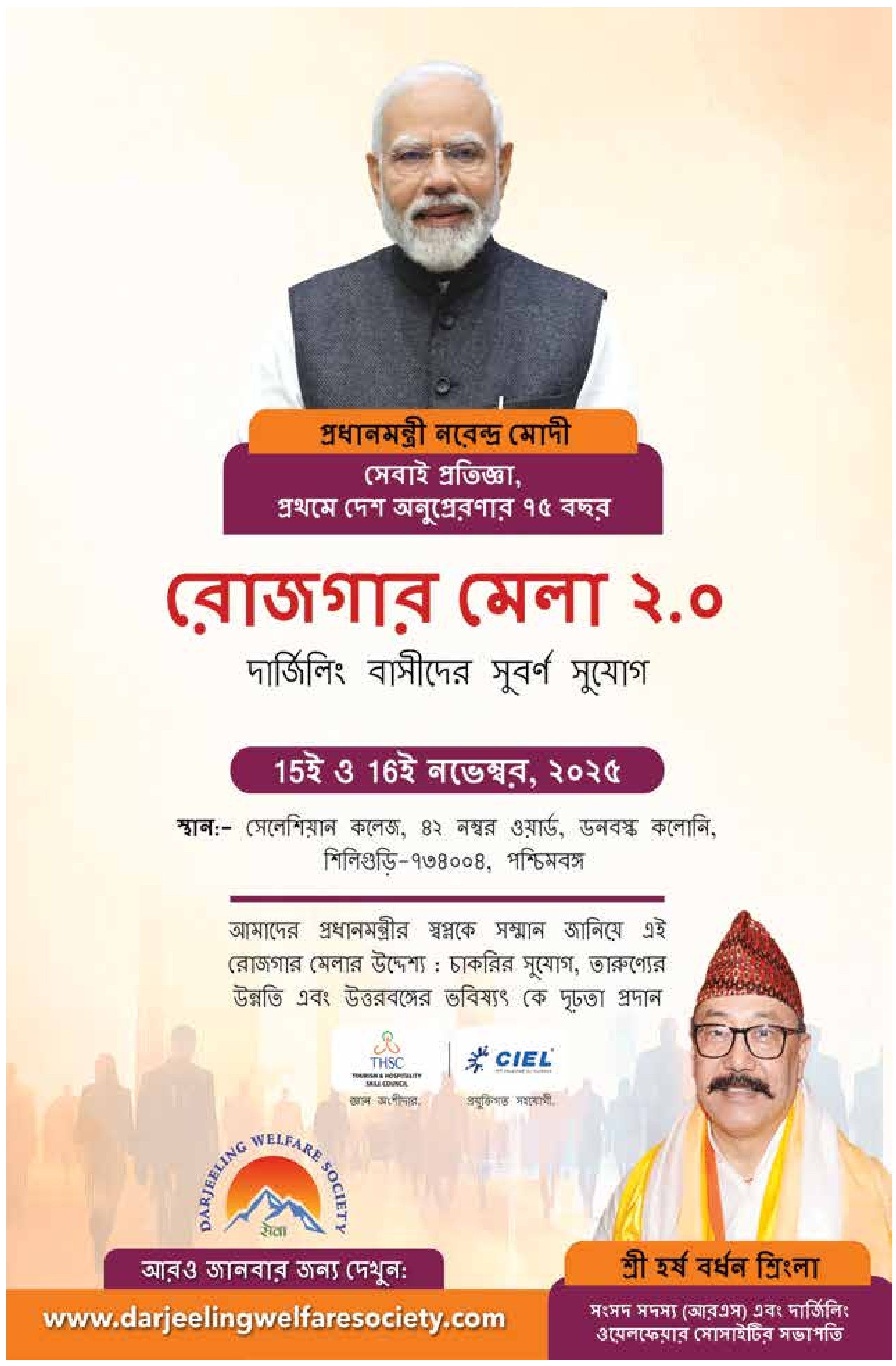

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০১১/২৫-২৬, তারিখ : ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নং:১; টেন্ডার নং : এনজে২৫৫১৮৮;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ৩০-০৯-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ওয়াইপার অ্যাসেম্বলির ব্যবস্থা। পরিমাণ: ১০সেট।
প্রেরক: - এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।
দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের কিছু স্টেশনের সংশোধিত সময়সূচী

১৩৪৩৫ মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের সময়সূচী নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ) থেকে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :
সংশোধিত সময়সূচী : • মালদা টাউন – ছাড়বে ২০.০৫ ঘঃ • নিউ ফারাক্কা – পৌঁছবে ২০.২৮ ঘঃ, ছাড়বে ২০.৩০ ঘঃ • বারহারওয়া – পৌঁছবে ২০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ২০.৫২ ঘঃ • সাহিবগঞ্জ – পৌঁছবে ২১.৪০ ঘঃ, ছাড়বে ২১.৪২ ঘঃ • কহলগাঁও – পৌঁছবে ২২.১৩ ঘঃ, ছাড়বে ২২.১৫ ঘঃ • ভাগলপুর – পৌঁছবে ২৩.২০ ঘঃ, ছাড়বে ২৩.৩০ ঘঃ • সুলতানগঞ্জ – পৌঁছবে ২৩.৩৮ ঘঃ, ছাড়বে ২৩.৪০ ঘঃ • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ০০.৫৫ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১২ ঘঃ, ছাড়বে ০১.১৪ ঘঃ।
প্রতিক্রিয়া : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে - (১) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট-বঠিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক) : • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ০১.০০ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১৯ ঘঃ, ছাড়বে ০১.২১ ঘঃ। (২) ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) : • জামালপুর – পৌঁছবে ০১.০৫ ঘঃ, ছাড়বে ০১.১০ ঘঃ • ধরহরা – পৌঁছবে ০১.২০ ঘঃ, ছাড়বে ০১.২২ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.২৯ ঘঃ, ছাড়বে ০১.৩১ ঘঃ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রিজার্ভড ফেস্টিভ স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি

২০২৫ সালের উৎসব মরশুমে অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামলাবার জন্য, আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং জোগবানির মধ্যে নিচে উল্লেখিত বিবরণ অনুসারে ট্রেন নম্বর ০৪০০৮/০৪০০৭ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নম্বর ০৪০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২০-০৯-২০২৫ থেকে ২৯-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ			ট্রেন নম্বর ০৪০০৭ জোগবানি থেকে ২১-০৯-২০২৫ থেকে ৩০-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৮:৩০	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	০৩:০০	—
২৩:২৫	২৩:৩৫	বারাণসী	১১:০৫	১১:১০
০৯:০৫	০৯:১৫	বারাউনি জং	০১:১৫	০১:২৫
১৩:৪০	১৩:৫০	কটিহার জং	২১:৫০	২২:০০
১৪:২৮	১৪:৩০	পূর্ণিয়া জং	২০:৪৮	২০:৫০
১৫:২৮	১৫:৩০	আরারিয়া কোর্ট	১৯:৪৩	১৯:৪৫
১৬:০০	১৬:০২	ফোর্বসগঞ্জ	১৯:০৩	১৯:০৫
১৭:০০	—	জোগবানি	—	১৮:৩০

অন্যান্য স্টপেজ : গাজিয়াবাদ, হাপুর, মোরাদাবাদ, বারেলি, আলমনগর, থেকে (ট্রান্সপোর্ট নগর), উত্রাইতিয়া জং., রায়বারেলি জং., মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং., অনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপড়া জং., সোনপুর জং., হাজীপুর জং., শাহপুর পাটোরী, বেগু সরাই, খাগরিয়া জং., মানসী জং., নওগাছিয়া।
গঠন : এসি ফার্স্ট ক্লাস + এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (বারো), স্লিপার কোচ (চার), লাগেজ সহ জেনারেটর কার (দুটি) = ১৯টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নজরকাড়া ফলাফল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিএআরের অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এগজামিনেশন ফর অ্যাগ্রিকালচার পরীক্ষায় গতবছরের তুলনায় এবার উত্তীর্ণের সংখ্যা বাড়ল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। সম্প্রতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই খুশির হাওয়া ক্যাম্পাসে। গতবছর সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বছর দ্বিগুণেরও বেশি, মোট ৩০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই পড়ুয়ারা এবার আইসিএআরের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন এবং ভারতের বিভিন্ন অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটগুলি থেকে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আমাদের পড়ুয়ারা প্রতিবারই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন পড়ুয়া সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক করেছেন। তাঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন।'

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব খলিসামারি গ্রামের বাসিন্দা দীপরাজ দাস এই পরীক্ষায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স বিভাগে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বাবা কৃষিজীবী এবং মা গৃহবধূ। দীপরাজ বলেন, 'র‍্যাংক নিয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম। এবার আমি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্নাতকোত্তর করব।' ওই বিভাগের অর্ণব মণ্ডল, সন্দীপন সাহা, কেয়া দত্ত এবং আকাশ পাত্রও ভালো ফল করেছেন। সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগে অর্ধেন্দু দত্ত, প্ল্যান্ট সায়েন্স বিভাগে শালিনী রায় এবং সুমন্ত্র সিংহ, অ্যাগ্রোনমি বিভাগে দর্শিতা বর্মন, প্ল্যান্ট বায়োটেকনলজি বিভাগে প্রজ্ঞাপল্লবী শাহু, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পদ্মাবতী কুমার এবং সিদ্ধা দাস, এন্টোমোলজি বিভাগে অভিজিৎ মণ্ডল এবং শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভালো ফলাফল করেছেন।

পুণ্ডিবাড়ি ক্যাম্পাস থেকে মোট ২১ জন পড়ুয়া এবং মাঝিয়ান ক্যাম্পাস থেকে ৯ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছেন। গতবছর এই পরীক্ষায় ১৩ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হলেও ২০২৩ সালে মোট ৪১ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিটেটিভ এগজামিনেশন সেলের কনভেনার তথা বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোমনাথ মণ্ডল বলেন, 'প্রতিবারই আমাদের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেন। এবারেও অন্যথা হয়নি। এই ফলাফলের জন্য আমরা গর্বিত।'

গবেষণায় অনুদান

রায়গঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ছত্রাকজনিত রোগের গবেষণায় ৪৯ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পেল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ আগামী তিন বছরের জন্য এই অনুদান মঞ্জুর করেছে। ছত্রাকজনিত রোগ গবেষণা ও নির্ণয়ের পদ্ধতি উন্নত করার জন্য এই অর্থ ব্যয় করবে বিশ্ববিদ্যালয়। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ দাস মহাপাত্র বলেন, 'এই প্রোজেক্টে তিন বছরে গবেষণার জন্য মিলবে ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৯৬ টাকা। প্রথম ধাপে ১৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭৬ টাকা এসেছে।'

চুক্তি স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ এবং ডব্লিউএইচও'র (হু) ভারতীয় প্রতিনিধি রোডেরিকো এইচ অফরিন একটি নতুন প্রকল্পের জন্য মউ স্বাক্ষর করলেন। সেই প্রকল্পের নাম 'নারচারিং বিগিনিংস'। এটি মালাবার গ্রুপ এবং ডব্লিউএইচও'র মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ। কোঝিকোড়ে অবস্থিত মালাবার-এর সদর দপ্তরে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। মালাবার গ্রুপ ইন্ডিয়া অপারেশনস ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশের ও, ডব্লিউএইচও'র জাতীয় পেশাদার কর্মকর্তা বি মহম্মদ আশিল এবং মালাবার গ্রুপের নিবাহী পরিচালক নিশাদ একে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি শহরের অসহায় মা ও শিশুদের পুষ্টি এবং সামাজিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করবে প্রকল্পটি।

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং. WB/01/005/453337 নাম ভুল থাকায় গত 16-9-25, J. M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Apiya Bibi এবং Raniya Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Apiya Bibi প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118114)

•

আমি, Sourav Guha আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Subrata Guha থেকে Subrata Kumar Guha নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118264)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মোবাসসেরা খাতুন, সাং- খেড়িয়া, ডাকঘর- কাতলামারি, থানা-পুখুরিয়া, জেলা- মালদা। আমার WBNC সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন নং- 82974-NM, সন-09/04/2024. শাখা- GNM, মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে। পুখুরিয়া থানা জিডি- 578, তাং- 14/08/2025, মোবাইল নং- 7063381479. (C/118262)

বিক্রয়

Sale of Vehicle TATA LPT 1512-2022-WB-73-G-4754. Ph- 03532950301. (C/118258)

•

কোচবিহার রাজবাড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিপরীত রাস্তায় ১ কাঠা ১.৫ ধুর S.T. জমি (Rs.18 lakh) অতি সত্বর বিক্রয়। Mob- 8768648270. (C/117989)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 94341-17292. (C/117990)

•

Job Vacancy Notes, Interview Date : 25/09/2025 to 30/09/2025 (1) 2 Nos. - M.P. & H.S. Pass (Diploma in Computer), Experience : Minimum 3 years, Salary : 12,000 to 15,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I. (2) 1 No. - B.A. Pass along with Diploma in Computer, Experience : 3 years. Salary : 17,000 to 20,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I. Venue : At - Fatehabad, Post. Haptiagachh, P.S. Chopra, Dist. Uttar Dinajpur, West Bengal (Landmarks Oil India Limited & Mohd Box High School, Fatehabad) 90025-20194. (C/117991)

অ্যাফিডেভিট

I am Binojit Toto, S/o Malay Toto, R/o Vill & P.O : Totopara, PS: Madarihat, Dist: Alipurduar. My father's name is recorded as Molay Toto in my educational documents & Maloy Toto in my ST certificate. Hence by affidavit, SL No: 5275 at 1st class JM court, APD on 12.09.2025 my father's name has been rectified from Molay Toto & Maloy Toto to Malay Toto. Molay Toto, Maloy Toto & Malay Toto is one and same identical person. (C/117083)

•

গত 10/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, S.Kerry Chaniso থেকে Stephense Chaniso Kerry নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118259)

উৎসব/অনুষ্ঠান

ময়নাগুড়ি(প: ব:) নিবাসী শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সাহা ও শ্রীমতী সীমা সাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অঙ্কুর সাহার সঙ্গে রামনগর দিনাজপুর(বাংলাদেশ) নিবাসী শ্রী বংশী বদন সাহা ও শ্রীমতী শুভ্রা রানীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী স্বস্তিকা রানী সাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২(24th September,2025) তারিখে। নবদম্পতির জন্য সকলের আশীর্বাদ কাম্য। (C/118261)

•

আগামী ১৭/৯/২০২৫ তারিখে (বুধবার) শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে (এস.এস.ই.আই.টি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি) অফিস প্রাঙ্গণে। উদ্বোধন করবেন মাননীয় শ্রী অপূর্ব রায় (এ.এস.টি.ই/নিউ জলপাইগুড়ি) এবং জিয়াউল হক (এস.এস.ই.আই.টি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি)। সাধারণ সম্পাদক- প্রীতম সেন, সুভাষ চন্দ্র ঝাঁ। কোষাধ্যক্ষ- নবীন কুমার রায়, বিবেক কুমার এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ বিজয় সিংহ, গৌতম মালাকার, তৃষাণ দে, সুরজ কুমার, দেবরুপা কুণ্ডু, দীপা ভট্টাচার্য, মনীষা হেমুম(সোরেন)। সমস্তকিছু তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনায় শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী। আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/118250)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সঞ্জয় রায়, পিতা- বলেন রায়, ঠিকানা- উত্তর সমর নগর, ভাবগ্রাম, পোস্ট- সাসুগাড়া, পিএস- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- 734008, LD নোটারি পাবলিক, শিলিগুড়ি কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার কিছু নথিতে আমার পিতার নাম ভুলবশত 'বালান রায়' লেখা হয়েছে। আমার পিতার সঠিক নাম হলো 'বলেন রায়'। Affidavit নং 04AC691758, তারিখ 11/09/2025. (C/118260)

E-NIT NOTICE

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.
MM/C/PWD/02/25-26 TENDER ID: 2025_MAD_903566_1 to 3
i) Last date of bidding (On line) dated : 08/10/2025 at 12.00 hrs. ii) Date of opening (On line) dated : 10/10/2025 at 12.00 hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.
(Utpal Bhadury)
Chairman

e-Tender Notice

Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur- I Panchayat Samity vide Memo No. 956/H1DB, Date : 11.09.2025. Interested person may visit https:// wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Malda

E-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-44/2025-26 Memo No. 2549/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903044_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-45/2025-26 Memo No. 2550/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903644_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-46/2025-26 Memo No. 2551/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903702_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-47/2025-26 Memo No. 2552/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903748_1)
Last date of bidding (On line) dated: 08/10/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/ BDO-ET/09/2025-26 (APAS), DATED : 16/09/2025

Last date and time for bid submission- 25/09/2025 at 18.00 hrs.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Office of the Block Development Officer Dinhata-I Development Block P.O-Dinhata, Dist-Coochbehar, P.S-Dinhata, Pin-736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No- Din-I /BDO/APAS/01 /25-26, dated-15.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 10 nos scheme under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in**. The last date for submission of tender upto 24.09.2025 at 5.00 P.M.
Sd/- Block Development Officer
Dinhata 1 Block Development Block
Dinhata, Coochbehar

কাটিহার মণ্ডলে ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৩৭_২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার মণ্ডলের ওএলএসে ডিএসডিসির ওএইচই পথের উন্নয়ন অপসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা। (অনুসূচী-II)। টেন্ডার রাশি: ৩,৯৮,৪৬,১৯৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৪৯,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৯৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৯৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৫-২৫-২৬; তারিখ : ০৮-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - গোয়ালপাড়া টাউন/টিএসএস-এ ১৩২/২৭ কেভি অতিরিক্ত/স্ট্যান্ডবাই ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৪,৬০,৮৭,৫৪৪.৯১/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৮০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, তারিখ : ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের অধিক্ষেত্রে অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসি-এর ওএইচই পাসের রিমুভ ইনফ্রিঞ্জমেন্ট" সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা। (সিডিউল-II)। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯৮,৪৬,১৯৫/- টাকা; বায়নার অর্থ: ৩,৪৯,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 39 of 2025-26 SL No - 1 & 2

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 39 of 2025-26 Sl No - 1 & 2** Closing date extended upto 22/09/2025 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্সেল-২০২৫-১০। নিলাম শুরু : ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।** ক্র. নং. : ১। লট নং : ১২৩৪৯- এসএলআর-এফ১- জিওডিএ-এনডিএলএস - ২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। **(খ) অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্সেল-২০২৫-০৯। নিলাম শুরু : ২৭.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।** ক্র. নং. : ১। লট নং : ১৩৪২৯-এসএলআর-এফ১- এমএলডিটি- এএনভিটি - ২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। আরও বিশদ জানতে সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-170/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-পার্ক-এমএক্স-০৪, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ২২-০৯-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ২২-০৯-২০২৫** তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন :** ১০৯৬।

ক্রমিক নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট (ডিভিশন আলিপুরদুয়ার জংশন)।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দুই চাকা, তিন চাকা, চার চাকার এবং পাঁচ চাকার ঊর্ধ্বে গাড়ির পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	গোসাইগাঁওহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন এবং চার চাকার গাড়ির পার্কিং স্ট্যান্ড।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নির্দেশনামূলক অধিসূচনা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ০৩/২০২৫
২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন পে লেভেলে ক্রীড়া কোটার (ওপেন অ্যাডভারটাইজমেন্ট) বিপরীতে নিয়োগ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, গলফ, টেবিল টেনিস, ভলিবল এবং ভারোত্তোলনের মতো ক্রীড়া শাখার বিপরীতে ৫৬টি পদ [লেভেল-৪/৫ গ্রুপ সি = ০৫টি পদ, লেভেল-২/৩ গ্রুপ-সি =১৬টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) =৩৫টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।
আবেদন খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৫।
আবেদন বন্ধের তারিখ: ১৫-১০-২০২৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের সীমা : প্রার্থীদের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে থাকতে হবে:

ক্রমনং.	পে লেভেল	ন্যূনতম নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়সসীমা
(i)	লেভেল ৫ অথবা ৪ (জিপি ২৮০০ / ২৪০০ টাকা)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১-জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(ii)	লেভেল ৩ অথবা ২ (জিপি ২০০০ / ১৯০০ টাকা)	সরকার স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (+২ পর্যায়) অথবা তার সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১-জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(iii)	লেভেল ১ (জিপি ১৮০০ টাকা)	দশম শ্রেণী (ম্যাট্রিকুলেশন) পাস অথবা আইটিআই বা সমপর্যায়ের অথবা এনসিভিটি কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসেসিপ সার্টিফিকেট (এনএসি)।	০১-জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন:
www.nfr.indianrailways.gov.in ——→ SPORTS QUOTA RECRUITMENT 2025-2026.
প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি অনলাইনে আবেদন জমা দিতে পারবেন:- https://www.nfr-recruitment.in.

ডিওয়াই. সিপিও/আরইসিটিটি. এবং আইআর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বরের সাজে ছাদনাতলায় আয়ুষ, হতবাক কুসুম।
কুসুম বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ বর আসবে এখুনি, ১০.৪৫ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.১৫ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.১৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ দেবতা, বেলা ১১.৫৫ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৩.৩০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ রিফিউজি
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ পূজা, দুপুর ২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৪.৩০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ অন্তর্ধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী
জি সিনেমা : সকাল ৯.৪৯ ধমাল, দুপুর ১২.২৬ বনবাস, বিকেল ৩.০১ অন্দাজ, ৫.২৫ মহাবলী, রাত ১০.৪৪ আচার্য
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩২ ভেঙ্কি মামা, দুপুর ২.০৭ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৫৪ গুনা ৩৬৯, সন্ধে ৭.৩০ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ১১.০৫ লপাছপি
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০১ কৃশ-থ্রি, ২.৪৬ কোয়লা, বিকেল ৫.১৪ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.০৬ এনিমি

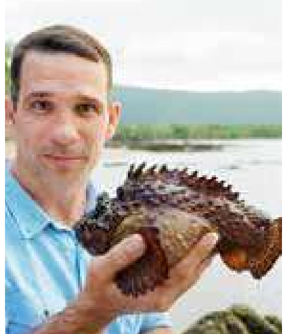

বিল্ট টু সার্ভাইভ রাত ১০.০০
ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

শত্রুর মোকাবিলা বেলা ১১.৫৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১২ মণিকর্ণিকা, ২.৪১ সাইনা, বিকেল ৪.৫৮ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.৪৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ খালি পিলি

মাটন ডাকবাংলো রান্না শেখাবেন প্রিয়াংকা দে ও শুভাশিস রায় চৌধুরী।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। পায়ে আঘাত লাগতে পারে। বৃষ : কোনও আত্মীয়কে সাহায্য করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাকসংযম করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। মিথুন : মানসিক চঞ্চলতা কাটাতে পরিবার নিয়ে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ুন। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি দেখে গর্বিত হবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। সিংহ : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কোনও বহুমূল্য জিনিস সাংসারিক কারণে বিক্রি করতে হতে পারে। কন্যা : পরিবারের সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কোনও আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃশ্চিক : কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। মকর : নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে কখনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ। কুম্ভ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিদেশযাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। মীন : ব্যবসা নিয়ে বন্ধুর পরামর্শ কাজে লাগবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩১ ভাদ, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ২৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৮। বুধবার, একাদশী রাত্রি ১।২৫। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৩৯। পরিঘযোগ রাত্রি ২।৩৩। ববকরণ দিবা ২।৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩৯ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।২৫ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৩২ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস(১৫ই সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারত সরকার

Prime Minister Narendra Modi

Service is the resolve,
India First the inspiration...75 years

যখন নারীরা সুস্থ থাকেন, পরিবার এবং রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার

অভিযান সূচনা

১৭ই সেপ্টেম্বর - ২রা অক্টোবর ২০২৫

এবং

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পিএম মিত্র পার্ক, ধার-এ

কর্তৃক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

দেশজুড়ে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন

অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ মা-এর সূচনা

পিএমএমভিওয়াই-এর অধীনে মাতৃকালীন সুবিধা বিতরণ

আদি সেবা উৎসবের সূচনা

১ কোটি সিকেল সেল স্ক্রিনিং এবং কাউন্সিলিং কার্ডের বিতরণ

সুমন সখী চ্যাটবোটের সূচনা

‘এক বাগিয়া মা কে নাম’ অভিযানের অধীন চারাগাছ- বিতরণ

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫। ধার, মধ্যপ্রদেশ

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

অভিযানের কার্যক্রম

চিকিৎসা পরীক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

- ইএনটি, চোখ, রক্তচাপ, রক্তে শর্করা এবং দাঁতের পরীক্ষা
- ক্যান্সার মুখের/ স্তনের/ সার্ভিকাল
- গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রসবপূর্ব পরীক্ষা
- টিকাকরণ পরিষেবা/ রক্তাল্পতা মূল্যায়ন
- টেলিমানাস সুবিধা/ যক্ষ্মার পরীক্ষণ।
- সিকেল সেল
- বিশেষ পরামর্শ

স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সহজীকরণ পদ্ধতি

- মা এবং শিশু সুরক্ষা (এমসিপি) কার্ড
- প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা তালিকাভুক্তিকরণ
- আয়ুষ্মান ভায়া বন্দনা কার্ড
- সিকেল সেল কার্ড
- এবিএইচএ আইডি কার্ডের জন্য নিবন্ধিকরণ
- পোষান ট্র্যাকার-এ সুবিধাভোগীদের নিবন্ধন

সুস্থ জীবনধারা এবং সুস্থতার উপাদানগুলি বজায় রাখা

- চিনি এবং ভোজ্য তেলের ব্যবহার ১০ % হ্রাসের মাধ্যমে স্থূলতা কমানো।
- স্থানীয় এবং আঞ্চলিক খাদ্যের প্রচার
- শিশুকাল থেকেই যত্নশীল হওয়া এবং শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর পদ্ধতির অনুশীলন।
- পুষ্টি এবং রজ:স্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার
- টেক হোম রেশন (টিএইচআর) বিতরণ

নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

রক্তাদান শিবির। নিক্ষয় মিত্র স্বেচ্ছাসেবকে নিবন্ধন। অঙ্গ দাতা রূপে নিবন্ধন

নারী এবং শিশুরা তাদের নিকটতম আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, লোকালয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র অথবা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে এই পরিষেবাগুলি পেতে যোগাযোগ করুন।

#SwasthNariSashaktParivar

CBC 46101/13/0018/2526

বাড়ি ছেড়ে তিস্তার বাঁধে আশ্রয় অধিকাংশ গ্রামবাসীর

ফের জলবন্দি দুই গ্রাম

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে শনিবার থেকে ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সোমবার সকালে বৃষ্টি কিছুটা কমায় পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়। সোমবার রাতে ফের পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে এই দুই পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বর্তমানে গোটা ব্লকের প্রায় ৬০০ জন গ্রামবাসী জলবন্দি। গ্রামের মধ্যে থাকা চাঁপাডাঙ্গা-ক্রান্তিগামী রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে তিস্তার জল বইছে। যার যেরে ওই পথে যান চলাচল বন্ধ। যানবাহন ঘুরপথে যাতায়াত করছে। মঙ্গলবার ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'গোটা ব্লকে প্রায় ৬০০ জন বাসিন্দা জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। বাড়িঘর ছেড়ে বেশিরভাগ গ্রামবাসী পাশের তিস্তার বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে বন্যা দুর্গতদের কথা মাথায় রেখে এদিন শুকনো খাবার, জামাকাপড় ও চাল দেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, চলতি বছর এই নিয়ে দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আটবার তিস্তার জল প্রবেশ করেছে। ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্দি সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁও গ্রামে কয়েক বছর আগেও তিস্তার জল প্রবেশ করত না। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে সিকিমে ভয়াবহ বৃষ্টির জেরে পলি পড়ে তিস্তায় নাব্যতা কমে যায়। তারপর থেকে এই দুই গ্রামের প্রায় ৮০টি পরিবার তিস্তার জল বাড়লেই জলবন্দি হয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রামবাসী মহম্মদ মনসুর উদ্দিনের কথায়, 'শুধু যে বাড়িঘর জলের তলে চলে যাচ্ছে তা নয়। এলাকার কৃষিজমি, ফসল ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাসের পর মাস পরিবার নিয়ে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে থাকতে হচ্ছে।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা শাহাজাহান আলির। এলাকার বাসিন্দারা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকে তিস্তায় জল বাড়তে শুরু করায় এদিন তিস্তা ব্যারেজ থেকে ২৬০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারির পাশাপাশি চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়া, রায়পাড়া ও কেরানিপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিক পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছেন।

প্লাবিত চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

চরম ভোগান্তি

- পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে শনিবার থেকে ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল
- সোমবার সকালে বৃষ্টি কিছুটা কমায় পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়
- সোমবার রাতে ফের পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে এই দুই পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে
- বর্তমানে গোটা ব্লকের প্রায় ৬০০ জন গ্রামবাসী জলবন্দি

পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর উপস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে মঙ্গলবার মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৯০ জন অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। পড়ুয়াদের ফের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করুন। বিদ্যালয়ে এলে ওরা শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলো এবং অন্যান্য জিনিসও শিখতে পারবে।

অভিভাবকরা জানান, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে চায় না। আবার অনেক সময় তাঁরা কাজে বেরিয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা আর স্কুলে আসে না। এবিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। তাঁদের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে। একবার স্কুলে আসার অভ্যাস হয়ে গেলে ওরা নিজেরাই আসবে।'

মিলল অনুদান

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে জলপাইগুড়ির আসাম মোড়ের তেঁতুলতলা কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর জন্য অনুদানের আবেদন মঞ্জুর হল। মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফ থেকে পুজো কমিটিকে এই কথা জানানো হয়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির এবিপিসি ময়দানে সভা করতে এসেছিলেন। শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে সভাস্থলে আসার সময় মুখ্যমন্ত্রী তেঁতুলতলা কালীবাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামেন। সেই সময় মন্দির কমিটির সদস্যরা তাঁকে দুর্গাপুজোর অনুদান না পাওয়ার অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফোন করে এই পুজোর জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। এদিন প্রশাসনের তরফ থেকে অনুদান মঞ্জুর হওয়ার খবর পেয়ে খুশি পুজো কমিটির সদস্যরা। শুধু অনুদান মঞ্জুর নয়, মুখ্যমন্ত্রী ২১ তারিখ এই পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন বলে কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে। কমিটির সদস্য অরুণাভ সরকার বলেন, 'এদিন অনুদান পাওয়ার অনুমোদন মিলেছে। অনুদান পাওয়ার জন্য সমস্ত কাগজপত্রের কাজ শেষ হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শখের শিকার।। জলপাইগুড়ি ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

থানায় আনা হল গাড়ি চুরির পান্ডাকে

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাড়ি চুরিচক্রের মূল পান্ডা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে তদন্তের জন্য মেটেলি থানায় নিয়ে আসা হল। সোমবার রাতে তাঁকে মেটেলি থানায় নিয়ে আসা হয়। সেই খবর জানার পরেই মঙ্গলবার সকালে মেটেলি থানায় আসেন মাটিয়ালি ব্লকের প্রতারিত ব্যক্তিরা। কথা বলেন মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচার সঙ্গে। শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জুলাই মাসে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার পুলিশ চম্পাসারি এলাকা থেকে গাড়ি চুরির মূল পান্ডা সোমনাথকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাঁকে হেপাজতে নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। তারপর থেকেই অসম সহ বিভিন্ন জায়গায় সোমনাথকে নিয়ে গিয়ে গাড়ি চুরি ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। মেটেলি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, চারদিনের জন্য সোমনাথকে মেটেলি থানায় রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ি চুরি কাণ্ডে এই এলাকায় আরও কারও সঙ্গে তাঁর যোগসাজশ রয়েছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মেটেলি থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত সোমনাথকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে যে, মেটেলিতে সোমনাথের যাতায়াত ছিল। মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অনেকেই সোমনাথের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, ২০২২ সাল থেকেই বেশ কয়েকবার মেটেলিতে এসেছিলেন সোমনাথ। মেটেলির জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্যা পূজা কুজুরের সঙ্গে পরিচয় করার সময় নিজেকে তৃণমূল যুবর রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় দিয়েছিলেন সোমনাথ। গাড়ি বিক্রির লোভ দেখিয়ে দু'বছরে পূজার কাছ থেকে মোট ২৬টি গাড়ি বিক্রি করেছিলেন সোমনাথ। সেই গাড়ির মূল্যবাবদ পূজা সোমনাথকে ২ কোটি টাকা দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ।

মঙ্গলবার মেটেলি থানার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতারিত পূজা কুজুর বললেন, 'সোমনাথ নিজেকে তৃণমূল যুবর রাজ্য নেতা পরিচয় দিয়ে আমাকে প্রতারিত করেছে। আমি ঋণ নিয়ে তাকে টাকা দিয়েছি। টাকা ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও সেই টাকা এখনও ফেরত পাইনি। অবশেষে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের ওপরে আমার ভরসা রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আমি যাতে টাকা ফেরত পাই সেই কথা এদিন আইসি-কে জানিয়েছি।' একই সুরে চুলসা চা বাগানের প্রতারিত বুদ্ধিমান প্রধান বলেন, 'সোমনাথকে বিশ্বাস করে তার কাছে গাড়ি কিনে প্রতারিত হয়েছি। ওই গাড়ি চালিয়ে আমার সংসার চলত। এখন গাড়িও নেই, আর টাকাও ফেরত পাইনি। মেটেলি থানায় সোমনাথকে নিয়ে আসার খবর শুনে এদিন থানায় এসে আইসি-কে পুরো বিষয় জানিয়েছি। টাকা ফিরে না পেলে আমরা পেটেভাতে মারা যাব।'

তদন্তে পুলিশ

- সোমবার রাতে সোমনাথকে মেটেলি থানায় নিয়ে আসা হয়
- খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে থানার আইসির সঙ্গে কথা বলতে আসেন প্রতারিতরা
- প্রতারিতরা আইসির কাছে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন
- তদন্তের স্বার্থে চারদিনের জন্যে সোমনাথকে মেটেলিতে আনা হয়েছে

বোনাসের দাবি

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : নাগরাকাটা বিধানসভা এলাকার নাগরাকাটা ও মেটেলি ব্লকের ১০টি চা বাগান কর্তৃপক্ষের বোনাস নিয়ে এখনও কোনও হেলদোল নেই। দ্রুত ওই সমস্ত বাগানে সরকারি অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশ হারে বোনাস না হলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে মঙ্গলবার বিধায়ক পুনা ভেংরা নাগরাকাটা থানায় স্মারকলিপি দিলেন। তিনি বলেন, 'বাগানগুলির শ্রমিকদের বোনাস ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় তৈরি হয়েছে। মালিকপক্ষ কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। ওই সব বাগানে বোনাস না হলে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর দায় কার থাকবে? দ্রুত প্রশাসন ও শ্রম দপ্তর পদক্ষেপ করুক। নয়তো আমরা শ্রমিকদের নিয়ে পথে নামব।' তাঁর সংযোজন, 'নাগরাকাটা এলাকার নয়া সাইলি, বামনডাঙ্গা-টন্ডু, ধরণীপুর, ক্যারন ও গ্রাসমোড় চা বাগানে এখনও বোনাস হয়নি। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী সব বাগানে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০ শতাংশ হারের বোনাস দেওয়ার কথা ছিল। ওই পরিমাণ থেকে একচুল কম মানব না। বাগানগুলির যদি কোনও সমস্যা থাকে ওরা সেই গল্প সরকারকে শোনাক। শ্রমিকদের নয়।'

ছুটির আবেদন

মালবাজার, ১৬ সেপ্টেম্বর : নেপালি সমাজের অন্যতম প্রধান ফুলপাতি উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারি ছুটির দাবি জানাল আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতি। মঙ্গলবার দুপুরে মালবাজার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। একদিন ছুটির পাশাপাশি প্রতিটি ফুলপাতি উৎসব কমিটির জন্য ৫ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদানের অনুরোধ করা হয়েছে। এদিন স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে আগোসের সঙ্গে মালবাজার নেপালি যুব সংঘের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আগোসের সভাপতি সঘন মোক্তান বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলা ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী নেপালি সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করবেন।'

বিশ্বকর্মাপুজোর দিন ঘুড়ি চাই। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

টাকা নিয়ে অপারেশনের টোপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর দ্রুত অপারেশন করিয়ে দেওয়ার নামে হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ অভিযুক্তদের দুজনকে আটক করেছে। অভিযুক্ত রাজ মল্লিক এবং বিজয় মল্লিক হাসপাতাল সুপারের অফিসের কর্মী। এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত মাতৃযানচালক লক্ষ্মণ ঘটনার খবর পেয়েই গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ। খোদ হাসপাতাল সুপারের অফিসে বসে চলা এই দালালচক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ এবং লক্ষ্মণ এই দুজন মিলেই টাকা নিয়েছেন। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই সমস্ত ঘটনা আমরা বরদাস্ত করব না। পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী এবং বহিরাগতদের মিলিত এই দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে রমরমিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শাহরুখ প্রসাদের গলব্লাডারে পাথর রয়েছে। সেই অপারেশন করানোর জন্য গত ১০ সেপ্টেম্বর তাঁকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। তাঁর ভাই শাহিল আহমেদের বক্তব্য, 'ভাইয়ের গলব্লাডার পাথরের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন নার্সিংহোমে ঘুরছি। আমাদের কাছে এত টাকা না থাকায় বিনামূল্যে মেডিকেলে অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি মেডিকেলের একজনের নম্বর দিয়ে বলেন যে, মেডিকেলে গিয়ে এই নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করে নিও। কিছু টাকা নিয়ে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করিয়ে দেবে।'

রোগীকে ১০ সেপ্টেম্বর মেডিকেলে এনে ভর্তি করা হয়। শাহিল বলেন, 'ভাইকে ভর্তি করার পরেই একজন এসে আমাদের বলে যে, এখানে অপারেশন করার জন্য অন্তত এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। ৩০ হাজার টাকা দিলে অপারেশন দু'দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এই ভরসায় আমরা অনলাইনে পুরো টাকা মিটিয়ে দিই। ১২ তারিখ অপারেশন হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু সেদিন সকালে এসে বলে, রোগীর বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সেগুলি হওয়ার পরে মঙ্গলবার অপারেশন হবে।' সেইমতো মঙ্গলবার দুপুরে রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই অপারেশন থিয়েটার থেকে রোগীর পরিবারের লোকজনের ডাক পড়ে। শাহিলের বক্তব্য, 'অপারেশন থিয়েটারে সিনিয়ার ডাক্তার আমাদের বলেন যে, এই রোগীর এখানে অপারেশন করা সম্ভব নয়। কে একে এখানে ভর্তি করিয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে এসেছে? এর পেট কেটে অপারেশন করলেও রক্ত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা একটি কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

গ্রেপ্তার মেডিকেলের দুই কর্মী

কর্মসূচি

ধূপগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ধূপগুড়ি থানা চত্বরে আয়োজিত পুলিশের 'প্রত্যর্পণ' কর্মসূচিতে সাড়ে আট গ্রামের সোনার চেন, পঞ্চাশ গ্রাম রুপো, একটি মোটর সাইকেল সহ চুরি হয়ে যাওয়া ও খোয়া যাওয়া জিনিস ফেরানো হয়। মোট ১২ জনের হাতে জিনিস ফেরানো হয়। এই উপলক্ষ্যে হাজির ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচা সহ পুলিশ আধিকারিকরা। আগামীদিনেও এই কর্মসূচি চলবে বলে পুলিশকর্তারা জানান।

দেহ উদ্ধার

মেটেলি, ১৬ সেপ্টেম্বর : চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার নালা থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার সকালে। মৃতের নাম মহাদেও ঝোরা (৭৮)। বাড়ি মেটেলি চা বাগানের জিতবাহান লাইনে। এদিন সকালে বাগানের ক্ষুদিরাম লাইন এলাকায় রাস্তার পাশে নালার মধ্যে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বেলাকোবার এই কালী মন্দিরেই চুরি হয়েছে। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

দুই মন্দিরে চুরি

বেলাকোবা, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে বাড়ির কালী মন্দির থেকে ঠাকুরের অলংকার চুরি হয়েছে। ঘটনাটি সোমবার গভীর রাতে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের স্টেশন কলোনির বিবেক চৌধুরীর বাড়ি সংলগ্ন কালী মন্দিরে ঘটেছে। বিবেকের স্ত্রী অপর্ণা চৌধুরী জানান, মঙ্গলবার সকালে মন্দিরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা নেই। ভেতরে ঢুকে দেখেন মায়ের কপালের দুটি সোনার টিপ, টিকলি ও নাকের নথ নেই। বিবেক থানায় অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, 'মন্দিরটি প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো। এর আগে কখনও এই মন্দিরে চুরি হয়নি।' ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মন্দিরের পাশের ঝোপে তালাটি খুঁজে পায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, একই রাতে শিকারপুর অঞ্চলে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা পাঁচটি সোনার টিপ নিয়ে পালিয়েছে বলে জানান মন্দিরের পুরোহিত বাসু ভৌমিক।

বিশ্বকর্মা প্রতিমা সাজিয়ে বাজারে পড়ুয়া

বেলাকোবা, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুম এলেই সরস্বতী থেকে গণেশ, লক্ষ্মী থেকে বিশ্বকর্মা, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা সাজিয়ে বসেন গৌরব দে। বেলাকোবা শিকারপুর অঞ্চলের স্টেশন কলোনির গৌরব জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দুটো টাকা রোজগারের আশায় এবার তিনি বিশ্বকর্মা নিয়ে বেলাকোবা বাজারে বসেছেন। নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে চারশোটি প্রতিমা এনেছেন। সর্বনিম্ন একশো কুড়ি টাকা থেকে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার টাকার প্রতিমাও রয়েছে তাঁর কাছে।

রোজগারের আশায় বসা গৌরবের মন অবশ্য বেশিক্ষণ ভালো ছিল না। বিক্রির বাজার নিয়ে বলছিলেন, 'সকাল থেকে বিক্রি ভালোই ছিল। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিতে বিক্রি থমকে গিয়েছে। প্রতিমাগুলিকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে প্লাস্টিক টাঙিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে। অন্যবার এসময় প্রতিমা বিক্রি শেষের দিকে থাকে।'

এলেন না মন্ত্রী

ধূপগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মন্ত্রী এলে বনবস্তির একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরা যেত। মন্ত্রী আসবেন বলে খুকলুং বনবস্তির 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির শিবিরে প্রশাসনিক তোড়জোড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু মাঝরাস্তা পর্যন্ত আসার পর গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যত্র চলে যান রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এভাবে যে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে, তা কেউই হয়তো ভাবতে পারেননি। তবে মন্ত্রী না আসায় ক্ষুব্ধ রাভা জনজাতির মানুষরা। তাঁদের কথায়, মন্ত্রী এলে এলাকার একাধিক সমস্যা বিশেষ করে রাস্তাঘাট, সেতু সহ অন্যান্য সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের কথা জানাতেন। এর আগে স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক তথা ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবি রাভার কথায়, 'মনে হচ্ছে, অভাব-অভিযোগ জানানো হবে, সেই আভাস পেয়েই মন্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

থিমে 'সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন'

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পল্লি উন্নয়ন সংঘের পুজো এবার ৫২তম বর্ষে পা দিল। ক্রান্তির ধনতলার এই পুজো ব্লকের অন্যতম আকর্ষণ। তাদের পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। কয়েকবছর ধরে তারা বিগ বাজেটের পুজো করে আসছে। এবছর তাদের পুজোর থিম সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন। উত্তর ভারতের একটি মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। পুজো কমিটির সভাপতি বরেন্দ্রনাথ রায় ও কানু হাজরা জানান, আমাদের ক্লাবের পুজো ক্রান্তি ব্লকের মানুষের আবেগ। এখন ক্রান্তির বাইরে যেমন মালবাজার, ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকেও আমাদের প্যান্ডেলে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন, যা আমাদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। পুজোর আগের কয়েকটা মাস ক্লাবের প্রতিটি সদস্যর রাতদিন পরিশ্রম ও সহযোগিতা এবং গ্রামবাসীর ভালোবাসায় এত বড় পুজো করা সম্ভব হয়।

পুজোর আগে আয়োজনে কর্মকর্তারা কোনও খামতি রাখতে চান না। পল্লি উন্নয়ন সংঘের অন্যতম আকর্ষণ স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর ফলে এলাকায় সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে পুজোর দিনগুলিতে সন্ধ্যা থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা, এলাকার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সকলকে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণপদ মণ্ডলের কথায়, 'এবার আমাদের পুজোর থিম সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন। অনেক মতাদর্শ নিয়ে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ গঠিত। বহুত্ববাদী কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে থিমে ফুটিয়ে তোলা হবে।'

পুজো উদ্যোক্তাদের আশা, চলতি বছর পল্লি উন্নয়ন সংঘের পুজো ক্রান্তি ব্লকের সেরা পুজো হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে এখন পঞ্চমী রায়, ননী হাজরা, টুম্পা কর্মকার ও কাঞ্চনবালা রায়রা চূড়ান্ত ব্যস্ত।

পল্লি উন্নয়ন সংঘের পুজোর প্যান্ডেল।

লাটাগুড়িতে কেদারনাথ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোয় এবার যাঁরা গরুমারায় বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করছেন, সেই পর্যটকদের জন্য এবছর বাড়তি আকর্ষণ হতে চলেছে লাটাগুড়ির পোস্ট অফিসপাড়া প্রান্তিক সংঘের দুর্গাপুজো। ক্রান্তি ব্লকের অন্যতম সেরা পুজো হিসেবে পরিচিত এই দুর্গোৎসব এবার ৭৮তম বছরে পদার্পণ করল। প্রতিবছর অভিনব থিমের জন্য চর্চায় থাকে ওই পুজো কমিটি। এবছর তারা দর্শনার্থীদের উপহার দিতে চলেছে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথধামের আদলে তৈরি পুজোমণ্ডপ। প্রায় ৪০ ফুট উঁচু ও ৩৫ ফুট চওড়া মণ্ডপটি শিল্পী কমল রায়ের নকশায় সেজে উঠছে। সুউচ্চ কাঠামো, অভিনব নকশা ও ঝলমলে আলোকসজ্জায় দর্শনার্থীরা হিমালয়ের কোলের আধ্যাত্মিক আবহ অনুভব করতে পারবেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, দেবীর অপরূপ মূর্তি ও মণ্ডপের জাঁকজমক পর্যটকদের কাছেও এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

এই পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অমিত ঘোষ ও চিন্ময় রায়। অমিত জানালেন, ষষ্ঠীর দিন থেকেই পুজোর আকর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। ৩১টি ঢাকের বাজনার সঙ্গে ও কুলোয় প্রদীপ জ্বালিয়ে মহিলারা লালপাড় শাড়ি পরে শোভাযাত্রা করে দেবীকে ক্রান্তি মোড় থেকে মণ্ডপে নিয়ে আসবেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হবে চারদিক।

তবে এই পুজোর আয়োজনের জাঁকজমক কেবল মণ্ডপেই থেমে থাকবে না। অষ্টমী ও নবমী দুইদিনে দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। জয়দীপ রায়, শান্তনু কর ও সুদীপ দত্তরা পুজো কমিটির সদস্য। জয়দীপের কথায়, 'আমরা মায়ের আশীর্বাদ ও পুজোর আনন্দ সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে চাই।' এছাড়া বিসর্জনের দিনও বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। ফলে পর্যটকদের উপস্থিতি, অভিনব থিম, সামাজিক কর্মসূচি সবমিলিয়ে প্রান্তিক সংঘের ৭৮তম দুর্গোৎসব এবছরও লাটাগুড়ি ও গোটা ডুয়ার্সের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

লাটাগুড়ি প্রান্তিক সংঘের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।

ছোট্ট তারা

৩ বছরের রেনাইরা রহমান ইউরো কিডসের প্লে গ্রুপের ছাত্রী। সম্প্রতি আয়োজিত স্কুলভিত্তিক মেমোরি গেম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই খুদে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পুজো কমিটির

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। চারদিকে সেই তোড়জোড়। পুজো কমিটিগুলিও ব্যস্ত শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে। তবে যে মাঠে পুজো হয়, সেই মাঠ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সমাজপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটির সদস্যরা। সেই সমস্যার সমাধান চেয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন পুজো উদ্যোক্তারা।

তাঁরা জানিয়েছেন, যে মাঠে দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে পুজো করে আসছেন, সেটি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জলপাইগুড়ি শাখা নিজেদের দাবি করে। এই কারণে আইএমএ-র থেকে প্রতিবছর পুজোর জন্য মাঠটি ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে থাকেন উদ্যোক্তারা। তবে চলতি বছর আইএমএ-র কাছে মাঠ ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হলেও তারা অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় এবং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়। তারপরেও সমাধান না হওয়ায় রাস্তার পাশে পুজো করার সিদ্ধান্ত নেন কমিটির সদস্যরা। তবে শেষমুহূর্তে তাঁরা মাঠেই পুজো করার চেষ্টা করছেন। সেকারণেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

বিষয়টি নিয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যে মাঠের অনুমতি চেয়ে আইএমএ-কে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। শেষ চেষ্টা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালাম। আশা রাখছি তিনি সমাধান করবেন।'

বাবুঘাটে জমে পুরোনো প্রতিমা

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে নতুন প্রতিমা আসবে তাই রীতি মেনে পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে। তবে এখন অনেকেই জল দূষণ যাতে না হয় সেজন্য প্রতিমা পুকুর বা নদীতে বির্সজন দিতে চান না। জলপাইগুড়ি শহরের বাবুঘাটে গেলে দেখা যাবে বিশ্বকর্মা, সরস্বতী, মনসা সহ পুরোনো প্রতিমা জমে রয়েছে।

শহরের বাসিন্দা অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ভেবেছিলাম পুজোর আগে ঘাট পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। প্রতিমাগুলি ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিলে দৃশ্য দূষণ হত না।' জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'সাধারণ মানুষ যে প্রতিমাগুলি করলা নদীর জলে ফেলেননি তার জন্য ধন্যবাদ। দ্রুত বাবুঘাট পরিষ্কার করা হবে। ঘাটের পাশে জমে থাকা প্রতিমা ও পুজোর সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হবে।'

নবীনবরণ

ধূপগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম সিমেস্টারের নবীনবরণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ হাজির ছিলেন বহু বিশিষ্টজন। আগামীতে কলেজের নতুন পেশাদারি এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রম এবং পরিকাঠামো গড়ে তোলা নিয়ে এদিন শিলিগুড়ির মেয়রের কাছে আবেদন করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিজয় দেবনাথ বলেন, 'নতুন ছাত্রীদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি কলেজের আগামীদিনের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে এদিন।'

'এত দাম হলে খাব কী'

উৎসব শুরু হতেই ফল-সবজির দাম বৃদ্ধি

বৃষ্টিতে ক্রেতার অপেক্ষায়। মঙ্গলবার দিনবাজারে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ২০০০ টাকা নিয়ে দিনবাজারে গিয়েছিলেন অমিত সরকার। সবজি ছাড়াই এক কিলো পাঁঠার মাংস আর ৭০০ গ্রাম ইলিশ কিনেই হাত ফাঁকা। এমন ছবি শুধু জলপাইগুড়ির নয়, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং মালবাজারেও। বিশ্বকর্মাপুজোর আগেই বাজার যেন আগুন। নতুন করে দাম বেড়েছে সবজি-ফলের। চার শহরের প্রতিটি বাজারে গড়ে ৫-১৫ টাকা করে বেড়েছে সবজি এবং ফলের দাম। তবে দাম বেশি হলেও বিক্রিতে কমতি নেই।

> এত দাম হলে খাব কী? আমিষ ছেড়ে নিরামিষ যে খাব তারও জো নেই। শাকসবজির দামও আকাশছোঁয়া। দুর্গাপুজোর আগেই এত দাম, পুজোয় কী হবে কে জানে।
>
> **নীলিমা সাহা** *গৃহবধূ, ময়নাগুড়ি*

চার শহরের বাজারের গড় দাম অনুযায়ী, এদিন ইলিশ ৫০০-২০০০ টাকা কিলোর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। কাতল প্রায় ৩৫০ টাকা এবং পাবদা ৪০০ টাকা কিলো ছিল। চিংড়ি বিকোচ্ছে ৪৫০-৫৫০ টাকায়। অন্যান্য দিনের চেয়ে দাম প্রায় ৫০-১০০ টাকা বেশি বলে জানাচ্ছেন পল্টন সাহার মতো মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

অন্যদিকে, মুরগির মাংসের দাম শুনেও মাথায় হাত শহরবাসীর। এদিন ব্রয়লার মুরগি ছাড়িয়েছে ২৫০ টাকা। দেশি মুরগি গোটা কেজিপ্রতি ৬০০ টাকা ছুঁইছুঁই। এক্ষেত্রে দাম বেশি বলেই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ী তোতন রায়। পাঁঠা এবং খাসির মাংসের ক্ষেত্রেও দাম শুনে কেনা না কেনার মধ্যে দোনামনা করলেন ক্রেতারা। ৭০০ টাকার বদলে এদিন খাসি বিক্রি হল ৯০০ থেকে ১০০০ টাকায়। এককথায় বাজারে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্তের।

ময়নাগুড়ির গৃহবধূ নীলিমা সাহার কথায়, 'এত দাম হলে খাব কী? আমিষ ছেড়ে নিরামিষ যে খাব তারও জো নেই। শাকসবজির দামও আকাশছোঁয়া। দুর্গাপুজোর আগেই এত দাম, পুজোয় কী হবে কে জানে।'

অবশ্য চাহিদা বেশি থাকায় এই দাম বেড়েছে বলে মত মাংস ব্যবসায়ী অমর দাসের। পুজো শেষ হলে দাম ফের আগের মতোই হয়ে যাবে বলেও তিনি জানান। তবে যাই হোক, এই বর্ধিত মূল্যের জন্য বাজারে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন জেলাবাসী। তবে একবার বাজারে দাম বাড়লে পরবর্তীতে কতটা কমবে তা নিয়ে সংশয় রয়েই যাচ্ছে ক্রেতাদের মধ্যে।

পুজোর মুখে বাজার আগুন

	ধূপগুড়ি	জলপাইগুড়ি	ময়নাগুড়ি	মালবাজার
পাঁঠার মাংস -	৮০০	৯০০	১০০০	৭৫০
খাসির মাংস -	৭৫০	৮০০	৮০০	৭০০
দেশি মুরগি -	৪২০	৫০০	৫০০	৫০০
ব্রয়লার মুরগি-	২০০	২৫০	২২০	২২০
ইলিশ -	৫০০-২০০০	৫০০-১৬০০	১২০০-২০০০	১২০০-১৬০০
রুই -	২৪০-৭০০	২৫০-৬০০	৩০০	২৫০
কাতল -	২৮০-৪০০	২৫০-৩৮০	৫০০	৩৫০
জাম্বুরা -	৩৫ টাকা/পিস	৩০ টাকা/পিস	১০ টাকা থেকে শুরু	১০-২০
আপেল-	১০০	১৫০	১৫০	১৬০-২০০
নাসপাতি-	৮৫	১০০	১৫০	১২০-১৪০
পটল-	৬০	৬০	৫০	৮০
ফুলকপি-	১০০	১০০	১০০	১০০
বাঁধাকপি -	৪০	৪৫	৬০	৫০
বেগুন-	৪০	৫০-৬০	৬০	৬০
আখ -	২৫	৫০	৩০	৫০-৬০
নারকেল -	৩০টাকা/পিস	৫০	৭০	৬০

তথ্য সহায়তা : বাণীব্রত চক্রবর্তী, সপ্তর্ষি সরকার, অনীক চৌধুরী এবং সুশান্ত ঘোষ।

দরদাম। মঙ্গলবার দিনবাজারে একটি ফলের দোকানে।

মহালয়া থেকে বাংলায় সাইনবোর্ড

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছিল জলপাইগুড়ি পুরসভা। সেখানেই পুর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, মহালয়ার দিন থেকে শহরের দোকানে বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি স্থায়ী ব্যবসায়ীরা যাতে দোকানের সামগ্রী ফুটপাথে না রাখেন সে বিষয়ে সংগঠনগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে। তবে হকার ও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুরসভা যে পুজোর আগে কোনও পদক্ষেপ করবে না, সেই বিষয়ে এদিনের বৈঠকে আরও একবার জানিয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের তরফে দিনবাজারে থাকা সবজি, ফল এবং মাছের পাইকারি বাজারকে শহরের বাইরে কোনও একটি জায়গায় পরিকাঠামো তৈরি করে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে পুজোর পরে আলাদাভাবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করবে বলে পুরসভা জানিয়েছে।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শহরে মহালয়ার দিন থেকে বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সেইমতো এদিন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর বিষয়টি জানানো হয়। এছাড়া ব্যবসায়ীদের তরফে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমরা সেইসব বিষয় নিয়ে পুজোর পর আলোচনায় বসব।'

ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাংলা ভাষায় দোকানের সাইনবোর্ড লাগানোর নির্দেশিকা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও পুরসভা। এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শহরের বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লিখতে হবে। মহালয়ার দিন থেকে এই নিয়ম চালু করতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেইমতো এদিন পুরসভা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়টি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে জানাতে বৈঠকে বসে। মহালয়ার দিন যাতে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানে বাংলার সাইনবোর্ড লাগান পুরসভার তরফে সেই আবেদন জানানো হয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বাজার এলাকার কাউন্সিলার এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ দাস বলেন, 'বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর এই সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করছি। তবে পুরসভার থেকে বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানো নিয়ে সরকারি লিখিত একটি নির্দেশিকা চেয়েছি, যাতে যাঁদের কাছে আমরা সাইনবোর্ড বদলানোর কথা বলতে যাব তাঁদের সেই নির্দেশিকার একটি কপি দিতে পারি।'

বক্তব্য

ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে জলপাইগুড়ি পুরসভা। মঙ্গলবার।

'শহরে মহালয়ার দিন থেকে বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সেইমতো এদিন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর বিষয়টি জানানো হয়। এছাড়া ব্যবসায়ীদের তরফে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমরা সেইসব বিষয় নিয়ে পুজোর পর আলোচনায় বসব।'

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

পিসি শর্মা মোড়ে মরণফাঁদ

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনবাজার এবং মার্চেন্ট রোডের সংযোগকারী রাস্তা জলপাইগুড়ি শহরের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। কামারপাড়ার রাস্তাটা যেমন সেখানে গিয়ে মিশেছে, তেমনি এই রাস্তাটিকে শহরের ব্যস্ততম রাস্তা দিনবাজারের সংযোগস্থলও বলা যেতে পারে। সকালে কেবল বাজার কিংবা অফিস টাইম নয়, সারাদিনই ওই রাস্তা জমজমাট থাকে।

অফিস, আদালত এবং বাজার করতে এই রাস্তা প্রচুর মানুষ ব্যবহার করেন। পিসি শর্মা মোড় থেকে যে রাস্তাটি দিনবাজারের দিকে যাচ্ছে, সেই মোড়ের মুখেই রয়েছে এই গর্ত। প্রতিদিন সেই গর্ত আরও বড় আকার নিচ্ছে। গর্তটি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই বেশি থাকে টোটো কিংবা বাইকচালকদের। আর তাতেই বাড়ে বিপদ! হঠাৎ করে সামনে থেকে অন্য গাড়ি চলে এলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোনও দিন।

দিনবাজারে পুজোর বাজার করতে আসা সম্প্রতি সাহা বলেন, 'এই গর্তটা অনেকদিন ধরে হয়ে আছে। খুবই সমস্যা হচ্ছে। এই পথ দিয়ে সাধারণ মানুষ বাজার করতে হেঁটে যান, টোটো-বাইক তো বেশ দ্রুতগতিতেই যায়। গর্ত এড়িয়ে চলতে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা না ঘটে যায়।' জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তথা পুরসভার পিডব্লিউডি বিভাগের দায়িত্বে থাকা সন্দীপ মাহাতো জানান, পুজোর আগে শহরজুড়ে রাস্তা সংস্কার শুরু হয়েছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কাজ চলছে। এক কোটি টাকার ওপর খরচ করে রাস্তা সংস্কার এবং নতুন রাস্তার কাজ চলছে। দুই-চারদিনের মধ্যে এই রাস্তাটিও সংস্কার হয়ে যাবে বলে আশ্বাস।

তথ্য ও ছবি : অনীক চৌধুরী

টিমটিমে আলোয় সমস্যা ধূপগুড়িতে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাস্তায় লাইট থাকলেও তা ঠিকঠাক জ্বলে না। ভোল্টেজের কোনও সমস্যা নয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে লাইটগুলি ঠিকমতো জ্বলে না বলে অভিযোগ। আলো ঠিকঠাক না জ্বলায় রাতে চলাচল করতে সমস্যায় পড়তে হয় ধূপগুড়ির বাসিন্দাদের। এই বিষয়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'লাইটগুলি জ্বললেও আলো হচ্ছে না বলে শুনেছি। পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সন্ধ্যা নামতেই ধূপগুড়ি পুর এলাকার নেতাজিপাড়া থেকে বিনয় শা মোড়গামী রাস্তা প্রায় অন্ধকার থাকে। রাস্তায় ঠিকভাবে কিছুই দেখা যায় না। রাস্তায় আলো কম থাকার কারণে কার্যত অন্ধকারেই যাতায়াত করতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। প্রথমদিকে এলাকার বাসিন্দাদের মনে হয়েছিল, এটা হয়তো ভোল্টেজজনিত সমস্যা। কিন্তু পরে বোঝা যায়, এটা কোনও ভোল্টেজজনিত সমস্যা নয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'একই ট্রান্সফর্মার থেকে তিনটি ফেজ বের হয়েছে। একটি দিয়ে স্ট্রিট লাইট এবং বাকিগুলি বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। ভোল্টেজের সমস্যা থাকলে বাড়িগুলিরও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সেরকম কোনও সমস্যা নেই।'

এর আগে একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষকে সমস্যার কথা জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখনও যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে পুজোর মুখে সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে।

পুড়ল চারটি ঘর

ময়নাগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগরপাড়ায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল তিনটি পরিবারের চারটি ঘর। দুটি ইঞ্জিনের সাহায্যে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। মঙ্গলবার রাতে দেবীনগরপাড়ার সানরাইজ ক্লাব সংলগ্ন মিঠুন মণ্ডলের বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগে। এরপর মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বরুণ মণ্ডল এবং তপন মণ্ডলের ঘরে। আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলকর্মী শম্ভু রায় আহত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আরও দুজন বাসিন্দা জখম হন। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগল, সেটা স্পষ্ট নয়। ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি নিতাইচন্দ্র শীল জানান, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এল এল পুজো এল

মনের কথা বলবে মণ্ডপ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যদি খুঁজে পাওয়া যায় নিজেকে, মণ্ডপের ভিতর চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে যদি চোখে ভেসে ওঠে নিজের মনে চলতে থাকা ভাবনাগুলি? তাহলে কি ওই কোলাহলেও এক মুহূর্তের জন্য নিজের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুখ মিলবে না? সেই ভিতরের 'আমি'কে জানাতেই এবার পশ্চিমপাড়া দুর্গাবাড়ির অভিনব ভাবনা 'যখন সবার মনের কথা জানে পুজোমণ্ডপ'। দীর্ঘদিন ধরে ময়নাগুড়ির গৌরব বহন করে আসা শহরের তৃতীয় প্রাচীনতম ও অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমপাড়া দুর্গাবাড়ির পুজো পা দিতে চলেছে ৮১ বছরে।

পুজোর অন্যতম আয়োজক শঙ্খজিৎ বসু ও তন্ময় রায় জানান, সাবেকিয়ানা ও আধুনিকতার মিলন ঘটিয়ে এবারের পুজো একেবারেই অন্যরকম। পুজোর বাজেট ১৫ লাখ টাকা। মণ্ডপ নির্মাণের ভাবনা শিল্পী হীরক সাহার। বাইরের ও ভেতরের সাজসজ্জায় থাকছে দুটি ভিন্ন রূপ- পৌরাণিক নকশা ও আধুনিক শিল্পকলার অসাধারণ সমন্বয়।

পশ্চিমপাড়া দুর্গাবাড়ির মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

এছাড়া ভিন্ন আলোকসজ্জায় সাজবে মণ্ডপ চত্বর। আলোর দায়িত্বে রয়েছেন শাহজাহান সিরাজ। তিনি জানান, তাঁর তৈরি আলোকসজ্জা এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। দুর্গাবাড়ির নাটমন্দিরে রথের পর থেকেই শিল্পী বিকাশ রায়ের হাতের ছোঁয়ার গড়ে ওঠা মায়ের মৃন্ময়ী রূপও সকলের নজর কাড়বে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। পুজোর চারদিন ধরে পুজো প্রাঙ্গণে ভিড় উপচে পড়ে। অষ্টমীর অঞ্জলির পাশাপাশি সকলের জন্য ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন উদ্যোক্তারা। ময়নাগুড়ি শহরের অনেক প্রবীণ রয়েছেন যাঁদের ইচ্ছে থাকলেও এসে প্রসাদ নিতে পারেন না। তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসাদ দেওয়া হবে।

সাত চক্রে শক্তির আরাধনা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মানব দেহের সাতটি চক্রের কথা জানেন? এই চক্রগুলির কী গুরুত্ব তা হয়তো অনেকে জানেন না। তবে এবার এই সাতটি চক্রের ভূমিকা নিজেদের পুজোমণ্ডপে তুলে ধরবে আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিচালিত আসাম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। শহরের থিমপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই ক্লাবের পুজো। প্রতিবছর তাঁরা দর্শনার্থীদের নতুন কিছু উপহার দেন। এবার পুজোয় তাঁদের থিম 'দিব্যশক্তি'।

এই অভিনব থিমটিকে বাস্তবের রূপ দিচ্ছেন রঞ্জিত মাহাতো। তিনি জানান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং নেপালের ঘটনা থেকে বোঝা যায় মানুষের মধ্যে ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি অতিমারি ও অন্যান্য রোগের প্রকোপে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। এই যুগের মানুষ বিলাসিতায় ভুগছে। ফলে ওই সাতটি চক্র হারিয়ে ফেলেছেন। এই ভাবনাকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সেজে উঠছে আসাম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ।

মণ্ডপে ঢোকার মুখে থাকবে রাগ, ক্রোধ, লোভ পরিত্যাগ করার বার্তা। মণ্ডপের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে এবং সাবেকিয়ানা বজায় রেখে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা গড়ছেন কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী হরেন্দ্রনাথ পাল। থিমের সঙ্গে মানানসই আলোকসজ্জাও থাকবে। এছাড়া রাস্তাটি সাজানো হবে চন্দননগরের আলোয়।

এবিষয়ে সম্পাদক নিতাই কর বলেন, 'এবারের থিম একটু অন্যরকমের। আমরা মানুষকে মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র, সহস্রার চক্র ও অনাহত চক্র কী এবং এগুলি কীভাবে আমরা জাগ্রত করতে পারি তা বোঝানোর চেষ্টা করছি। মানুষ মণ্ডপে প্রবেশ করলে ভিন্ন স্বাদ পাবেন।'

তিনি আরও জানান, দেবীর প্রতিটি রূপ মানবদেহের প্রতিটি চক্রকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তোলে। মানুষ চাইলে এই চক্রগুলিকে জাগ্রত করতে পারে। এই চক্রগুলি জাগ্রত হলে মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। এই সাতটি চক্র যে দেবী দুর্গার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যুক্ত তা বোঝাতে চান উদ্যোক্তারা।

কোষাধ্যক্ষ সুনীল কুণ্ডুর কথায়, 'রামধনুর সাতটি রং যেমন কিছু না কিছু বার্তা বহন করে, তেমন প্রতিটি চক্রকে একটি নির্দিষ্ট রং, প্রতীক ও উপাদান দিয়ে বোঝানো হবে। পাশাপাশি দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ নবদুর্গা প্রতিটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।' পুজোর আয়োজকদের মতে, এই থিম কেবল উৎসবকে নয়, বরং মানবদেহের শক্তিকেন্দ্র ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারণাটিকে তুলে ধরবে। মানুষকে নিজেদের শরীর ও মন সম্পর্কে সচেতন করবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২১ সংখ্যা, বুধবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২

ঘাড়ের ওপর বিপদ

আবার প্রলয়। বিজ্ঞানে যার নাম মেঘভাঙা বৃষ্টি। চলতি মরশুমে এই বৃষ্টির ধারা বারবার দুর্যোগ নামিয়েছে। সর্বশেষ চলতি সপ্তাহের প্রথম দু'দিনে। প্রথমে হিমাচলপ্রদেশের মণ্ডী জেলার ধরমপুর শহরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। উদ্ধার ও সমীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না, ক্ষতি হয়েছে কী কী। এর আগে এবছরই ২০ জুন থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বারবার দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশ।

মেঘভাঙা বৃষ্টির দোসর পাহাড়ের ধস কিংবা হড়পা। উত্তরকাশী ধসে গিয়েছে। ধারালী নামে হিমালয়ের কোলে প্রাচীন একটি বসতি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কুলু ও মানালি বিপর্যস্ত। বৈষ্ণোদেবীর পথে ধস। কাশ্মীরও এবার প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী। রেহাই মিলছে না উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিপন্ন হয়ে পড়েছে ধসের কারণে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম তো বটেই, ঘরের কাছে কালিম্পংয়ের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

আসলে বিনাশ চলছে গোটা হিমালয় পাহাড়জুড়ে। ভঙ্গুর চরিত্রের এই পাহাড়ে তার সহনক্ষমতার বেশি বোঝা চাপিয়েছে মানুষ। উন্নয়নের নামে। পাহাড়ি শিলার খাঁজে খাঁজে ফাটল ধরেছে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনে। টানেল নির্মাণ করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে ফাটলের তীব্রতা আরও বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে নির্মাণযজ্ঞে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

তিস্তার গতিপথে জল আটকে একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, বহুতলের পর বহুতল, সেবক-রংপো রেলপথ তৈরির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলায় ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। আবহাওয়ার বদল ঘটায় আজকাল খুব কম সময়ের মধ্যে কম এলাকায় বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই সৃষ্টি হচ্ছে হড়পা। কিংবা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে শিলাস্তরের খাঁজে অনবরত জল ঢুকে পাহাড় পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঢালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হচ্ছে।

পরিণতিতে জোর বৃষ্টি হলে পাহাড় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। কাদা-মাটি-বালি-পাথর গড়িয়ে নামছে। বেশি বৃষ্টি হলে হিমবাহ গলা জলের হ্রদগুলির প্রাকৃতিক দেওয়ালে চিড় ধরছে। অতিরিক্ত জল যেখান সেখান দিয়ে নেমে এসে জনপদের পর জনপদে প্রলয় ঘটাচ্ছে। নদীর ধারণক্ষমতার বেশি জল নেমে এলে হড়পা ভয়ংকরী হয়ে উঠছে। ভঙ্গুর ও ভূমিকম্পপ্রবণ হিমালয়ে বেলাগাম ও অপরিকল্পিত নির্মাণ বিপদকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ৪৫ কিলোমিটার লম্বা সেবক-রংপো রেলপথের ৩৯ কিলোমিটারই টানেলের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে। যথেচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের পাশাপাশি এই রেলপ্রকল্পটি তিস্তার স্বাভাবিক গতিতে নানা জায়গায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে বর্ষায় অতিবৃষ্টি হলে নদীর জলস্তর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে ছাপিয়ে বইছে। যাতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। ওই রেলপথটিতে একটি টানেলের গার্ডওয়াল চলতি মরশুমে ধসে পড়া ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিতভাবে আরও খারাপ পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে।

তিস্তার মতোই অলকানন্দা নদীকে বেঁধে ফেলার পরিণতিতে যোশীমঠের মতো বিখ্যাত পর্যটন শহরের ৮০০ বাড়িতে ফাটল ধরেছে। বদ্রীনাথের পথে বারবার ধস নামছে। কেদারনাথে ২০১৩ সালের দুর্যোগের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল, হিমালয় পাহাড়ের বিপুল সর্বনাশের কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি।

আবার হৃষীকেশ থেকে চার ধামের সঙ্গে সংযোগের নির্মীয়মাণ হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে পরিবেশের ওপর প্রভাবের তোয়াক্কা না করে। ৮৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির ১৪৮টি জায়গাই ধসপ্রবণ। উত্তরবঙ্গেও ওদলাবাড়ির কাছে লুপ পুল হয়ে রাস্তাটির দু'-একটি জায়গা এখন সিংকিং জোন বলা যাচ্ছে। যে কোনও সময় সেখানকার পাহাড় ধসে বড় বিপত্তি বাধাতে পারে। প্রাকৃতিক গঠন ও সহনশীলতার তোয়াক্কা না করে এই ধরনের উন্নয়নের পরিণাম যে ভয়াবহ, বারবার তার ইঙ্গিত মিললেও সরকার বা সমাজের সতর্ক হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আলোচিত

গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপিকে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি। হোমিওপ্যাথিক বড়িতে কাজ না হলে সোজা অপারেশন টেবিল।

- উদয়ন গুহ

ভাইরাল

মাটি কাটার আর্থমুভার দিয়ে রান্না! এমনই এক ভিডিও ভাইরাল। বড় কড়াইয়ে ডাল রান্না হচ্ছে। আর্থমুভারের সামনের অংশ দিয়ে সেই ডাল নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। যা দেখে নেটনাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯১৫

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে। সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা।

গণেশের আননে বিশ্বকর্মা কেন ভাগ বসাতে গেলেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

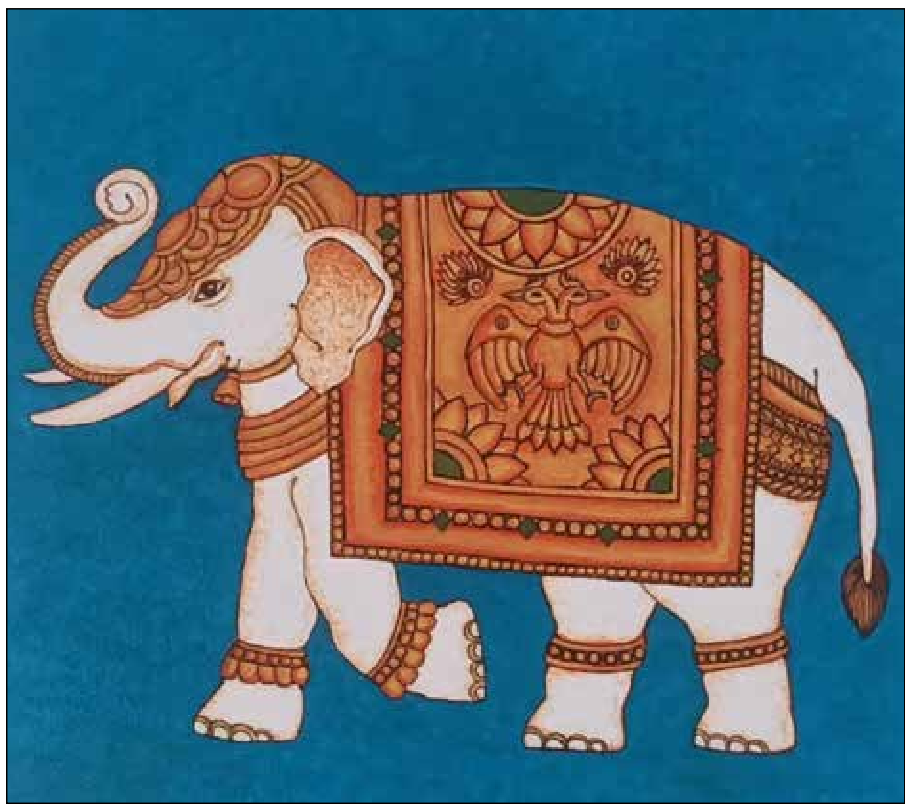

ভগবানের চিড়িয়াখানায় হাতি এক বিশাল ব্যাপার। কয়েক টন ওজন। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে গোটা একটা কলা বাগান শেষ। রাজা, মহারাজাদের বাহন হত একসময়। যুদ্ধেও যেত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে হাতিতে হাওদা চড়িয়ে শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সাদা আর বাদামি শিকারিরা বাঘ শিকারে যেতেন। চেনবাঁধা হাতিও ছিল। মানুষ অত বড়, অত শক্তিশালী প্রাণীকেও দাস বানাতে পারত! মাহুতের কোড ওয়ার্ডে হাতি ওঠবস করত। হাতি আবার রুপোলি পর্দার নায়ক অথবা নায়িকা। হাতি মেরে সাথী, সফেদ হাতি। হাতির মধ্যে একটা মানুষ মানুষ ব্যাপার আছে। রেগে গেলে ভয়ংকর। পোষ মানাতে পারলে শান্তশিষ্ট এক পালোয়ান।

মানুষের গজদন্ত সৌন্দর্যের বিড়ম্বনা, হাতির দাঁত ঐশ্বর্য। এই দাঁতের কারণে কত হাতি যে মারা পড়েছে মানুষের হাতে। শুনেছি, হাতির স্মৃতিশক্তি খুব জোরালো। ভীষণ মনে রাখতে পারে। যে ভালোবাসে তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। যে অনাদর করবে তার জন্য মৃত্যু। সুযোগ পেলেই মারবে। গণেশ ঠাকুরের সেই কারণেই অঙ্কের মাথা অত ভালো। মাড়োয়ারিদের গদিঘরের কুলুঙ্গিতে তিনি বসে আছেন। জ্বলছে লাল টুনি।

সেই হাতি আবার বিশ্বকর্মার বাহন। বিশ্বকর্মা কে? বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের রূপকার তিনি। স্বর্গের দেবতাদের ঘরদোর নাকি তাঁরই তৈরি। এককথায়, আজকের দিনের সেরার সেরা ইঞ্জিনিয়ার। পুরাণ থেকে শুরু করে বেদ, বিশেষ করে ঋকবেদে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ঘিরে নানা কথা। তাই তিনি বৈদিক শিল্পীও বটে। ফলে পুরাণ ও বেদে যে বিশাল শিল্পযজ্ঞের উল্লেখ থাকাটা স্বাভাবিক।

পুরাণের পাতায় আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র বোন যোগসিদ্ধার পুত্র বিশ্বকর্মা। তাঁর পিতৃদেবও গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অষ্টম বসুর শ্রেষ্ঠ বসু তিনি। প্রভাস। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার ভিন্ন কথা বলে। সেখানে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিকোষ থেকেই নাকি বিশ্বকর্মার উৎপত্তি। হিন্দুধর্মে নানা মুনির নানা মত। সেই সুবাদে আরেক কাহিনীতে বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা ও তাঁর স্ত্রী ঘৃতাচী। দুজনেই শাপভ্রষ্ট হন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বকর্মা বাস্তুশিল্পীর রূপ লাভ করেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি কেন? কেন তিনি গণেশ দেবতার আননে ভাগ বসাতে গেলেন! হাতি তাহলে কাকে তার মান্য প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে! এমন নানা প্রশ্নে আপনি বিচলিত হতে পারেন! হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে, বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজের অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি মহাবীর। বিশাল ক্ষমতাশালী। শক্তিশালী তো বটেই। সেই কারণে তাঁর বাহনকেও হতে হবে শক্তিশালী।

পৃথিবীতে হাতির চেয়ে বেশি শক্তিধর ও ক্ষমতাবান আর কে আছে! তাই তাঁর বাহন হাতি। প্রাচীনকালেও রাজারা যুদ্ধে যেতেন হাতির পিঠে চেপে। নামে হাতি, কিন্তু হাত নেই। শুঁড়ের আরেক নাম, কর। যার জন্য হাতির অন্য নাম, করী। করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে।

সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা। কে না জানে, শিল্পকর্মে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এই দুটি গুণ। শিল্পের রূপকারকেও তাই হতে হবে ক্ষমতাবান ও মস্তিষ্কে শান্ত। তবেই তো তিনি জগৎজুড়ে বৃহৎ শিল্পকর্ম গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। এইসব নানাবিধ কারণে, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি।

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট'। একটি ইংরেজি বইয়ের নাম। বাংলা করলে দাঁড়ায়, সৌন্দর্য এবং পাশবিকতা। অথবা সুন্দরী এবং পশু। আবার এমনও হতে পারে, সুন্দর কিন্তু পশু। দেখতে কত সুন্দর কিন্তু এ কি আচরণ! পশুর মতো। যে মানেই করা যাক, এই পৃথিবীতে অমৃত আর গরলের সহাবস্থান। আর প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বোধ সুস্পষ্ট, সুন্দর অসুন্দর, দেবতা ও দানব, মানব এবং পাশব। আর এক পরম বিস্ময়। জীবনানন্দ থেকে ক'টি লাইন ধার করা যেতে পারে, যেখানে এ বিস্ময়ের সুন্দর প্রকাশ দেখা যায়, -- পৃথিবীর ঘাস/ সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/ নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/ আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা নীলাকাশ...।

বাঘ নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রাণী। তার গায়ের জামাটার দামই কয়েক লক্ষ টাকা, এখন পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না। আইন বড় কড়া। সংরক্ষিত প্রাণী জেল। এই সুন্দর প্রাণীটিকে জাপটে ধরে আদর করতে চাইলেও করা যাবে না সার্কাসের আফিমখোর বাঘকে সার্কাস সুন্দরী পেটের দায়ে চুমুটুমু আগে খেত বটে, তবে সে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। ভয়ংকর দুর্গন্ধ! এখন অবশ্য সে সব পাট চুকেছে। সার্কাসে প্রাণী নিষিদ্ধকরণের কারণে।

বাঘের মাসি সুন্দরী কোনও বিড়ালকে পোষ মানিয়ে শয্যাসঙ্গী করা যায় বটে তবে একশোভাগ নিরাপদ নয়। বেশি চটকালে আঁচড়ে দিতে পারে। তাছাড়া নাকি রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা। আর একটা ভয়ংকর দুঃখের কথা, পশুজগতে সুন্দর, কারণ অনেক সাধ্যসাধনা করে রমণীর মনোহরণ করতে হয়। ফলে বাঘের মাসি নয় অনুসন্ধান করতে হবে সুন্দর একটি হুলো--বাঘের মেসোমশাই।

সুন্দর অসুন্দর জ্ঞানটা একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে এটি নেই। সেখানে তিনটি প্রবণতাই প্রবল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। সে জগতে কোনও সুন্দর বাঘিনী সুন্দর কোনও হরিণকে প্রেমপত্র লিখবে না। চাঁদের আলোয়, বনভূমিতে তা চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবে না, বুকফাটা প্রেমের গান গাইবে না। দেখামাত্র শুরু হয়ে যাবে মাইলের পর মাইল জীবনমরণ দৌড়।

অবশেষে সেই দিঘল সুগঠিত গলাটাই কামড়ে ধরে ঝুলবে, তবে সেটি প্রেমের দংশন, 'লাভবাইট' নয়, মরণ হরিণের অত সুন্দর চিতল আবরণ ফর্দাফাঁই করে আগ্রাসী ভোজন। এতটুকু নেই যে অত সুন্দর একটা চামড়া নষ্ট করছি, রাক্ষুসে খিদের কারণে। মানুষ সেদিন থেকে বুঝদার প্রাণী অবশ্যই।

কী মনে হচ্ছে। পৃথিবীটা ভারী সুন্দর না। 'বিউটি, বিউটি'। কবি বলেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'

হতাশা, জীবন যন্ত্রণায় একটিমাত্র গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন শিল্পী। জীবৎকালে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মাদ বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর একটি ছবি সংগ্রহে রাখার জন্যে পৃথিবীর রাজারা একশো কোটি টাকা ঢালতেও প্রস্তুত। সেই ভ্যান গগ, তাঁর ভাই থিওকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। এই নিঃসঙ্গ, খ্যাতি বঞ্চিত, প্রতিভাবান ভাইটিকে থিওর মতো কেউ ভালোবাসেনি। পৃথিবীর ভ্রাতৃপ্রেমের ইতিহাসে একটি হীরকখণ্ড। ভিনসেন্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যে উন্মাদ এক শিল্পী। পৃথিবী। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার দৃষ্টিতে অসুন্দরের উপস্থিতি নেই। প্রেম এমন এক দান, যে কৃপায় তুমি আমার চিরসুন্দর, আমি তোমার চিরসুন্দরী। ভালোবাসি তাই গাই গান, কবিতা শিখি, ছবি আঁকি। সুন্দরী পৃথিবীকে কে না ভালোবাসতে চায়।

ভিনসেন্ট লিখছেন, ভাই প্রতিটি দিনই সুন্দর দিন, সে আবহাওয়া যেমনই হোক। বুঝলে, খুব ঝোড়ো বাতাস। তা হোক, আমি মাটিতে দুটো খোঁটা পুঁতে ইজেলটাকে বেঁধে দিই। ছবি না আঁকলে চলবে! বাগিচা সব ফুলে ফুলে ভরে গেছে। লাঙল টানা মাঠে লাইলাকের রং, নলখাগড়ার বেড়া, দুটো পিচ ফলের গাছ গোলাপি রঙের। আর আকাশটা। বিউটি, বিউটি। উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, অতি উজ্জ্বল নীল আর ছিটে ছিটে সাদা মেঘ। শোনো ভাই, এই সুন্দর পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছু নেই।

বিশ্বকর্মার কর্মজগতে সবই অমর। তাঁর আবির্ভাবে আকাশের নীলকে বলতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসি ভালোবাসি। তাঁর বাহনটিকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, এমন শরতের গুণে।

জনমন জনমত

হাটবারে গোটা বাজারটাই যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙা রাস্তার খবর এখন আর কোনও সাংবাদিক যেন লিখতে চান না। প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় বহুবার এই বিষয়ে আলোকপাত করতে করতে পাঠক-সাংবাদিক উভয়ই ক্লান্ত। সেইসঙ্গে দোসর হয়েছে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাট সংলগ্ন অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

সপ্তাহে দু'দিন হাটবার। হাট ও বাজারের যাবতীয় নোংরা সহ গোটা বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, পথচলতি মানুষের প্রস্রাব-পায়খানার একমাত্র জায়গা হিসেবে পরিচিতিলাভ করেছে এই এলাকা।

বিশেষ কোনও কারণে এখানকার মাছ বাজারটি ফের স্থানান্তরিত করে রাস্তার পাশেই উঠিয়ে নিয়ে আসায় শহিদগড় স্কুলপাড়ার বাসিন্দা সহ দুটি স্কুলের অগণিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই গন্ধ দূষণ ও দৃশ্য দূষণের শিকার, যা আজকের দিনে পুর এলাকার ক্ষেত্রে একদম বেমানান।

পুরসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাঁদের হাতে, তাঁদের এসব যে চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই চার বছরে বারবার একই উত্তর... 'দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা হবে...!'

ফলে তাঁদের কচ্ছপ গতিতে আমরাই গিনিপিগ হয়ে আছি। কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা কামনা করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
ময়নাগুড়ি।

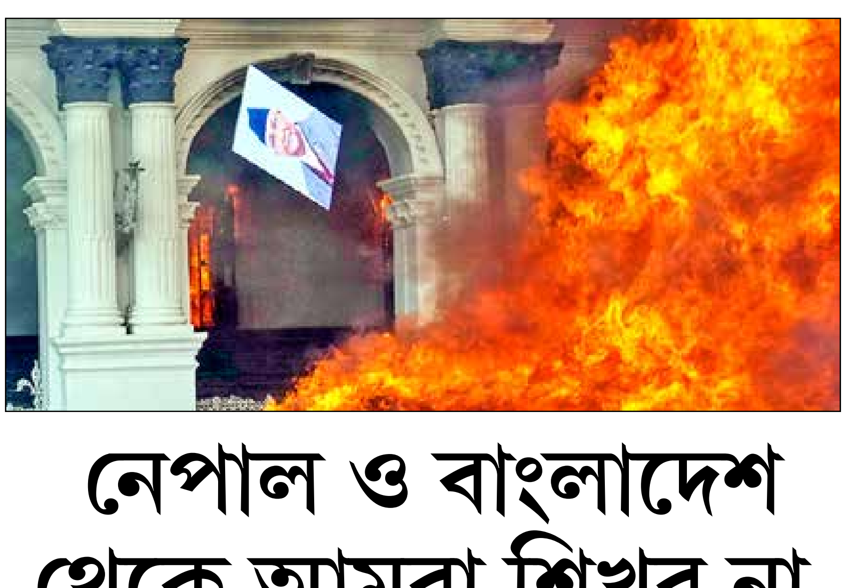

নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে আমরা শিখব না

দুর্নীতিপরায়ণ ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই জনরোষের কারণে সপরিবারে ছদ্মবেশে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে ধরে নিয়ে আসে এবং গিলোটিনে মুণ্ডচ্ছেদ করে। সাম্প্রতিক দুর্নীতির কারণেই শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এমনকি গত কয়েকদিন আগে নেপালে প্রধানমন্ত্রী সহ সমগ্র শাসকগোষ্ঠীকে পালাতে দেখেছে গোটা বিশ্ব।

আর তা দেখেই আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠেছে বিভিন্ন মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, নেপাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এরপর আমাদের রাজ্যের পালা। কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন, আমাদের দেশেও নেপাল হতে দেরি নেই। দেখুন, শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপালে যে নৈরাজ্য ঘটেছে তা ভারতবাসী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের গণতন্ত্র এত ঠুনকো নয়। সুতরাং, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপাল থেকে আমরা শিখব না, বরং আমাদের থেকে গোটা বিশ্বকে শিখতে হবে।

নেপালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঘিরে জেন জেড প্রজন্মের বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে- দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, চাকরির বাণিজ্য, নির্বাচনে কারচুপি এবং শাসকদের দেশবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষকে আর শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। জেন জেড দেখছে ভবিষ্যতের সব দরজা বন্ধ। ফলে তাদের বুকে জমছে পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভ, যা যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে, যেমনটা ঘটেছে নেপালে।

সংসদ ভবন পুড়িয়ে ফেলার মতো শিক্ষা ভারতীয় ছাত্ররা কোনও দিন পায়নি। ভারতীয় ছাত্রদের বাংলাদেশ ও নেপালের ছাত্রদের থেকে মৌলবাদ ও নৈরাজ্য শিখতে হবে না। তবে বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নেতা-মন্ত্রীর যা অবস্থা হয়েছে তা দেখে ভারতীয় বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। দেশে বেকারের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। কর্মসংস্থান নেই। কতিপয় রাজ্য শিল্প স্থাপন করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেও আমাদের রাজ্যে তথৈবচ অবস্থা। শুধুই অনুদানে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা। যদিও অনুদানকে খারাপ বলা যাবে না, কারণ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র অনুদান দিয়ে থাকে। তবে অনুদান আর দুর্নীতি একসঙ্গে চলতে পারে না।

দুর্নীতির কারণেই যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই পুলিশি ব্যবস্থা। পুলিশকে যেভাবে তরুণদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না। শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীরা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। অথচ মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বেড়েই চলছে। নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়ছেন, কিন্তু সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষ নিচ্ছে। সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড তরুণসমাজ ভালো চোখে দেখছে কি?

নেপাল-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা থেকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেকার তরুণদের শিখতে হবে না। বরং শিখতে হবে দুর্নীতিপরায়ণ নেতা-মন্ত্রীদের।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা।

ডাক্তারদের আরও সচেতন হতে হবে

প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অসুখবিসুখ লেগে থাকে। এদিকে, আমাদের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় সময় খুবই কম। রোগব্যাধি হলে হাসপাতালে তো ভিড় লেগেই থাকে, পাশাপাশি প্রাইভেট নার্সিংহোম বা প্রাইভেট ক্লিনিকেও ভিড় লেগে থাকে। তাই ডাক্তারবাবুরা যে সময় বসবেন বলে রাখেন, অনেক সময়ই সেই সময়ে এসে পৌঁছান না। অথচ দূরদূরান্ত থেকে বাসে বা ট্রেনে চেপে নির্দিষ্ট সময়ে রোগী পৌঁছে যান, কিন্তু সঠিক সময়ে ডাক্তারের দেখা পান না। তাই ডাক্তারদের প্রতি অনুরোধ, অনুগ্রহ করে সময়সূচি নির্ধারণ করে সঠিক সময় দেবেন, যাতে রোগীদের কষ্ট না হয় বা খুব বেশি অপেক্ষা করতে না হয়।

চন্দন কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। গম্ভীর প্রকৃতি ৫। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। হাতের গয়না, পায়ের গয়না বা মল ৯। অলংকারাদি তৈরি করার মজুরি ১১। নবারের পুত্র ১৩। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১৪। স্ত্রী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ।

উপর-নীচ : ১। শিষ্য, ছাত্র, চ্যালা ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা ৩। ভাবপ্রবণ, ভাবালু ৪। সোনা ৬। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র ৭। ধমক, ভর্ৎসনা ৮। মহাভারতে উল্লিখিত বন ৯। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল ১০। কোলাহল, কলকল ধ্বনি ১১। না হলে, নচেৎ, অন্যথা ১২। পৃথিবী, জগৎ, বিশ্ব ১৩। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত ভারতীয় ভাষা, শস্যাদি মাপার পাত্র।

সমাধান ■ ৪২৪৫

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মওকা ৫। মনসামঙ্গল ৬। ক'দিন ৭। জঙ্গম ৯। কথোপকথন ১২। দহন ১৩। কম্বুবর।

উপর-নীচ : ১। মিতবাক ২। মনন ৩। মধ্যম ৪। কাবিল ৫। মন ৭। জন ৮। মহাবীর ৯। কয়েদ ১০। পরান ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদেশি ফেরাবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রায় ১৬ হাজার বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠাবে দিল্লি। মাদক পাচার করতে গিয়ে তাঁরা ধরা পড়েছিলেন। আটক বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ঘানা, নাইজিরিয়ার নাগরিকরাও রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে ওই বিদেশিরা দেশের বিভিন্ন জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি রয়েছেন। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) জানিয়েছে, মাদক পাচারকারীরা সংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের মাটিতে মাদক ট্রানজিট হাব বানানোর চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে দেশের মাটিতে মাদক পাচারের ঘটনায় বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত থাকার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

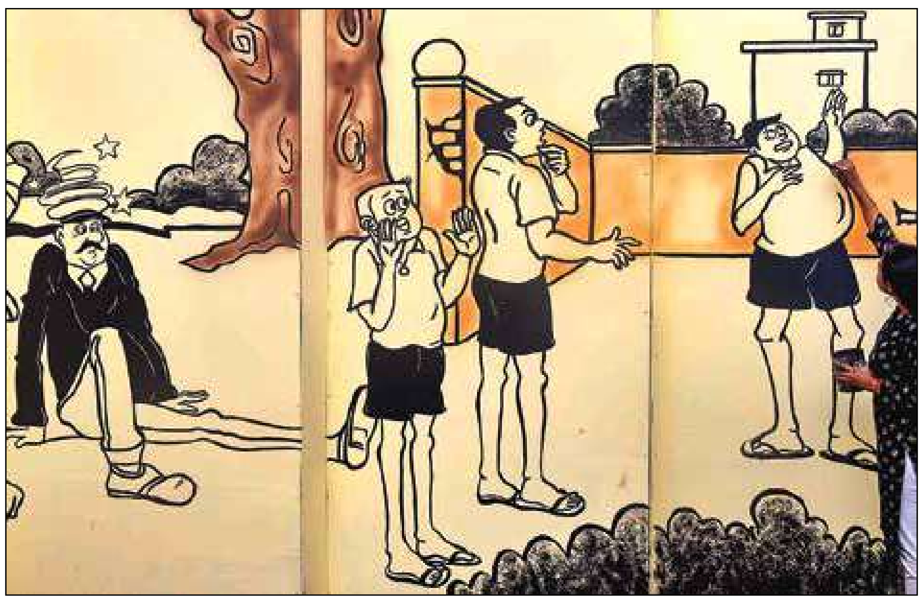

আঁকা আঁকা খেলা... পুজোর থিমে বাংলা কমিকস। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই।

দু'রাজ্যে ভূমিধস, বলি ৮

দেরাদুন, ১৬ সেপ্টেম্বর : দেশ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে বর্ষাকাল। তবে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মেঘভাঙা বৃষ্টি, বন্যা, হড়পা, ভূমিধসের ফলে বাড়ছে প্রাণহানির ঘটনা। মঙ্গলবার ভোররাতে দু'রাজ্যে ধসের জেরে কমপক্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ও তার আশপাশের এলাকায় ধস নামে। ধসের নীচে চাপা পড়েছে একাধিক হোটেল ও ঘরবাড়ি। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে নন্দা কি চৌকি সেতু। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। নিখোঁজ ২০।

দাবি কল্যাণের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাতের নোয়া খুলে রেখে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাননি পরীক্ষার্থী মনীষা সিকদার। এই কথা সর্বৈব মিথ্যা, দাবি করলেন সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বলেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষা দিয়েছেন মনীষা। সাংবাদিকদের সামনে যা বলেছেন, সবটাই প্রচারের আলোয় থাকার জন্য। পূর্ববর্ধমান পুলিশের তরফেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, পরীক্ষার উপস্থিতির নথিতে সই রয়েছে মনীষার।

নোয়া ধাতব বস্তু হওয়ায় সেটা মনীষাকে প্রথমে খুলতে বলা হলেও তাঁর তরফে কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে মিটিয়ে নেন। নোয়া পরেই পরীক্ষায় বসেন তিনি। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ। এদিন পূর্ব নির্দেশিকা মেনে নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ করেছে এসএসসি।

কমল দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের জিএসটি সংস্কারের জেরে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কমাল ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (এনডিডিবি) আওতায় থাকা মাদার ডেয়ারি। ২২ তারিখ থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। ইউএইচটি প্যাকেটজাত দুধ, পনির, মাখন, চিজ, ঘি, মিল্ক শেক, আইসক্রিম-সবকিছুরই দাম কমছে। তবে প্লাস্টিকের পাউচের দুধের ওপর কোনও জিএসটি ছিল না বলে সেগুলির দামে কোনও হেরফের হবে না। মাদার ডেয়ারির এমডি মণীশ বন্দলিশ বলেন, 'আমরা গ্রাহককেন্দ্রিক সংস্থা। কর ছাড়ের ১০০ শতাংশ লাভ যাতে উপভোক্তারা পান, সেই ব্যবস্থা করছি।' অপর দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা আমুল এখনও পর্যন্ত কিছু ঘোষণা করেনি।

হত ৩১ জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর : আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে দু'দিনের অভিযানে ৩১ জন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গি মারা পড়েছে। গত দু'দিনে খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত ও বান্নুতে দু'টি আলাদা অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। গত শনিবার টিটিপি-র হামলায় ১২ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরই সেনার তরফে এই অভিযান।

ধৃত আমলা

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঘর নয় যেন রত্নভাণ্ডার। বিপুল নগদ অর্থের সঙ্গে স্বর্ণালংকারের ছড়াছড়ি। অসম রাজ্য সিভিল সার্ভিস অফিসার নুপুর বোরার বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার গ্রেপ্তার হলেন ওই আমলা। সোমবার পুলিশ, ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা তাঁর গুয়াহাটি, বরপেটার বাড়ি থেকে নগদ ২ কোটি ও ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে। মাত্র ছ'বছর আগে অসম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন নুপুর।

কোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দলত্যাগী বিধায়কদের বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো নিয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে গিয়ে লিখিত বক্তব্য জমা দিলেন শুভেন্দু।

আজ ৭৫-এ মোদি, দেশজুড়ে মহোৎসব

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার ৭৫ বছরে পা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। দলীয় নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা প্রচারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করতে সারা দেশে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে গেরুয়া শিবির। তবে শুধু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির নয়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে লেজার শো-র মতো নানাবিধ আয়োজনের মাধ্যমে মোদির জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে দল। সব মিলিয়ে একেবারে জাতীয় মহোৎসবের চেহারা। তবে ৭৫ হলেই তিনি অবসরে যেতে পারেন বলে যে জল্পনা এতদিন ধরে চলছে, সেটা কতদূর সত্যি হবে তা নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করে বিজেপি। তবে এবছর মোদির ৭৫তম জন্মদিন হওয়ায় উদযাপনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনসল বলেন, 'রাজনীতিকে জনসেবার মাধ্যম করেছেন মোদি, তাই তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা সপ্তাহজুড়ে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন হবে।' প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে আরও বিশেষ করে তুলতে দিল্লি এনসিটি-র শিক্ষা দপ্তর তৈরি করেছে গান, 'নমো প্রগতি দিল্লি, বাল স্বর সে রাষ্ট্র স্বর তক'। মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

গানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ছাত্রছাত্রীরা ২১টি ভিন্ন ভাষায় তা গান গেয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বিহারে প্রতিটি বিধানসভা আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে তৈরি একটি সিনেমা দেখানোর প্রস্তুতি নিয়েছে গেরুয়া শিবির। 'চলো জিতে হ্যায়' শীর্ষক ওই সিনেমায় নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। মোদির জন্মদিনে দেশের প্রতিটি জেলায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালু করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী পর্যন্ত বিশেষ সাফাই অভিযানে অংশ নেবেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এখানেই শেষ নয়। বিজেপি জানিয়েছে, ৭৫টি শহরে আয়োজন করা হবে 'মোদি বিকাশ ম্যারাথন' এবং 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। সাংসদদের নিজেদের এলাকায় ফুটবল টুর্নামেন্ট করার নির্দেশও এসেছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে থাকবেন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে 'সেবা পাক্ষিক'। বিজেপির যুব মোর্চা ৭৫টি শহরে 'নমো যুব রান' আয়োজন করবে, যেখানে প্রতিটি শহরে ১০ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। ওড়িশায় 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে ৭৫ লক্ষ চারাগাছ রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। পুনেতে হবে ড্রোন শো, প্রতিবন্ধী সহায়ক ক্যাম্প ও সংগীত সন্ধ্যা।

ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন রাজ্যগুলিকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলায় মঙ্গলবার সমস্ত রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যগুলিকে এই বিষয়ে লিখিত জবাব দিতে হবে।

মামলাকারীদের দাবি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও কর্ণাটকে চালু এই আইনগুলি ব্যবহার করে আন্তঃধর্মীয় দম্পতিদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা তৈরি হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যগুলির জবাব পাওয়ার পর আদালত বিবেচনা করবে এই আইনগুলির কার্যকারিতা স্থগিত করা হবে কি না। পরবর্তী শুনানি ছয় সপ্তাহ পরে হবে।

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ ও সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস সহ একাধিক সংস্থা এই মামলা দায়ের করেছে। তাদের অভিযোগ, এই আইনকে 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরণের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। এটা নাগরিকের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'য় হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।

আদালত মামলাকারীদের পক্ষ থেকে আইনজীবী সৃষ্টি অগ্নিহোত্রীকে নোডাল আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করেছে। অন্যদিকে রাজ্যগুলির হয়ে সময় করবেন আইনজীবী রুচিরা গোয়েল। তাঁরা আদালত ও পক্ষগুলির মধ্যে নথি ও যুক্তি পেশের কাজে সমন্বয় করবেন।

ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ঝুলে রয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ প্রথম নোটিশ জারি করেছিল। পরে জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দ ছ'টি হাইকোর্টে চলা ২১টি পৃথক মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানায়, যাতে শীর্ষ আদালত একযোগে এবং অভিন্ন রায় দিতে পারে। ধর্মান্তরণের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবেও বিতর্কিত এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য সরকারের দাবি, দুর্বল শ্রেণির মানুষ, বিশেষত মহিলা ও আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জোরজুলুম কিংবা প্রতারণা থেকে সুরক্ষার জন্য এই আইন দরকার। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং প্রমাণের দায় অভিযুক্তের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান বিরোধী। এর ফলে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠীভিত্তিক হিংসা ও স্বঘোষিত নজরদার গোষ্ঠীর কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

অস্বস্তি বাড়ল চন্দ্রনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও অস্বস্তি বাড়ল কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার। তাঁকে হেপাজতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আর্জি জানিয়েছিল ইডি। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে ইডি জানিয়েছে, প্রার্থীদের থেকে গড়ে ৮ লক্ষ টাকা করে নিতেন মন্ত্রী। এভাবেই ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে উপার্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলের নামেও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন লক্ষ লক্ষ টাকা হদিস পাওয়া গিয়েছে। যার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

যাদবপুরে গোয়েন্দারা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : যাদবপুরের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দলে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সিপি প্রণব কুমার, ডিসি দক্ষিণ শহরতলি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা। পুকুরে ঠিক কোন জায়গায় ছাত্রী ডুবেছিল সেটা মেপে দেখা হয়। সোমবারই এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে মেয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে সহপাঠীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতার পড়ুয়ার বাবা। এদিন রেজিস্ট্রার, সিকিউরিটি ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একাধিক জায়গায় ঘুরে দেখেন ডিসি।

গাজায় গণহত্যা ইজরায়েলের

নিউ ইয়র্ক, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করেছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের এক সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে একথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন মাফিক, সংঘাত বা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে ৫ ধরনের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসাবে গণ্য করা হয়, তার ৪টি গাজায় ঘটিয়েছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে বেছে বেছে হত্যা, তাদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন, জাতিগত নির্মূলকরণের চেষ্টা এবং জন্ম হার রোধের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রসংঘের মতে, ২০২৩-এর অক্টোবরে গাজায় ইজরায়েলি সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রায় ৬৫ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেখানকার ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি এবং পরিকাঠামো। সিংহভাগ মানুষ গৃহহীন। গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাফিয়ে বাড়ছে শিশুমৃত্যুর ঘটনা। চলতি অবস্থার জন্য ইজরায়েলের দিকে ইঙ্গিত রিপোর্টে। রাষ্ট্রসংঘের অবস্থানে দৃশ্যত অসন্তুষ্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। ইজরায়েলের

জানাল রাষ্ট্রসংঘ

বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টটি পুরোপুরি বিকৃত এবং মিথ্যা।' রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের ৩ বিশেষজ্ঞ কার্যত প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের ছায়া হিসাবে কাজ করেছেন। রিপোর্টটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে হামাসের মিথ্যাচারের ওপর নির্ভর করে।'

এসআইআর-এর লক্ষ্যে ফর্ম ছাপানো শুরু নির্বাচন কমিশনের

অক্টোবরের মধ্যে বুথভিত্তিক সমীক্ষা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মৃত, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার এই ধরনের কয়েকটি অভিযোগও দলের কাছে এসেছে। তারপরই বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠাতে দলের জেলা নেতাদের নির্দেশ পাঠালেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এখনও পর্যন্ত যে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দ্রুত কালীঘাটে পাঠাতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা নেতার সঙ্গে বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পেরেছেন, সীমান্তবর্তী এলাকার বহু জীবিত ভোটারকে মৃত বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপরই বুথভিত্তিক এই তালিকা চাওয়া হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসল ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন স্বজনপোষণ করতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমরা বুথভিত্তিক সমীক্ষা শুরু করেছি। আমার খড়দা বিধানসভাতেও ভোটারদের নাম বাদের অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তার সমীক্ষা শুরু করেছি।'

সোমবারই বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই ধাক্কাকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বীরভূমে ইতিমধ্যে পরিযায়ী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্তা নিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী সুর গরম করতে চাইছে তৃণমূল। তার আগে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে হাতে তথ্য নিয়ে কমিশনের মোকাবিলায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।

এজেন্ট নিয়োগের চর্চা শুভেন্দুর বৈঠকে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। মঙ্গলবার রাজ্যের ডিএম, এডিএম, ইআরও, ওসি ইলেকশন সহ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সেই বৈঠকেই জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপাতে হবে। এদিকে এসআইআর শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের প্রায় ৯৪ হাজার বুথের জন্য দলীয় এজেন্ট নিয়োগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তর থেকে জেলা নির্বাচন কমিটিগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

পুজো শেষ হলেই অক্টোবরের গোড়াতেই রাজ্যে এসআইআর হবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআর শেষ করার ঘোষণার আগেই কাজ এগিয়ে রাখতে শুরু করল কমিশন। এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তার আগে এদিনের বৈঠকে এসআইআর-এর পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ করলেন পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকরা। এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল কমিশন। কিন্তু এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি।

এরাজ্যের জন্য এসআইআর ঘোষণার পরেই বিএলওরা ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করবেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে ওই ফর্ম পূরণ করতে হবে। যার একটি কপি থাকবে বিএলওর কাছে। অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপবে। এই কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে না করে জেলায় জেলায় বিকেন্দ্রীভূতভাবে এবার করতে চায় কমিশন। যাতে ফর্ম ছাপা এবং বিএলওদের হাতে তা পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে দেরি না হয়। ভোটারদের পূরণ করা ফর্ম প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে ইআরওকে। সিইও বলেন, 'রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে, সে মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ-প্রত্যেককেই এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।' ইতিমধ্যেই ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৪-এর চূড়ান্ত ও ২০২৫-এর খসড়া ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন বিএলওরা। এই ম্যাচিংয়ের কাজ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২০০২-এ রাজ্যে ভোটার ছিল ৪ কোটির কিছু বেশি। কমিশনের ধারণা, প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের মধ্যে বাকি ৩ কোটি ভোটারের জন্যই কার্যত এসআইআর করতে হবে কমিশনকে।

একনজরে

- রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপার নির্দেশ কমিশনের
- বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী
- এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চায় কমিশন
- এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি

কমিশনের নির্দেশমতো এসআইআর-এর জন্য ২৯৪টি বিধানসভার প্রতিটিতে তিনজন করে বিএলও-১ ও প্রায় ৯৪ হাজার বুথের প্রতিটিতে একজন করে বিএলও-২ নিয়োগ করতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিএলও-১ নিয়োগের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও অনেকটাই বাকি।

ভূমি ও পরিবহণে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শ্রমশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে যে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তার ৪০ শতাংশ এখনও পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে খনি ও খনিজ বিভাগেও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই নিয়েই মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুধুমাত্র আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয় হয়েছে। কিন্তু বাকি দপ্তরগুলির রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জন্য ১৫০৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৯ শতাংশ এই দপ্তর থেকে আয় হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরে চলতি আর্থিক বছরে ২২৭০.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩২ শতাংশ আয় করেছে। একইভাবে খনি ও খনিজ সম্পদ বিভাগেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭ শতাংশ আয় হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম সহ একাধিক জেলায় বালি ও পাথর খাদানে লিজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ শতাংশ বালি ও পাথর খাদানের লিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে এই খাতগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তর থেকে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের এই নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে দপ্তরগুলির রাজস্ব আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানাতে বলা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভাবনা যে তেমন আশাপ্রদ নেই, তা ওই বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী ভোট অন অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টেক্কা দেবে 'অনন্য', দাবি মমতার

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় অর্ধেক খরচে বেসরকারি হাসপাতালের পরিষেবা এবার থেকে মিলবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালেও। মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড 'অনন্য' ভবনের উদ্বোধন করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ তলার এই ভবনে থাকছে ১৩১টি কেবিন ও ২১টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের শয্যা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ওয়ার্ডের পরিষেবা যেকোনও কর্পোরেট হাসপাতালকে টেক্কা দিতে পারে।

কত খরচে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? সিঙ্গল কেবিনের খরচ ৫ হাজার টাকা। স্যুইট রুম পাওয়া যাবে ৮ হাজার টাকায়। এইচডিইউ ও আইটিইউ-এর সুবিধা মিলবে যথাক্রমে ১২ হাজার ও ১৫ হাজার টাকায়। 'অনন্য' তৈরির কাজে খরচ হয়েছে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা। অত্যাধুনিক রোবটিক সার্জারির সুযোগ মিলবে। তৈরি করা হয়েছে পূর্ব ভারতের প্রথম ব্লাড ব্যাংক। তৈরি হচ্ছে কর্ড ব্লাড ব্যাংকও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর করার জন্য বলছে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট দাও। কোথা থেকে দেবে? ২০১১ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছি, তখন ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি হত মাত্র ৬০ শতাংশ। এখন তা ৯৯ শতাংশের বেশি। এখনকার বার্থ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাবে, কিন্তু আগের শংসাপত্র মিলবে কীভাবে?'

অপ্রচলিত যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্কবার্তা রাজনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথাগত যুদ্ধের ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অদৃশ্য শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার কলকাতায় কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার সময় বাহিনীর কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এখন অপ্রচলিত বিপদ আসছে তথ্য, নীতি সম্পর্কিত, পরিবেশ এবং জৈবিক যুদ্ধের চেহারায়। সারা পৃথিবীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। আমাদেরও তার মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।' তাঁর ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের পদ্ধতি যেভাবে বদলাচ্ছে তার ওপর জোর দেন। গোটা পৃথিবীতে সাম্প্রতিক সময়ের নানা টানাপোড়েনের ওপর নজরদারির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন 'এখনকার যুদ্ধ একেবারেই আচমকা, আগে থেকে আন্দাজই করা যায় না।

এমনকি সেই যুদ্ধ কতদিন চলবে, তা আন্দাজ করাও কঠিন। তার মেয়াদ দু-মাসও হতে পারে, একবছর, এমনকি পাঁচ বছরও হতে পারে। তাই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।' এদেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক ধারার একটি সমন্বয় বলে অভিহিত করে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তাদের হুঁশিয়ার থেকে একটি 'সুদর্শন চক্র' তৈরির কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী দিনের কথা ভেবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা একটি পাঁচ বছর মেয়াদি এবং একটি ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

আন্দোলনকারীদের শেষকৃত্য কাঠমান্ডুতে

কাঠমান্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনকয়েক আগে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল কাঠমান্ডুর রাজপথ। জেন জেড আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছিল নেপালের রাজধানী শহর। মঙ্গলবার সেই শহরেই দেখা গেল অন্য এক ছবি। গাড়ি, বাইক, পায়ে হেঁটে তরুণ-তরুণীদের শৃঙ্খলিত মিছিল। সবার মুখ থমথমে। অনেকের চোখে জল। সরকার পরিবর্তনের জয়ের উচ্ছ্বাস উধাও। কারণ, আন্দোলনে নিহত সতীর্থ, বন্ধুদের শবের ভার তাঁদের কাঁধে।

জেন জেড আন্দোলনে নিহত বিক্ষোভকারীদের শেষযাত্রার যেসব খণ্ডচিত্র এদিন দেখা গিয়েছে, তাতে ভারী হয়েছে নেপালের বাতাস। সোমবার আন্দোলনে নিহতদের শহিদ ঘোষণা করেন নেপালের অন্তর্বর্তী

স্বজনহারার কান্না... মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে। ছবি-পিটিআই।

সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার মহারাজগঞ্জের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের মর্গে রাখা বিক্ষোভকারীদের দেহগুলি শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা। সেই মতো এদিন টিচিং হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয় শেষযাত্রা। কয়েক হাজার মানুষ সেই যাত্রায় শামিল হন। চাবাহিলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শেষ হয় আর্যঘাটে। সেখানে বেশ কয়েকজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

গোটা যাত্রাপথে বহু মানুষ অ্যাটোডাগে রাখা কফিনের ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাস্তার দু'পাশে এবং বাড়ি, হোটেল ও দোকানের ছাদে ভিড় করেছিলেন তাঁরা। নেপাল সরকারি হিসাবে বলছে, ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

অ্যাসফল্টের ম্যাজিক

নেদারল্যান্ডস যেন প্রযুক্তির রাজ্য! এবার তারা এমন এক রাস্তা তৈরি করেছে যা নিজেই নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারে। এই বিশেষ অ্যাসফল্টে রয়েছে স্টিলের ফাইবার। রাস্তায় ফাটল ধরলে বা গর্ত হলে একটি বিশেষ মেশিনের সাহায্যে রাস্তা গরম করা হয়। তখন এই স্টিলের ফাইবারগুলি গর্তগুলিকে জুড়ে দেয়। ফলে রাস্তা আবার নতুন হয়ে ওঠে। এই অদ্ভুত প্রযুক্তির ফলে রাস্তা মেরামতের খরচ অনেক কমে যাবে। শুধু তাই নয়, এতে নির্মাণকাজে কার্বন নির্গমনও কম হবে। নেদারল্যান্ডসের কিছু শহরে ইতিমধ্যেই এই ম্যাজিক রাস্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি সারা বিশ্বে এই রাস্তা বানানো হয়, তাহলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব।

পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা পথ

সৃষ্টিকর্তা নাকি সব কিছু গোলাকার করে বানিয়েছেন, কিন্তু মানুষ বানাল পৃথিবীর দীর্ঘতম সোজা রাস্তা! সৌদি আরবে অবস্থিত এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার, যার কোথাও কোনও বাঁক নেই। এটি মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে এই রাস্তা তৈরি করার পর অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- বালির স্তূপ, অতিরিক্ত গরম এবং চালকদের ক্লান্তি। তবে এই অসুবিধাগুলো মোকাবিলা করতে রাস্তায় রাম্বল স্ট্রিপ, সুস্পষ্ট সাইনবোর্ড এবং বিশ্রামাগার তৈরি করা হয়েছে। এমন সোজা রাস্তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই!

বাড়ছে এভারেস্ট, কারণ কী?

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট! কিন্তু জানেন কি, এটি এখনও বাড়ছে? প্রতি বছর প্রায় ৪ মিলিমিটার করে এর উচ্চতা বাড়ছে। এর কারণ হল ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষ। এই প্লেট দুটির সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট চাপ পর্বতটিকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে এই পরিবর্তনগুলো ট্র্যাক করছেন।

ব্যাংয়ের পিঠে বাচ্চা

দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলিতে বাস করে এক অদ্ভুত প্রাণী, যার নাম সুরিনাম টোড। এই ব্যাংয়ের প্রজনন পদ্ধতি দেখলে আপনি চমকে যাবেন! মা ব্যাং ডিম পাড়ার পর, ডিমগুলি তার পিঠের ত্বকে মিশে যায়। ছোট ছোট পকেটের মতো গর্তের মধ্যে ডিমগুলি সুরক্ষিত থাকে। কয়েক সপ্তাহ পর, যখন ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়, তখন তারা মায়ের পিঠের পকেট থেকেই বেরিয়ে আসে। কিছু ব্যাঙাচি তাদের মায়ের পিঠে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আর কিছু সোজা জলে ঝাঁপ দেয়। এমন দৃশ্য দেখলে মনে হবে যেন ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী! এটি প্রকৃতির এক অসাধারণ কৌশল, যা প্রমাণ করে যে মা হওয়ার পদ্ধতি কত বিচিত্র হতে পারে!

খুলল জঙ্গল, ভিড়ে আশা পর্যটন ব্যবসায়

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার থেকে উত্তরের সব অরণ্যের প্রবেশদ্বার পর্যটকদের জন্য খুলে গেল। প্রথম দিনই পর্যটকদের ভালো উপস্থিতি দেখা গিয়েছে চিলাপাতা, বক্সা, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, গরুমারায়। একাধিক জায়গায় পর্যটকদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানো হয়। এদিনের ভিড় দেখে পুজোর মরশুমে ভালো আয়ের আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

এদিন সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে গরুমারার চারটি শিফটের মধ্যে প্রথম শিফটে একজন পর্যটকও জঙ্গলে প্রবেশ করেননি। তবে বাকি তিনটি শিফটে ১১টি জিপসি গাড়ি পর্যটক নিয়ে প্রবেশ করে। পাশাপাশি, লাটাগুড়ির জঙ্গলে এই সংখ্যাটি ছিল ১৮। প্রথম দিন পর্যটকদের এই ভিড় দেখে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'পুজোর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি থাকলেও সেভাবে বুকিং জমে ওঠেনি ডুয়ার্সে। তবে প্রথম দিন জঙ্গলে যেভাবে পর্যটকদের ভিড় হয়েছে, তাতে আশা করাই যায় যে, পুজোর মরশুমে ভিড় উপচে পড়বে ডুয়ার্সে।' পরিস্থিতি দেখে খুশি লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেবও।

এদিন গরুমারার যাত্রাপ্রসাদ, মেদলা নজরমিনার থেকে হাতি-গন্ডার সহ নানা পশুপাখি দেখতে পান পর্যটকরা। তবে এদিন ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে কোনও পর্যটক হাতি সাফারি করেননি।

অন্যদিকে, এদিন চিলাপাতায় জঙ্গল সাফারি শুরুর আগে কেক কাটা হয়। পর্যটকদের লাড্ডু খাওয়ানো হয়। সকালে দুটো এবং বিকেলে চারটি জিপসি সাফারি হয়। এখানে নয়টি গাড়ি রয়েছে। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভেও সাফারি শুরু হয় এদিন। সকালে দুই শিফটে ১৩টি গাড়ি সাফারি করে বিকেলে একটি গাড়ি বুক হয়। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জিপসি মালিক নিতাই ভট্টাচার্য জানান, সকালের সাফারিতে লোক হলেও বিকেলের সাফারিতে তেমন হয়নি। তাঁর আশা, আগামী সপ্তাহ থেকে বেশি ভিড় হবে।

চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গণেশচন্দ্র শা বলেন, 'অনেক পর্যটক ভরসা পাচ্ছেন না যে, ঘুরতে এসে সাফারি করতে পারবেন কি না।' যেমন কলকাতার চিকিৎসক নির্মাল্য দেব চিলাপাতা ঘুরে জানান, প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ভালো হয়েছে। জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু দেখতে পেলাম।

জলদাপাড়া অরণ্যের মূল গেটে পর্যটকদের গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা।

সময় পার হলেও বঞ্চিত শ্রমিকরা

চা বাগানে জটিল হল বোনাস জট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : সরকারি অ্যাডভাইজারি মোতাবেক একলপ্তে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার দিনক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে সোমবার। এবারে ছাড়ের আশায় বসে থাকা বাগানগুলির একাংশ, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার রাস্তায় হাঁটছে। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার রহিমপুর, মাকড়াপাড়ার মতো বাগানগুলি ১৫ ও ৫ শতাংশ হারে দু'কিস্তির বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক বাগানও ওই ফর্মুলাতে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করতে চাইছে বলে খবর।

এদিকে, অনিশ্চিত হয়ে রইল চামুর্চি চা বাগানের ভবিষ্যৎ। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও ম্যানেজারের শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে যোগ দেয়নি মালিকপক্ষ। যদিও শ্রমিক প্রতিনিধিরা আশা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বোনাস নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে মেটেলির নাগেশ্বরী, কিলকোট, নাগরাকাটার ক্যারন ও ধরণীপুর চা বাগানে। বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা ও নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'কিস্তিতে দেওয়া এক জিনিস। একেবারে না দেওয়া আরেক জিনিস। যাঁদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস নিয়ে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য নেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'স্থানীয়ভাবে শ্রমিকরা যদি কোনও বোঝাপড়ার রাস্তায় হাঁটেন, সেটা একান্ত তাঁদের নিজস্ব বিষয়। সংগঠন এতে জড়িয়ে নেই।'

নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকদের মেটেলি থানায় জমায়েত।

কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার রাস্তায় যারা ঝুঁকছে সেইসব বাগান তথাকথিত 'রুগ্ন'। সেগুলির মধ্যে অনেকে শ্রম দপ্তরের কাছে নিজেদের আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কম হারের বোনাস মঞ্জুরের আবেদন করেছিল। যদিও শ্রম দপ্তর তাতে সাড়া দেয়নি। এদিকে, শ্রমিকরাও ২০ শতাংশের বোনাসের দাবিতে অনড়। পুজো যত এগিয়ে আসছে বিক্ষোভও ক্রমশ বাড়ছে ওইসব বাগানে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০ শতাংশ বোনাস হার অক্ষুণ্ণ রেখে, কিস্তিতে দেওয়ার কৌশল। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি বিধান সরকার বলেন, 'পুজোর আগে চামুর্চি চা বাগান খোলা নিয়ে শ্রম দপ্তরের তৎপরতা একই থাকবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

> কোথাও যদি শ্রমিক-মালিক সমঝোতার মাধ্যমে কিস্তির বোনাসের রফাসূত্র চূড়ান্ত হয়ে থাকে সেটা একান্ত তাঁদের বিষয়।
>
> **অমিতাংশু চক্রবর্তী**
> আইটিপিএ-র উপদেষ্টা

সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এদিন আবার আন্দোলন শুরু হয় মেরিকো গ্রুপের নাগেশ্বরী চা বাগানে। মঙ্গলবার সকালে গেট মিটিং হয়। এরপর শ্রমিকরা হেঁটে মেটেলি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বাগানের তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম ও পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি যৌথভাবে ওই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। ইতিমধ্যে মালিক কর্তৃপক্ষ ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার আর্জি জানিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে। তাতে নারাজ শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিক নেতা নির্মল ওরাওঁ, বন্ধু ওরাওঁ, গোবিন্দ হাজরা জানান, বাগানে যাতে কোনও অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে বিষয়ে মেটেলি থানার আইসি-কে জানানো হয়েছে। ২০ শতাংশ বোনাস না হলে লাগাতার আন্দোলন চলবে।

গ্রাসমোড় চা বাগানেও বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এদিন শ্রমিক-মালিক দু'পক্ষ বৈঠকের কথা থাকলেও তা হয়নি। শ্রমিক নেত্রী সুকুরমুণি ওরাওঁ বলেন, 'আগামী ১৮ তারিখ বৈঠক হওয়ার কথা। আমাদের দাবি, ২০ শতাংশ বোনাস।' গেট মিটিং হয়েছে ক্যারন, ধরণীপুরের মতো বাগানে। অন্যদিকে, যেসব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি সেখানে ২০ শতাংশ হারের বোনাসের দাবিতে মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ)।

বৃষ্টি বাড়বে ছয় জেলায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে নজর উত্তরের। মেঘ যত ঘনাচ্ছে, ততই যেন বাঙালির মন ভীত হয়ে উঠছে। পুজোয় বৃষ্টি হবে না তো, এখন এটাই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলায়। আবহাওয়া দপ্তরের 'নীরবতায়' সংশয়ী বাঙালি বুঝে উঠতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কী হবে! দুর্গাপুজো নিয়ে এখনই নির্দিষ্ট নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও, বর্ষার বিদায়ের যে দেরি আছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাওয়া অফিস। যা আরও ভয় ধরাচ্ছে উৎসব প্রিয় বাঙালির। আগামীর পূর্বাভাসে পরিষ্কার, জলে ভাসবে বিশ্বকর্মাপুজো। যে কারণে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাইরে উত্তরের ছয় জেলার ক্ষেত্রেই বুধবারের জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাতেই এমন সতর্কতা। মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তার পাশাপাশি পূর্ব বিহার থেকে পূর্ব ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত থাকায় এমন পরিস্থিতি বলে বক্তব্য আবহবিদদের। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগানের জন্য এই অঞ্চলে এখন নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কারও বিশ্বাস, এখন যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে পুজোর দিনগুলি মোটামুটি শুষ্ক থাকবে। নিজের মনকে অভয় দিতে তাঁরা বলছেন, 'স্টক তো শেষ হবেই'। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বিড়ম্বনায় পড়া অনেকেই আবার মনে করেন, 'আপাতত কয়েকদিন বৃষ্টি বিরতি প্রয়োজন। পরেরটা পরে বুঝে নেওয়া যাবে। এখন প্রাকপুজোর কাজগুলি তো নির্বিঘ্নে শেষ হোক।' সত্যিই তো, নাছোড় বৃষ্টি যদি যখন তখন হয়, তখন কে না আর বিরক্ত হয়। বিকেলের আকাশে ভরসা রেখে সন্ধ্যায় বের হতে যাওয়ার সময় হঠাৎই কোনওদিন বৃষ্টি নামছে, কোনওদিন আবার আকাশ ছেয়ে মেঘ থাকলেও, বৃষ্টি নামতে নামতে মধ্যরাত হচ্ছে। সন্ধ্যা-রাত নষ্ট হচ্ছে ঘরে বসে। বৃষ্টির এমন খামখেয়ালিপনায় যারপরনাই বিরক্ত মালদা থেকে কালিম্পং, দার্জিলিং থেকে কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের আট জেলা। আর এমন পরিস্থিতির জন্য পুজোর আবহাওয়া নিয়ে সংশয় বাড়ছে। সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় ১০ অক্টোবর। তার মধ্যে এবার পুজো সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। যে কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি জোরালো হচ্ছে আমজনতার মনে। তবে বৃষ্টি হবে অথবা উৎসবে আবহাওয়া মনোরম থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে আরও কয়েকদিন অপেক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহবিদরা।

জারি কমলা সতর্কতা

অন্যদিকে, বর্তমান আকাশের যা মতিগতি, তাতে বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিনও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আগামী রবিবার থেকে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টি শেষে মহালয়ার দিনটি ভালো পেতে পারে উত্তরবঙ্গ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবার মালদার বাইরে উত্তরবঙ্গের কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করেনি। কোচবিহার, শিলিগুড়ি তো ছিল ২৭-এর ঘরে।

হাতির স্নান দেখার সুযোগ ধূপঝোরায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে মূর্তি নদীতে কুনকি হাতির স্নানের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। তুলতে পারবেন ছবিও। শুধু ক্যাম্পের কটেজে থাকা পর্যটকরাই নন, ডে ভিজিট করতে আসা পর্যটকরাও সেই সুযোগ পাবেন। মাথাপিছু খরচ পড়বে ১৫০ টাকা। প্রতিদিন ২০ জন পর্যটককে এই সুযোগ দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গে একমাত্র ধূপঝোরাতেই কুনকি হাতিদের স্নান করানোর সময় পর্যটকদের উপস্থিতির অনুমোদন রয়েছে। বাম জমানা থেকে এই জায়গাতেই পর্যটকদের সুযোগ দেওয়া হত হাতিদের স্নান করানোর। হাতির গায়ে মাখানো যেত সাবান, করা যেত জলকেলি। কিন্তু জলদাপাড়া ও গরুমারায় মাহুতের উপর কুনকির আক্রমণের ঘটনার পর বন দপ্তর নড়েচড়ে বসে। কোভিড পরিস্থিতির আগেই হাতিকে স্নান করানোর সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল বন দপ্তর। তবে এবারের নিয়ম অনুযায়ী, হাতির ধারেকাছে ঘেঁষা যাবে না। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে শুধু স্নান করানো দেখা যাবে।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান, ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে হাতির স্নানের দৃশ্য পর্যটকদের উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চারটি কটেজের আবাসিক পর্যটকদের মধ্যে ১২ জনের টিকিটের কোটা আলাদা করে বাকি আটটি টিকিট বাইরের পর্যটকদের জন্য দেওয়া হবে। কটেজের আবাসিক কেউ টিকিট না কাটলে বাইরের পর্যটকদের জন্য সেক্ষেত্রে কোটা বাড়বে।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'জঙ্গল সাফারিতে অনেক সময় হাতির দেখা পান না পর্যটকরা। এক্ষেত্রে ধূপঝোরায় হাতিদের স্নান করানো অনেকেই দেখতে চাইবেন। বাইরের পর্যটকদের জন্য কোটা বাড়ানো হলে পর্যটন ব্যবসা গতি পাবে।'

শারদীয়ার আনন্দে।। হাতে কাশফুল নিয়ে উৎসবের মেজাজে ওরা। নদিয়ায় মঙ্গলবার। -পিটিআই

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন

প্রথম পাতার পর

চিকেন নেক সংলগ্ন এলাকায় প্রযুক্তি পরিকাঠামো তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও ওই সময় আলোচনা ও পরিকল্পনা করবেন সেনাকর্তারা। স্বদেশি প্রযুক্তি ও কাঠামোর মাধ্যমে কীভাবে চিকেন নেকের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা যায় সেই সংক্রান্ত প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে ইস্ট টেক-২০২৫'এ।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে স্থলবাহিনীর পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। সেখানে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করা হবে। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে থাকা হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাবে বায়ুসেনা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি দমনে সেনাবাহিনী যে আরও সক্রিয় হবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় তার আভাস মিলেছে। ইতিমধ্যেই সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পূর্ব ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ন্যাশনাল রেভলিউশনারি ফ্রন্ট অফ মণিপুর (এলএফআরএম)-এর তিন জঙ্গিকে। কংরা মারু হিল এলাকা থেকে ওই জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইনসাস রাইফেল, পিস্তল, গুলি সহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম। পশ্চিম ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রঞ্জিত সিং নামে কেওয়াইকেএল গ্রুপের এক জঙ্গিকে। তার কাছ থেকেও প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। কিডন্যাপ, টাকা জোগাড় করার দায়িত্বে ছিল রঞ্জিত। ওই জঙ্গির সঙ্গে খালিস্তান জঙ্গিদের যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে লিংকম্যান হিসাবে রঞ্জিত কাজ করতে পারে বলেও অনুমান তাঁদের। গত ২৪ ঘণ্টায় জিরিবাম এলাকায় অভিযান চালিয়েও প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস। সবমিলিয়ে মণিপুরে তেড়েফুঁড়ে নামতে চাইছেন সেনা জওয়ানরা।

আতঙ্কের শেষ কবে

প্রথম পাতার পর

সচেতনতা বৃদ্ধি বা বুনোদের ধরতে খাঁচা পাতা ছাড়া আর কি কোনও উপায় নেই?

এক বছরে ৫ নাবালকের মৃত্যুর পাশাপাশি বরাতজোরে বেঁচে ফেরা মানুষের কাহিনীও এই এলাকায় অজস্র। বনকর্তারা জানাচ্ছেন, মানুষ চিতাবাঘের কখনোই স্বাভাবিক শিকার নয়। তাহলে পরপর এমন হামলা কেন, তার জবাব হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বন্যপ্রাণ নিয়ে যাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন তাঁদের প্রত্যেকেই। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলছেন, 'অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তরের উচিত সুরাহার পথ খুঁজে বের করতে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া।' ডুয়ার্স জাগরণ নামে আরেকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'চিতাবাঘের স্বভাব ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে বলেই ধারণা। জলবায়ুর পরিবর্তন, খাদ্যের অপ্রতুলতার মতো নানা কারণ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। মানুষকে সামনে পেলেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এসব ঘটনা বদলাতে থাকা স্বভাবের কারণেই বলে মনে হচ্ছে। শিশুরা তাদের সফট টার্গেট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব নিয়ে নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানুষ-হাতির দ্বন্দ্বকেও যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সে মানুষ-চিতাবাঘের সংঘাত। একের পর এক শিশুমৃত্যু তো রয়েইছে। গত ১ মাসের কথাই যদি ধরা হয় তবে দেখা যাচ্ছে, গত ৩০ অগাস্ট মোগলকাটা চা বাগানে বাইকচালকের ওপর হামলা, ৩১ অগাস্ট গধেয়ারকুঠির দক্ষিণ গাড়িয়ালটারিতে জমিতে কর্মরত এক চাষির ওপর হামলার মতো অজস্র ঘটনা রয়েছে। নাগরাকাটা ও বানারহাট লাগোয়া ২০-২৫ বর্গকিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই বর্তমানে চিতাবাঘের উপদ্রব এত বেশি। তৃণমূল স্তরের বনকর্মীরাও স্বীকার করছেন, পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

টাওয়ারে স্বামী

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে হাইটেনশন টাওয়ারে উঠে পড়েন এক ব্যক্তি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগিরাপাড়া এলাকায়। এলাকাবাসীরা দেখতে পান টাওয়ারে উঠে এক ব্যক্তি চিৎকার করছেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে না এনে দিলে ওখান থেকে ঝাঁপ দেবেন। খবর দেওয়া হয় দমকল সহ কোতোয়ালি থানায়। পরবর্তীতে দমকলকর্মীদের বোঝানোতে নীচে নেমে আসেন ওই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ রসিদ। সম্প্রতি স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে।

স্কুল ছাত্রকে তুলে নিয়ে গেল বুনো

প্রথম পাতার পর

মা প্রমীলা রায় ওরাওঁ গৃহবধূ। ছেলের এমন পরিণতি দেখে হাসপাতালের বাইরে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলেন বাবা। কথা বলার মতো পরিস্থিতিতেও ছিলেন না। খেরকাটার সুরজ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দা বলেন, একের পর এক এরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বন দপ্তর শুধু সচেতন থাকতে বলছে। কয়েকটা খাঁচা পেতেই ওদের দায়িত্ব শেষ।

এর আগে গত বছর ১৯ অক্টোবর একইভাবে ওই গ্রাম থেকে সুশীলা গোয়ালা নামে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। এক কিলোমিটার দূরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। চলতি বছরের ২৭ অগাস্ট নাগরাকাটার আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়ি গ্রাম থেকে মহম্মদ করিমুল হক নামে এক নাবালককে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। তার আগে চলতি বছরেরই ১৮ জুলাই নাগরাকাটারই কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে তুলে নিয়ে যায় একটি বুনো।

বারবার এমন ঘটনায় ডুয়ার্সে চিতাবাঘ স্বভাব পরিবর্তন করে কোনও কারণে মানুষখেকো হয়ে উঠছে কি না, এমন প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। ঘটনাপরম্পরা দেখে চা বলয়ে চর্চায় ফিরে আসছে জিম করবেটের লেখা রুদ্রপ্রয়াগ বা কুমায়ুনের মানুষখেকো লেপার্ডের হাড়হিম করা কাহিনী।

গতবারের হারেই বোনাস

প্রথম পাতার পর

কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম বোনাস বৈঠকে ঐকমত্য হয়নি। গত বছর বটলিফে বোনাসের হার ছিল ১৫ শতাংশ। মালিকপক্ষ ওই হারই রেখে দেওয়ার কথা জানায়। শ্রমিক নেতারা ২০ শতাংশের হয়ে সওয়াল করেন। বটলিফ মালিকদের সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'বিশ্বকর্মাপুজোর পর দ্রুত আরেকটি বৈঠক ডেকে বোনাসের বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলা হবে। এদিন কিছু আলোচনা হয়েছে।' উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ৩০০ বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত অন্তত ২০ হাজার শ্রমিক।

এদিকে, আর একটি বোনাস বৈঠক রয়েছে আগামী ১৮ তারিখ। সেদিন ২৫ একরের বেশি আয়তনের প্রোজেক্ট বাগানগুলির শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছে আইটিপিএ-র স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরাম। ওই সব বাগানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। সেখানে বোনাস নির্ধারণ হবে গতবারের মজুরি ২১২ টাকার ওপর। ওই সংগঠনের তরফে শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছে ইতিমধ্যেই বাগানগুলির আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে বোনাসে ছাড় চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট

প্রথম পাতার পর

তিনি যখন উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ভোটে জিততে গুন্ডামির হুমকি দিলেন, তখন দক্ষিণপ্রান্তের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ভোটের পর দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

তৃণমূল ও বিজেপির দুই মন্ত্রীর এই দ্বৈরথ যেন ২০২৬-এর নির্বাচনে হিংসার বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল। কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলবার তৃণমূলের জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নন, নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করতে হয়, তা করার নিদান দেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও। তিনি বলেন, 'বুথকে সুরক্ষিত রেখে নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করার, করতে হবে। এর জন্য যদি আমাকে, উদয়নকে বিরোধীরা গুন্ডা বলেন, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অন্যদিকে, বংশীহারীতে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আমাদের কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন, তাঁদের ব্যবস্থা হবে। কীভাবে হবে, কবে এবং কোথায় হবে- তার সময়কাল দিন আমরা ঠিক করে ব্যবস্থা করব। তাতে আমাদের উপর যা মামলা হবে, তা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি হাইকোর্ট থেকে আমার পয়সায় উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করব। লড়াই করতে হবে। মার খাবেন না। মার খাওয়ার দিন শেষ।'

দুই প্রতিপক্ষের দুই মন্ত্রী ও এক সাংসদের এমন নিদানে মনে করা হচ্ছে, ভোটে দলীয় কর্মীদের হিংসার আশ্রয় নেওয়ার ইঙ্গিতই দেওয়া হল মন্ত্রীদের ভাষণে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী অবশ্য শুধু গুন্ডামির হুমকিতেই থামেননি। তাঁর সংযোজন, 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, দুটো রাস্তা থাকবে। যদি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথি করি। আর যদি মনে করি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তাহলে একেবারে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে অপারেশন। মাঝখানে আর কোনও কিছু নাই।'

যদিও পরে উদয়ন ব্যাখ্যা দেন, 'গুন্ডামি বলতে মারপিট বা সেসব বলতে চাওয়া হয়নি। গুন্ডামি বলতে নির্বাচনে জেতার জন্য কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে।' অন্যদিকে সুকান্তর আস্ফালনের জবাবে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বক্তব্য, 'বলার কিছু নাই, কে কাকে প্যাকেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেয় বিধানসভা ভোটে দেখা যাবে।'

সুভাষের কথায়, 'বিজেপি আগে ভাবুক যে বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে তারা। সুকান্তবাবুকে এবার পেছনে ফেলতে পারব। আমাদের মারপিটের হুমকি ও ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।' দু'সপ্তাহ আগে একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়কে দেখতে গিয়ে বংশীহারীতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে এসব ভাষণ দেন।

(তথ্য সহায়তা : গৌরহরি দাস, অনুপ মণ্ডল ও রাজু হালদার)

উমার কাছে বিচার চায়

প্রথম পাতার পর

অন্য বছর পুজো আসার আগে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পোশাকের তালিকা তৈরি করে রাখতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ে নিহত পড়ুয়া। পুজোয় তিনি বাড়িতে গেলে শোরগোল পড়ে যেত। এখন রং চটে যাওয়া বাড়ির দেওয়ালের মতো সেই স্মৃতিগুলি আছে বটে, তবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দু'দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ওই বাড়ির বাসিন্দা পড়ুয়ার। তাঁর বাবার গলায় প্রার্থনা, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, ওই অসুরগুলোর যাতে বিনাশ হয়। পুজো এলে ছেলেটা কত খুশি হত। ভাইয়ের সঙ্গে পছন্দ করে জামাকাপড় কিনত। ওর মা এখন আর কথা বলে না। ওর ভাইও আর নতুন পোশাকের জন্য আবদার করে না।'

সন্তানের কাঁধে চেপে বাবা-মায়ের শেষ বিদায় স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানের শব কাঁধে নেওয়ার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী পাটুলির বিতান অধিকারীর পরিবার। চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামে জঙ্গি হামলায় স্ত্রী-সন্তানের সামনে মৃত্যু হয়েছিল বিতানের। কান্না জড়ানো গলায় তাঁর মা বলেন, 'আমার সন্তান যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক। ও যেন শান্তি পায়।'

বিতানের পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলেছিল তাঁর স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর দিকে। কেমন আছেন তিনি? বিতানের ভায়রাভাই কীর্তি ফার্মার বলেন, 'সোহিনী এখনও কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। ছোট সন্তানকে নিয়ে কোনওভাবে দিন কাটাচ্ছে। ওর কাছে উৎসব বলে আর কিছু নেই। বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানেও আর যোগ দেয় না।'

পহলগামের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল বেহালার সমীর গুহরও। তাঁর স্ত্রী শবরী গুহর জীবনটাই যেন অর্থহীন হয়ে উঠেছে। হতাশার সুরে শবরী বলেন, 'এত বছরের বৈবাহিক জীবনে পুজোয় অনেক সুমধুর স্মৃতি। মেয়েকে নিয়ে কত আনন্দ করত। মেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। পুজো আসছে। কিন্তু আমাদের পরিবারে সেই উচ্ছ্বাসটাই আর নেই।'

শারদীয়ার আগমনে জাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ আর থাকে না। পহলগামে নিহত জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারও পুজোর আনন্দে শামিল হত। তাঁর কাকা সানাউল্লা শেখ বলেন, 'পুজোর সময় ঝন্টু বাড়ি ফিরলে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দিত। পুজোয় নিয়ে বেরোত। এবছর আর কিছুই হবে না।'

যুবরাজ, উথাপ্পাকেও ইডির সমন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়নার পর এবার ইডির নজরে যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাও। নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে বিশ্বজয়ী দুই ক্রিকেটারকে সমন ধরাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ

(ইডি)। যুবরাজ-উথাপ্পার সঙ্গে এদিন সমন পাঠানো হয়েছে বলিউড তারকা সোনু সুদকেও।

ইডি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বেটিং প্ল্যাটফর্মের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য রেকর্ড করতে বলা হয়েছে যুবরাজ ও উথাপ্পাকে। নির্দেশমাফিক ২৩ সেপ্টেম্বর নিজের বক্তব্য ইডির সামনে জানাবেন যুবরাজ। তার আগের দিন ইডি দপ্তরে দেখা করবেন উথাপ্পা। ইতিমধ্যেই গত জুনে ইডি দপ্তরে দেখা করেছিলেন যুবরাজ। বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ফের তলব।

ফের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে মান্ধানা

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে মহিলাদের ওডিআই ব্যাটারদের শীর্ষস্থানে ফিরলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা।

গত রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬৩ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মান্ধানা। তারই পুরস্কার পেলেন এই তারকা ব্যাটার। ৭৩৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের ন্যাট স্কিভার-ব্রান্টকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করলেন মান্ধানা।

গত জুলাই মাসেও আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ছিলেন মান্ধানা। কিন্তু তাঁকে টপকে যান ব্রান্ট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন ভারতের এই বাঁহাতি তারকা। চলতি মাসের শেষেই দেশের মাটিতে শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে মান্ধানার এই পারফরমেন্স ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে।

তবে মান্ধানা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে হরমনপ্রীত কাউর ও জেমিমা রডরিগেজের। হরমনপ্রীত একধাপ নেমে দ্বাদশ স্থানে এবং জেমিমা দুই ধাপ নেমে পঞ্চদশ স্থানে রয়েছেন। বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে সাঁইত্রিশতম স্থানে রয়েছেন।

মালদ্বীপকে ছয় গোল ভারতের

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বড় জয় ভারতের। তারা মালদ্বীপকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে। গাংতে জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি করেন আজিম পারভেজ, হৃষিকেশ মানাভাতি, কামগৌহাউ ডংগেল ও গুনলেইবা। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ভুটানের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : জিসিএ রিলায়েন্স অনূর্ধ্ব-১৯ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। গুজরাটের বিরুদ্ধে তিনদিনের ম্যাচের আজ ছিল শেষ দিন। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার পাশে ক্রিকেটের সব বিভাগে বিপক্ষ গুজরাটকে টেক্কা দিয়ে খেতাব জিতে নিল অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল। প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে একদিকে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল যেমন দারুণভাবে তাদের প্রস্তুতি শেষ করল। তেমনই খেতাব জিতে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্যও পেল টিম বাংলা। কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির কোচিংয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে।

অভিষেকের ৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রনজি অভিযান শুরুর আগে আপাতত কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রাক মরশুম অনুশীলন ম্যাচে ডুবে রয়েছে বাংলা দল। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে চলতি অনুশীলন ম্যাচে আজ ব্যাট হাতে নজর কাড়লেন অভিষেক পোড়েল। অপরাজিত ৮২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন তিনি। অভিষেকের ব্যাটে ভর দিয়ে বাংলার রান পৌঁছে যায় ২৫৫/৬ স্কোরে। অভিষেক ছাড়াও ব্যাট হাতে বাংলার হয়ে রান করেছেন কাজি জুনেইদ সইফি (৫৮), অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৪) ও বিশাল ভাটি (২৩)।

পাকিস্তানের সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটে নয়া সংকট

ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে পিসিবি-র দাবি খারিজ

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভাঙব তবু মচকাব না!

হ্যান্ডশেক বিতর্কে মুখ বাঁচাতে সেই পথই বেছে নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গতকাল হুমকি দিয়েছিল ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে না সরালে টুর্নামেন্ট বয়কটের পথে হাঁটবে তারা। যদিও আইসিসি-র তরফে সেই দাবি খারিজ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢালল পাকিস্তান।

সুপার ফোরে পৌঁছোতে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। জিততে হবে পরিস্থিতি। ম্যাচ বয়কট মানে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া। আমিরশাহি পৌঁছে যাবে পরবর্তী পর্বে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের সিদ্ধান্তে টুর্নামেন্ট ঘিরে সিঁদুরে মেঘ। উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কটের আশঙ্কাও।

আইসিসি-র কাছে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানায় পাকিস্তান। দাবি, টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করার কথা পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে নাকি পাইক্রফটই বলেছেন। যা আইসিসি, এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে ম্যাচ রেফারিকে ছাঁটাই করতে হবে। সঙ্গে টুর্নামেন্ট বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকিও। যদিও জয় শা-র আইসিসি পত্রপাঠ যে দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আইসিসি-র এক আধিকারিক জানান, হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাইক্রফটের কোনও ভূমিকা নেই। ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন নেই।

হুমকি থাকলেও বয়কটের পথে হাঁটা সম্ভব নয় মহসিন নকভিদের। টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়ার পাশাপাশি থাকবে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কাও। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব

- ■ ম্যাচ বয়কট করলে এশিয়া কাপ খেলার সুবাদে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়া হবে।
- ■ থাকছে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা।
- ■ আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।
- ■ হ্যান্ডশেক বিতর্কে রশিদ লতিফের অভিযোগ, অযথা ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে জলঘোলা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই ধরনের অভিযোগ করতে যে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি, তা নেই।

নয়। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পিসিবি-র এক আধিকারিক বলেছেন, 'এশিয়া কাপ বয়কটের সম্ভাবনা কার্যত নেই। কারণ বয়কট করলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, পাক বোর্ডের পক্ষে তা সামলানো সহজ নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় বিভিন্ন স্টেডিয়ামের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল অর্থ ব্যয় করে বসে আছে। এরপর আইসিসি-র শাস্তি বা নতুন আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব পিসিবি-র।'

ভারত জোড়া জয়ের সুবাদে ইতিমধ্যে সুপার ফোরে জায়গা করে নিয়েছে। পাকিস্তান বুধবার আমিরশাহিকে হারালে শেষ চারে জায়গা করে নেবে। সেক্ষেত্রে রবিবার ফের ভারত-পাক মহারণের হাতছানি। সমালোচকদের দাবি, বাইশ গজে আরও বড় লজ্জা এড়াতেই নাকি বয়কটের নাটক করছে পাকিস্তান! তবে পাকিস্তান দলের মতো পাক বোর্ডও আনপ্রেডিক্টেবল। কখন কী করবে, বলা মুশকিল। বল আপাতত পিসিবি-র কোর্টে। টুর্নামেন্ট বয়কটের মতো সাহস আদৌ পাকিস্তান দেখাতে পারে কি না, উত্তর সময়ের হাতে।

এদিকে রশিদ লতিফ আবার হ্যান্ডশেক বিতর্কে পিসিবি-কে একহাত নিয়েছেন। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের যুক্তি, যে বিষয় নিয়ে সরব হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের, তার বদলে ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে অযথা জলঘোলা করা হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ করতে হলে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি। কিন্তু তা নেই। তুলনায় ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে সেনাবাহিনী নিয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত ছিল।

অন্যদিকে সলমনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন পাক পেসার মহম্মদ আমির। সমালোচকদের একহাত নিয়ে আমিরের যুক্তি, নতুন দল। বেশিরভাগ ক্রিকেটার সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছেন। পাঁচ-ছয় বছর ধরে যে খেলছেন, এমন নয়। অথচ, অনেকে তা বুঝতে চেষ্টা করেন না। অপেক্ষায় থাকেন হারলেই সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করার জন্য।

ইচ্ছাকৃত ভুলে সূর্যকে 'গালি' ইউসুফের

বিষাক্ত, ধর্মের তাস খেলে মোদি সরকার : আফ্রিদি

লাহোর, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় দ্বৈরথ ঘিরে দুই দেশের মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে। ম্যাচের ফলাফল পিছনে ফেলে তুফান তুলছে হ্যান্ডশেক বিতর্ক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সুরে সুর মিলিয়ে সেদেশের প্রাক্তনরাও গোলাগুলি চালাচ্ছেন ওয়াঘার ওপার থেকে। ক্রিকেট ঘিরে চাপানউতোরের মধ্যেই শাহিদ আফ্রিদির নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বর্তমান ভারত সরকার।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত নেতিবাচক, বিষাক্ত মানসিকতার। ভারতের বর্তমান শাসকদল সবসময় ধর্মের তাস খেলে। ওই ভাবেই ক্ষমতায় টিকে আছে। যতদিন মোদি সরকার ভারতে ক্ষমতায় থাকবে, এই সবই চলতে থাকবে। তুলনায় রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক মানসিকতার। আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

পাকিস্তানের এক চ্যানেলে আফ্রিদি বলেছেন, 'আগেও বারবার বলেছি। আবারও বলছি, ভারতের বর্তমান সরকার সবসময় ধর্মের তাস খেলে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কার্ড খেলে ক্ষমতায় এসেছে। অত্যন্ত বিষাক্ত মানসিকতা। এর পাশে রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক। আলোচনায় বিশ্বাসী। সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারেন। কথা বলে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা রাখেন।'

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যকুমার যাদবকে কাঠগড়ায় তুলতে আবার রাজি নন আফ্রিদি। তাঁর মতে, ভারতীয় বোর্ডের হয়তো নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছেন সূর্যরা। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারী অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনের সময় সলমন আলি আঘা এবং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সূর্য। তাই ম্যাচে হ্যান্ডশেক না করার মধ্যে অন্যরকম গল্প রয়েছে।

আফ্রিদির অভিযোগ, 'টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান

> টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। -শাহিদ আফ্রিদি

ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। ক্রিকেটাররা দেশের দূত। তাদের এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে না ফেলা উচিত। আমি অন্তত কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারকে দোষ দিতে রাজি নই।'

আফ্রিদি যখন ক্লিনচিট দিচ্ছেন, তখন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ মহম্মদ ইউসুফের আক্রমণের মুখে সূর্যকুমার যাদব। টিভি শো-এ প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বারবার সূর্যকে 'শুয়োর' বলে বিদ্রুপ করেছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বারবার সংশোধন করে ভারত অধিনায়কের নাম 'সূর্য' বলে মনে করিয়ে দিলেও সংশোধন করেননি ইউসুফ। সূর্যকুমারকে কখনও 'শুয়োর কুমার', কখনও 'শুয়ার কুমার যাদব' বলে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন, ভারত নাকি আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিকে কিনে নিয়ে পাকিস্তানের ওপর মানসিক 'অত্যাচার' চালিয়েছে। যেভাবে জিতেছে, যা করেছে, তাতে ভারতের লজ্জা হওয়া উচিত।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে তোপ সানির

মুম্বই, পাঞ্জাবও হারাবে পাকিস্তানকে : ইরফান

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের 'বি' টিমও হারাবে।

রবিবারের ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের একাংশ হুংকার ছেড়েছিলেন। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের হাতে লজ্জার হারে পাকিস্তান প্রমাণ করেছে, কিছু ভুল বলেননি প্রাক্তন ভারতীয় তারকারা। এবার এক ধাপ এগিয়ে সলমন আঘার পাক ব্রিগেডকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ইরফান পাঠানের। দাবি, মুম্বই, পাঞ্জাবের মতো ভারতের আঞ্চলিক দলগুলির কাছেও হারবে পাকিস্তান!

রবিবার দুবাইয়ের মহারণে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭/৯ স্কোরে আটকে যায় পাকিস্তান। জবাবে ১৬ ওভারের মধ্যে মাত্র তিন উইকেট খুইয়ে জয় সুনিশ্চিত করে নেয় ভারত। হ্যান্ডশেক বিতর্কে বাইশ গজে ভারতের দাপটের যে কাহিনী ঢাকা পড়ে গিয়েছে অনেকটা। পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কট, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ছাঁটাইয়ের দাবি ঘিরে তুলকালাম ক্রিকেট মহল।

তার মাঝেই ইরফান তুলোধোনা করলেন পাকিস্তান দলকে নিয়ে। দাবি করেন, 'যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের ঘরোয়া দলগুলিও কি হারাতে পারবে পাকিস্তানকে? আমার উত্তর হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত মুম্বই হারাবে ওদের। পাঞ্জাবও হারাতে পারে। আইপিএলের একাধিক দলও পাকিস্তানকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।'

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের কথায়, টসের পর প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া থেকে টিম কম্বিনেশন, ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত পাকিস্তান আগাগোড়া ব্যাকফুটে, ভুলের পাহাড়ে চাপা পড়েছে। পেসার সংখ্যা কমিয়ে অতিরিক্ত স্পিন নির্ভর বোলিং আক্রমণ নামিয়েছিল। কিন্তু সেই পাক-চাল ধোপে টেকেনি। কোনও তফাত গড়তে পারেননি পাক স্পিনাররা। বিন্দুমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি। এরপরই তীর্যক মন্তব্য, এর চেয়ে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললে ভালো অনুশীলন হত সূর্যদের!

হ্যান্ডশেক বিতর্ককে অজুহাত করে পাকিস্তান অধিনায়কের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে তোপ দাগলেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, হার নিয়ে সলমন আঘার 'অজুহাত' শুনতে কে চায়? তার চেয়ে জয়ী অধিনায়ক (সূর্যকুমার যাদব) কী বলেন, সেটা নিয়েই অনেক বেশি উৎসাহ থাকে। তাই সলমনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে থাকা, না-থাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যদের পাশেও দাঁড়ালেন গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, কে হাত মেলাবে, কে মেলাবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাঠে কী হয়েছে, কেন এরকম পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় দল, তিনি অবহিত নন। তবে এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করে ক্রিকেটারদের ওপর। হ্যান্ডশেক করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

পাকিস্তান ম্যাচ জিতে ফুরফুরে মেজাজে সমুদ্রে স্পিডবোট চালালেন অভিষেক শর্মা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে মহম্মদ সালাহ, আলেকজান্ডার ইশাকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ বায়ার্নের সামনে চেলসি

মিউনিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : টানা তিন ম্যাচে জয়। যথারীতি বুন্দেশলিগায় নিজেদের দাপট দেখানো শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ।

বুধবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করছে বায়ার্ন। প্রতিপক্ষ সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপজয়ী চেলসি। ২০২৩ সালের পর ফের 'ব্লুজ' ব্রিগেড চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরত এসেছে। সুতরাং ম্যাচটা বেশ কঠিন হতে চলেছে বায়ার্নের কাছে। দলের ডিফেন্ডার জোনাথন তাহ বলেছেন, 'চেলসি দুর্দান্ত দল। ওরা সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছে। দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে।'

বায়ার্নকে কিন্তু বাড়তি সমীহ করছে চেলসি। তাদের অধিনায়ক রিস জেমস বলেছেন, 'আমরা দুই মরশুম পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে এসেছি। বায়ার্ন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে।'

এদিকে, লিভারপুল খেলবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম চার ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় আর্নে স্লটের ছেলেরা। তবে প্রতিপক্ষ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কিন্তু খুব একটা সুবিধার জায়গায় নেই। একে তো লা লিগায় ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে একাদশতম স্থানে রয়েছে। তার ওপর লিভারপুল ম্যাচের আগে চোট-আঘাত বাড়তি চিন্তায় ফেলেছে তাদের। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজকে পাচ্ছে না অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এছাড়াও থিয়াগো আলমাদা, হোসে জিমেনেজরা চোটের কবলে রয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ মুখোমুখি হবে ইতালিয়ান ক্লাব আটলান্টার। চোট সারিয়ে এই ম্যাচে ফিরতে পারেন ওসমানে ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ে। শুরুতেই সহজ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে মরিয়া পিএসজি। কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স জেতার সেই খেতাব ধরে রাখা খুব কঠিন। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেতাব ধরে রাখার চেষ্টা করব। টানা দ্বিতীয়বার ইউরোপ সেরা হয়ে ইতিহাস গড়তে চাই।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অলিম্পিয়াকোস বনাম পাফোস
স্লাভিয়া প্রাহা বনাম বোডো/গ্লিম্স্ট
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম চেলসি
লিভারপুল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম আটালান্টা
আয়াখস আমস্টারডাম বনাম ইন্টার মিলান
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

বাউন্সি পিচে চুটিয়ে অনুশীলন রোহিতের

বেঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর : পিচে বাউন্স। আর সেই বাউন্সি পিচেই চলছে অনুশীলন।

দুবাইয়ে এশিয়া কাপে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন রোহিত শর্মা। আগামী অক্টোবরে ভারতীয় দলের সাদা বলের সিরিজ রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই সিরিজের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন রোহিত ও বিরাট কোহলি।

২০২৪ সালে কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পর একসঙ্গে টি২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আগে রোহিত-বিরাটরা টেস্ট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন এখন একটাই, একদিনের ক্রিকেটে আর কতদিন দেখা যাবে রো-বি জুটিকে? জবাব স্পষ্ট নয়। তবে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের অন্দরের খবর, অক্টোবরে স্যর ডনের দেশে আসন্ন একদিনের সিরিজের পরই বিরাট-রোহিত অবসর ঘোষণা করবেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো বাউন্সি পিচ বানিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন হিটম্যান। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রোহিত বেশ ভালো ছন্দেই রয়েছেন। আগামী ৭-১০ দিন সেখানেই অনুশীলন চালিয়ে যাবেন তিনি। রোহিতের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন মুম্বইয়ের সরফরাজ খানও। রোহিত-সরফরাজের ছবি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল।

অনুশীলনের ফাঁকে সরফরাজ খানকে পরামর্শ রোহিত শর্মার।

কনস্টাসের শতরান, হর্ষের ৩ শিকার

লখনউ, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথম বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনের পর ভালো জায়গায় অস্ট্রেলিয়া 'এ'। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনের পর অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৩৩৭/৫। সৌজন্যে ১৯ বছরের অজি ওপেনার স্যাম কনস্টাস। ১৪৪ বলে ১০৯ রানের ইনিংসে অজিদের ভিত গড়ে দেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনিং সঙ্গী ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে (৮৮)। ওপেনিং জুটিতে তাঁরা ১৯৮ রান যোগ করেন।

এরপর দ্রুত ৩ উইকেট তুলে ভারতীয় 'এ' দলকে ম্যাচে ফেরান হর্ষ দুবে (৮৮/৩) ও খলিল আহমেদ (৪৬/১)। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে কুপার কনোলি (৭০) ও লিয়াম স্কটের (৪৭) জুটিতে চালকের আসনে পৌঁছে যায় অজিরা।

শতরানের পর উচ্ছ্বাস স্যাম কনস্টাসের। লখনউয়ে মঙ্গলবার।

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারসাম্য চায় উয়েফা ও ফিফপ্রো

জুরিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঠাসা ক্রীড়াসূচি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। ফলে ফুটবলারদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়ছে দলগুলির। ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এই বিষয়টি বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক প্রকাশ্যেই সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর দাবি, ঠাসা ক্রীড়াসূচির কারণে লামিনে ইয়ামালকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। পিএসজিও অভিযোগ করেছিল, ওসমান ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মেডিকেল টিম ক্লাবের পরামর্শ শোনেনি। সম্প্রতি উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার কেফেরিন ও ফিফপ্রো ইউরোপ সভাপতি ডেভিড টেরিয়ার এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পরে কেফেরিন বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ফিফপ্রোর সঙ্গে একযোগে আমরা কাজ করব। জাতীয় দলগুলি ইউরোপীয় ফুটবলের স্তম্ভ। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।'

সেরা পারফরমেন্সেও ষষ্ঠ সরবেশ

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

টোকিও, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফাইনালে উঠে প্রত্যাশার পারদ অনেকটাই চড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফাইনালেও নিজেও সেরা পারফরমেন্স করলেন। তারপরও চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের হাইজাম্পে ষষ্ঠ স্থানে থামতে হল ভারতের সরবেশ কুশারেকে।

মঙ্গলবার ফাইনালের শুরুটা ৩০ বছরের কুশারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টায় ২.২০ মিটারের লক্ষ্যমাত্রা সহজেই টপকে যান। পরবর্তী উচ্চতা ছিল ২.২৪ মিটার। যা দ্বিতীয়বারে পেরোতে সক্ষম হন কুশারে। সেই সময় তিনি যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মঙ্গলবারের আগে কুশারের ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স ছিল ২.২৬ মিটার। ফলে আরও গোটা দুয়েক ভালো লাফ তাঁকে প্রথম দুইয়ে নিয়ে আসতেই পারত। আশায় বুক বেঁধেছিল আসমুদ্রহিমাচলও। চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি নাসিকের চাষির ছেলে সরবেশ। কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্সে ২.২৮ মিটার লাফিয়ে সরবেশের 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ কি জয়' চিৎকার দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ২.৩১ মিটারের গণ্ডি তিনি টপকাতে পারেননি। সঙ্গে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নিউজিল্যান্ডের হামিশ কের (২.৩৬ মিটার, চ্যাম্পিয়ন), কোরিয়ার সাংইয়েক উ (২.৩৪ মিটার, দ্বিতীয়), চেক প্রজাতন্ত্রের জান স্টেফেলা (২.৩১ মিটার, তৃতীয়) নিজেদের আলাদা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় ছয় নম্বরে থামতে হয় সরবেশকে।

এশিয়া কাপের মাঝে নয়া স্পনসর সূর্যদের

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষার পালা শেষ। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির নয়া স্পনসর পেয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ড্রিম ইলেভেনের পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ বিকেলে সরকারিভাবে এই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, নয়া স্পনসরের সঙ্গে বোর্ডের আড়াই বছরের চুক্তি। মোট ৫৭৯ কোটি টাকার বিনিময়ে ২০২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার জার্সির মূল স্পনসর হিসেবে দেখা যাবে অ্যাপোলো টায়ার্সকে। চলতি এশিয়া কাপের আসরে শনিবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। সেই ম্যাচ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে কি না, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অক্টোবরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে।

ওমান ম্যাচের অনুশীলন শুরু

নয়া স্পনসরের দৌড়ে অ্যাপোলো টায়ার্স ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থার নাম ছিল। সবার থেকে বেশি পরিমাণ অর্থের বিড করে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে ফেলল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের এক কর্তার কথায়, 'নয়া স্পনসরকে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বাগত। এই চুক্তির ফলে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আয় করব আমরা। যা ভারতীয় ক্রিকেটকে নয়া দিশা দিতে পারবে।' এমন একটা দিনে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের আগমন হল, যখন ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাক মহারণের পরবর্তী পর্বে 'যুদ্ধের' পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ পাকিস্তান ম্যাচের টসের সময় ও খেলার শেষে করমর্দন না করার সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সূর্যকুমার যাদবরা যা করেছেন ঠিক করেছেন।

পহলগাম জঙ্গিহানার ঘটনা ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের এমনিতেই ঘরে-বাইরে মুখ পুড়েছে। এবার সেই একই অবস্থা হয়েছে বাইশ গজেও। একে তো জঘন্যভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারতে হয়েছে। উপরি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের তরফে শাহিন শা আফ্রিদিদের সঙ্গে হাত না মেলানোর ধাক্কায় বেসামাল পাকিস্তান। প্রতিবেশী দেশ বুঝতেই পারছে না তারা কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করবে। কীভাবে লজ্জা ঢাকবে। তার মধ্যেই কাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে 'প্রতিবাদ' জানিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াঘা সীমান্তের ওপারের ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।

যার প্রমাণ আজ বিসিসিআইয়ের মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন করেননি শুভমান গিলরা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিসিসিআই এমন ঘটনার সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি না দিলেও সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা নাম না লেখার শর্তে বলেছেন, 'ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কী-ই বা এসে যায়।'

হ্যান্ডশেক বিতর্কে নীরবতা ভেঙে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'ভারত একতরফা আধিপত্য রেখে ম্যাচ জিতেছে। বাইরের কোনও কথায় কান না দিয়ে আমরা এই সাফল্য আপাতত উপভোগ করছি। অন্য দেশ কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। আশা করি, টুর্নামেন্টে দলের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।'

টিম ইন্ডিয়ার পাশে বোর্ডের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আজ অতীত ভুলে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ইতিমধ্যেই সুপার ফোরে পৌঁছে যাওয়া সূর্যকুমারদের জন্য ওমান ম্যাচ আদতে নিয়মরক্ষার হলেও জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

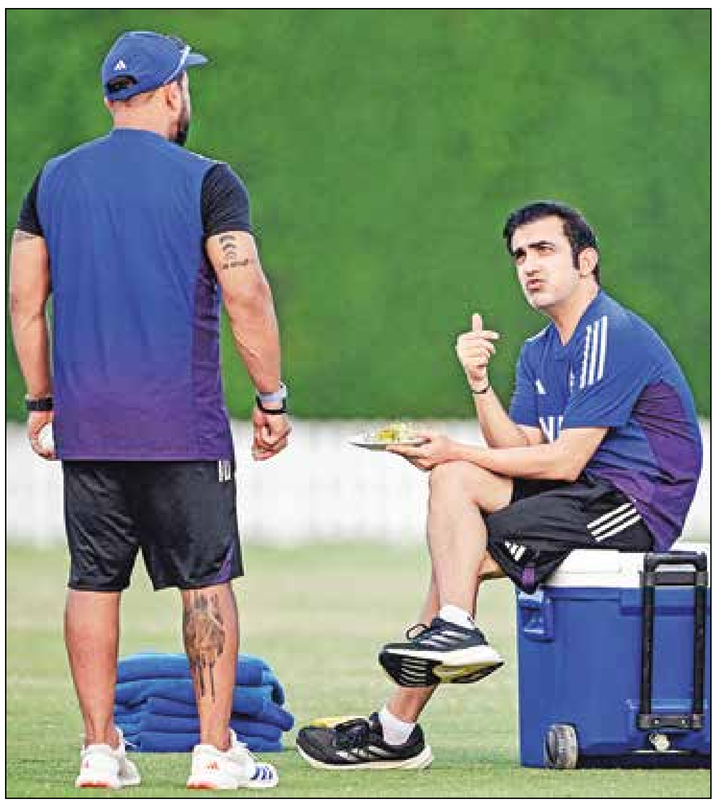
দলের অনুশীলনের ফাঁকে ফলাহারে কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কীই বা এসে যায়। -বিসিসিআই কর্তা

অগোছাল ফুটবল খেলে হার বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
আহল এফকে-১ (আনায়েভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খালিদ জামিলের দলের কাছ থেকে মধ্যে এশিয়ার দলগুলির বিপক্ষে ভালো খেলা থেকে প্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের খেলায় ভারতীয় দলের লড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না।

ডুরান্ড আয়োজকদের চাপে রাখতে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি দেরিতে শুরু করা, জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার না ছাড়ার মতো অন্যায়ের ফল এদিন তুর্কমেনিস্তান লিগের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল আহল এফকে-র বিপক্ষে হাতেনাতে পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। 'গো ব্যাক' ধ্বনি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা শুনলেন বটে, তবে তিনি নয় এইসবের জন্য ম্যানেজমেন্ট দায়ী সবথেকে বেশি। ঘরের মাঠে গ্রুপের দুর্বলতম দলের বিপক্ষে ০-১ হারটা লজ্জাজনক ভারতের ডাবল চ্যাম্পিয়নদের (লিগ-শিল্ড ও কাপজয়ী) পক্ষে। এখনও একজন ফুটবলারও পুরোপুরি তৈরি নন। তাছাড়া মোলিনার ভাবনাচিন্তার মাথামুণ্ডুও বোঝা যাচ্ছে না। নাহলে হঠাৎই অভিষেক সিং টেকচামকে বসিয়ে কেনই বা সদ্য চোট থেকে ওঠা শুভাশিস বসুকে নামাতে গেলেন? শুভাশিস নামার পরই ৮৩ মিনিটে গোলটা খেল মোহনবাগান। হাকমুহাম্মেদ বাসিমভের বাড়ানো বল ধরে আনায়েভের শট বিশাল কেইথকে এড়িয়ে গোলে ঢুকে যাওয়ার সময়ে তিনি তো বটেই বাকি ডিফেন্সও দর্শক। সুপারসাব এনভের আনায়েভ গত বছর এফসি আর্কাদাগের হয়ে খেলে গিয়েছেন কলকাতায়। এদিন গোটা ম্যাচেই মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে ফিটনেসের অভাব দেখা গিয়েছে।

এই গোলের দুই মিনিট আগেই আরও একটা সুযোগ ছিল আহলের। যা বাঁচান বিশাল। মোহনবাগানের প্রথম সুযোগ ৬৮ মিনিটে। পরিবর্ত অনিরুদ্ধ থাপার থ্রু ধরে জেসন কামিন্স কেন যে নিজে গোলে শট না নিয়ে ডানদিকে জেমি ম্যাকলারেনকে বল ঠেলে দিলেন, বহুকাল মোহনবাগানিদের মনে সেই প্রশ্ন থাকবে। কামিন্স অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন গোল করার জন্য। ওটাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রথম গোলমুখী সফল আক্রমণ। ৮২ মিনিটে রবসন রোবিনহোর তোলা বল ধরে সাহাল আব্দুল সামাদেরও একহাত দূর থেকে বাইরে মারার ব্যাখ্যা নেই। গোটা প্রথমার্ধটা নিজেদের ফর্ম হাতড়ে বেরিয়েছে মোলিনার দল। ফিটনেসে পিছিয়ে বলেই রবসন, ম্যাকলারেনদের এত পরে নামালেন যে ততক্ষণে আহল চেপে বসেছে।

প্রতিপক্ষ আহল একেবারেই টেকনিকালি আহামরি নয়। যদিও ফুটবলাররা প্রত্যেকেই শারীরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিসম্পন্ন। এদিন সামনে একা কামিন্সকে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সামাদকে দিয়ে শুরু করান মোলিনা। প্রথমার্ধে সেই অর্থে মোহনবাগানের একটাও সুযোগ নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কিয়ান নাসিরি কী লিস্টন কোলাসোরা প্রতিপক্ষ বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও ডিফেন্সের ভিড়ে আটকে গিয়েছেন গোল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই। তবে বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে বাঁদিক থেকে বক্সে দুর্দান্ত ঢুকে পড়েও ভালো জায়গায় থাকা কামিন্সকে ঠিকঠাক মাইনাস না করতে পারাটা আপুইয়ার ভুল। প্রথমার্ধে আহল গোলরক্ষক বেরদিয়েভ নিশ্চিন্তেই কাটালেন পুরো সময়টা। এই অর্থে আহল একটা গোলও প্রায় করে ফেলেছিল। ৩২ মিনিটে বাসিমভের শট গোলের দিকে যাওয়ার সময়ে কাকাগেলদি বেরেনভের পা ছুঁয়ে পোস্টে লেগে বেরিয়ে আসে। ৫৭ মিনিটে বেরেনভের দূরপাল্লার শট ভালো বাঁচান বিশাল।

মোহনবাগান আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি-র বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। যা হয়তো সমর্থকদের পুজোর আনন্দ মাটি করে দিতে চলেছে।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, টম, আলবার্তো, অভিষেক (শুভাশিস), কিয়ান (ম্যাকলারেন), দীপক (থাপা), আপুইয়া, লিস্টন (রবসন), সাহাল ও কামিন্স।

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে কাজে এল না বিশাল কেইথের লড়াই। মঙ্গলবার।

এশিয়া কাপে টিকে রইল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-১৫৪/৫
আফগানিস্তান-১৪৬

আবু ধাবি, ১৬ সেপ্টেম্বর : উত্তেজক ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৮ রানে জয় বাংলাদেশের। ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি' থেকে তারা সুপার ফোরে যাওয়ার দৌড়ে টিকে থাকল। মঙ্গলবার হেরে গেলেও শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জিততে পারলে সম্ভাবনা থাকবে আফগানদেরও।

বাদামি ঘাসের সঙ্গে ব্যাটিং ক্রিজের আশপাশে ছোপ ছোপ দাগ। শুকনো বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাটিং করার সুযোগটা নিতে ভুল করেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। প্রথম ওভারেই ফজলহক ফারুকির বলে শূন্য রানে থাকা সইফ হাসানের ক্যাচ মিস করে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের উপহার। পাওয়ার প্লে-তে যা ভালোই কাজে লাগিয়েছেন বাংলাদেশের ওপেনাররা। বিশেষ করে তানজিদ হাসানের (৩১ বলে ৫২) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে প্রথম ৬ ওভারে ৫৯ রানে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। শেষপর্যন্ত রশিদ খান এসে সইফকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙলেও টাইগার ব্রিগেড ডু অর ডাই ম্যাচে চ্যালেঞ্জিং স্কোরের মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল। এরপর নুর আহমদ (২৩/২), রশিদের (২৬/২) ঘূর্ণিতে ম্যাচের মোড় বদল। লিটন (৯), শামিম হোসেনদের (১১) ব্যর্থতায় ভালো শুরুর সুবিধা অনেকটাই নষ্ট হয়। চাপ আলগা করার চেষ্টায় নুরের বলে চালাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তানজিদ। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৪ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস।

আফগানিস্তান রানতাড়ায় নামার পর প্রথম বলেই সেদিকুল্লাহ অটলকে (০) তুলে নেন নাসুম আহমেদ (১১/২)। এরপর ইব্রাহিম জাদরানের (৫) উইকেটটিও তাঁর দখলে যায়। শুরুর সেই ধাক্কা সামলে আফগানদের ম্যাচে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৩৫), ওমরজাই (৩০), রশিদরা (২০)। কিন্তু নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ইনিংসের শেষ বলে তারা ১৪৬ রানে অল আউট হয়।

প্রথম বলেই সেদিকুল্লাহ অটলকে ফিরিয়ে উল্লাস নাসুম আহমেদের। আবু ধাবিতে।

ফাইনালে মংরা

মাদারিহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল মংরা এফসি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে শিলিগুড়ি তরুণজুবারি এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন দিনার নার্জারি ও ম্যাচের সেরা সঞ্জু কুজুর। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে অসমের গ্লোবাল এফসি ও সিকিমের চাইল্ডহুড এফসি।

স্মরণে

দীপোজ্জ্বল চৌধুরী

(শিলিগুড়ি শিশু নাট্যমের প্রাক্তন কর্ণধার) স্মরণে

জন্ম- ৯ই মার্চ, ১৯৬০, মৃত্যু- ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম প্রয়াণ তিথিতে পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি শিশু নাট্যম ও শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থের পক্ষ থেকে ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হচ্ছে।

ম্যাচের অভাবই পার্থক্য গড়ল : বিশাল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জিততে পারেনি। তবুও ম্যাচের সেরা বিশাল কেইথ।

ম্যাচের আগে খানিক হুংকারের সুরেই সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বলেছিলেন, মহাদেশীয় মঞ্চেও এবার মোহনবাগানের প্রমাণ করার পালা। কিন্তু সেই লক্ষ্যে শুরুতেই হোঁচট খেল সবুজ-মেরুন। তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহল এফকে-র আক্রমণের সামাল দিতে হিমসিম খেতে হল আলবার্তো রডরিগেজ, টম অ্যালড্রেডদের। দুই অর্ধে বেশ কিছু নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি।

ঠিক কোন জায়গায় ফারাক গড়ে দিল আহল? বিশাল বলছিলেন, 'আমরা অনেকদিন পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেললাম। আর আহল ইতিমধ্যেই ১৫-১৬টা ম্যাচ খেলে ফেলেছে। সেটা একটু হলেও ফারাক গড়ে দিয়েছে। আমরা আরও কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত।' বিশাল অবশ্য হারের কারণ খুঁজতে গিয়ে সুযোগ নষ্টকেও কাঠগড়ায় তুললেন। বাগান গোলকিপার বলেছেন, 'আহল ভালো খেলেছে। আমরাও ইতিবাচক বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছি। গোল করতে পারলে ম্যাচের চিত্র বদলে যেত।'

বস্তুত এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব চোখে পড়ল। যা দেখা গিয়েছিল ডুরান্ড কাপেও। সেইসঙ্গে ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যাও যে রয়েই গিয়েছে, সেটাও বোঝা গেল। এদিকে, এদিন ম্যাচ শেষে মোলিনার সঙ্গে মাঠেই বাকবিতণ্ডায় জড়ান মোহনবাগানের দিমিত্রিস পেত্রাতোস। সম্ভবত মাঠে নামার সুযোগ না পেয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেন দিমি।

আহল ভালো খেলেছে। আমরাও ইতিবাচক বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছি। গোল করতে পারলে ম্যাচের চিত্র বদলে যেত। -বিশাল কেইথ

eTENDER NOTICE
Office of the Prodhan Changmari Gram Panchayat Kranti :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. NIT-01/CHANGP/KRANTI/25-26 (2nd Call) dated 15-09-2025.
For further details following site may be visited **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Changmari G.P Kranti, Jalpaiguri

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে বোল্টের

কিংস্টন, ১৬ সেপ্টেম্বর : সময় দ্রুত বয়ে যায়। সত্যিই তাই। অলিম্পিকে আটটি সোনা রয়েছে জামাইকার প্রাক্তন তারকা স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের। সঙ্গে পেয়েছেন বিশ্বের দ্রুততম মানবের তকমা। কিন্তু এখন সেই বোল্টেরই সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে যায়! ৩৯ বছরের বোল্ট যা নিজেই জানিয়েছেন। বোল্টের অ্যাকিলিস টেন্ডন ফেটে গিয়েছে। এই ধরনের সমস্যা দৌড়বিদদের বেশি হয়। এছাড়াও স্কোলিয়োসিসের (মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া) সমস্যায় ভুগছেন বোল্ট। যার ফলে কিছু দূর হাঁটলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাঁর। ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বোল্ট এখন বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটে তাঁর। কষ্ট হয় সিঁড়ি ভাঙতেও। নিজের শারীরিক সমস্যা প্রসঙ্গে বোল্ট বলেছেন, 'সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কম বয়সে এমন কোনও সমস্যা ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়ছে। ভাবছি আবার দৌড় শুরু করব। এখন বাড়িতেই থাকি। সিনেমা দেখে সময় কাটাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা আমাজাদুল হক - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92J 74767 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এই এক কোটি প্রথম পুরস্কারের জয় আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি করেছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে অনেক বড়ো একটি স্বস্তি দিয়েছে কারণ আমি জানি যে এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে রাজগঞ্জ ব্লক টিএমসি দল। ছবি : রামপ্রসাদ মোদক

সেরা টিএমসি ফুটবল দল

রাজগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : দাদা ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের রত্নেশ্বর মালাকার ও স্বপন মালাকার ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজগঞ্জ ব্লক টিএমসি ফুটবল দল। ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৮-৭ গোলে নিউসিপাকড়ি ঝমকলাল এফসি-কে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা ঝমকলালের নিখিল রায়। সেরা গোলকিপার খাদিমুল মাহমুদ। পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সচিব তাপস দে, সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল রায় প্রমুখ।

জিতল বিভান

চালসা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস এবং ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার বিভান নাইন এমওয়াইবিসি ২-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির ডিএফজি দলকে। বিভানের নিহাল রাই ও অভিনাম ভুজেল গোল করেন। ডিএফজি-র গোলস্কোরার রতন ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা নিহাল। বৃহস্পতিবার নামবে বিন্নাগুড়ি এফসি এবং বিডিএল মিনগ্লাস।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে নিহাল রাই। ছবি : রহিদুল ইসলাম